[প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে হইলে যে সকল গুণশিক্ষা
আবশ্যক, স্ত্রীর নিকট কথোপকথনচ্ছলে
স্বামীর তদ্বিষয়ক উপদেশ]

প্রথম ভাগ।

"যথা জলং বিনা পদ্মং পদ্মং শোভাং বিনা যথা ;
তথৈব চ গৃহং শশ্বদ্‌গৃহিণাং গৃহিণী বিনা ॥"

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি. এল্. প্রণীত।

নবম সংস্করণ।

কলিকাতা।
শ্রীকেদারনাথ বসু বি. এ. কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২৮। ৪ অখিল মিস্ত্রী লেন।

SOLE AGENTS :
BANNERJEE, DUTTA & Co.
54/7, College Street, Calcutta.

উপহার।

কোন এক

বন্ধুপত্নীর উদ্দেশে

গ্রন্থখানি

স্নেহসহকারে উৎসৃষ্ট হইল।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন

গৃহলক্ষ্মী দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য বার আনা।

"গৃহলক্ষ্মী" ১ম ভাগ যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের এই ভাগও পাঠ করা উচিত। এই পুস্তকখানিসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]কুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"সে দিন আপনার পুস্তকের কতকাংশ পাঠ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেই যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং প্রধানতঃ যাঁহাদের পাঠের জন্য এই পুস্তক প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে উহা সবিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। ফলতঃ বিশ, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এ প্রকৃতির পুস্তক পাইলে, অধিকতর উপকৃত হইতাম। তথাচ উপদেশ গ্রহণের সময় কখনও উত্তীর্ণ হয় না। আপনার এই গ্রন্থস্থিত উপদেশনিচয় যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনি উপাদেয়। উহা অধ্যয়নকালে উপদেশগ্রহণজনিত ক্লেশ কিছুমাত্র অনুভব করিতে হয় না; প্রত্যুত প্রচুর পরিমাণে চিত্তস্ফূর্ত্তি জন্মে। "গৃহলক্ষ্মী"র অনেক গুণের মধ্যে এই গুণটিও বড় কম নহে এবং আমার বিবেচনায় উহা উপদেষ্টার কেবল সুখ্যাতির কথা নহে, সবিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। **বস্তুতই আপনি যারপরনাই জটিল বিষয়গুলিও জলের মত তরল ও স্বচ্ছ করিয়া লোকের সম্মুখে ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন।**

(বড় অক্ষরে আমরাই মুদ্রিত করিলাম।)

পূর্ব্ববঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, চিন্তাশীল সুলেখক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনার গৃহলক্ষ্মী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।"

বিখ্যাত সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনার পুস্তক পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার শেষ অংশ পড়িয়া আমি কাঁদিয়াছি।......"গৃহলক্ষ্মী" গৃহলক্ষ্মীগণের হস্তে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইবে।"

দম্পতীর পত্রালাপ ১ম ভাগ।

(কিশোর ও কিশোরী)

"গৃহলক্ষ্মী"তে যেমন কথোপকথনচ্ছলে স্বামী উপদেশ দিতেছেন, উক্ত গ্রন্থে তেমনিই পত্রালাপচ্ছলে স্বামী উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই গ্রন্থ নব প্রকাশিত। ইহার মধ্যে একটি উপদেশসূচক মনোহর উপন্যাসও আছে। যাঁহারা গ্রন্থকারের "গৃহলক্ষ্মী" ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তকও পড়িয়া দেখিবেন, ইহাই প্রকাশকের একমাত্র অনুরোধ। এই পুস্তক পড়িলে স্বামীর নিকট পত্র লিখিতে আর দ্বিতীয় পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক করিবে না।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

"গৃহলক্ষ্মী" পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইল। এই আশাতিরিক্ত সৌভাগ্যজন্য সর্ব্বপ্রথমে আমি গৃহলক্ষ্মীগণ-সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট। তাঁহার সহিত এই গ্রন্থখানির বিশেষ সম্বন্ধ আছে ; সে সম্বন্ধের বিবরণ—নিম্নে লিখিতেছি।

অনেকদিন হইল, একদিন বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে উপদেশ সম্বলিত একখানি স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন। বিশেষ কোন কারণবশতঃ আমি সেই কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবুর উপরে ন্যস্ত করি—হরিদাস বাবুও তদনুযায়ী একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলিপি অনুযায়ীই পুস্তকের নামকরণ হয়, এবং প্রথম তিন ফর্ম্মায় "স্বামী স্ত্রী" "লেখাপড়া" "বেশভূষা" "শ্বশুর ঘর" এই কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। পরে আবার বিশেষ কোন কারণে বাধ্য হইয়া আমাকেই "গৃহলক্ষ্মী" প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে হয়। যখন হরিদাস বাবুর সহিত পুস্তকপ্রকাশের সম্বন্ধ রহিত হইয়া গেল, তখন আমিই পুস্তক প্রকাশে ইচ্ছুক ও বাধ্য হইয়া পুস্তকখানির অবশিষ্টাংশ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিলাম। সঙ্কলন হরিদাস বাবুর পাণ্ডুলিপি হইতে—অবশ্য ইহা হরিদাস

বাবুর মত লইয়াই—করিয়াছিলাম। এইরূপে "গৃহলক্ষ্মী" কতক হরিদাস বাবুর, অবশিষ্ট আমার লেখা লইয়া, তিন ফর্ম্মা তাঁহার সম্পাদকতায়, অবশিষ্টাংশ আমার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণে "স্বামী স্ত্রী" নামক প্রথম প্রবন্ধটী আমি নূতন করিয়া লিখিয়া লইয়া হরিদাস বাবুর উক্ত নামধেয় প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে প্রকাশ করিলাম। কারণ সে প্রবন্ধটী সরস ও সুলিখিত হইলেও তাঁহার মতের সহিত আমার মতের কিছু পার্থক্য ছিল। যখন পুস্তকের দায়িত্ব আমার হইল, তখন পুস্তকের অন্যান্য যে সকল লেখা হরিদাস বাবুর ছিল, তাহাও আবশ্যকমতে আমার মতানুযায়ী করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে বাধ্য হইলাম।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি পরিবর্তিত ও আমার লিখিত অন্য এক প্রবন্ধ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

এইবার ইহার ৪র্থ সংস্করণ হইতে চলিল। এখনও "লেখা-পড়া", "বেশভূষা", "শ্বশুর ঘর", "সতীত্ব" এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ, "অসৎ পতির চরিত্র সংশোধন" প্রবন্ধের কতকাংশ, "ব্যবহার ও গুণ" নামক প্রবন্ধের আরম্ভ, মূলতঃ তাঁহার পাণ্ডুলিপি হইতেই গৃহীত হইয়া সামান্য পরিবর্ত্তিতভাবে প্রকাশিত হইল। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার লিখিত প্রবন্ধ দ্বারা হরিদাস বাবুর লিখিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থচ্যুত করিতে পারিতাম—কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার সহিত এই গ্রন্থের যাবজ্জীবন সম্বন্ধ রাখাই উচিত মনে করিলাম।

এখন "গৃহলক্ষ্মী" প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাহি। ইহাতে স্বামী স্ত্রীকে অশিক্ষিতা বয়স্থার ন্যায় জ্ঞান করিয়া যাহা তাঁহার বলিবার তাহা বলিয়াছেন, গম্ভীরভাবে গুরুপদ গ্রহণ করিয়া কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। এই কথোপকথন পড়িলে যাহাতে আমোদ ও উপদেশ উভয়ই লাভ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহাতে কেবল মাত্র লঘু রহস্যও নাই কিংবা কেবলমাত্র কঠোর উপদেশাবলীও নাই; দুইই সামঞ্জস্য করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর পাঠিকাগণেরই ইহা পাঠ্য হইতে পারে।

কলিকাতা।
১৩০৩

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন।

"গৃহলক্ষ্মী" পুনঃ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। দুই বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই অন্য সংস্করণের আবশ্যকতা দেখিয়া বোধ হয় গৃহলক্ষ্মীগণ এই গ্রন্থখানিকে সাদরেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

এই সংস্করণে "বিবাহ" নামক প্রবন্ধ ও "স্বামী স্ত্রী" শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। "বিবাহ" প্রবন্ধে হিন্দুবিবাহের ক্রিয়া ও মন্ত্রার্থগুলি যথাসাধ্য বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠিকাগণ বিচার করিবেন।

কলিকাতা।
২৭শে ফাল্গুন, ১৩০৪

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

সূচিপত্র।

স্ত্রী। ও কি বই পড়িতেছিলে ?

স্বামী। "বঙ্গদর্শন"।

পৃঃ ১

গৃহলক্ষ্মী।

প্রথম ভাগ।

স্বামী ও স্ত্রী।

স্ত্রী। ও কি বই পড়িতেছিলে ?

স্বামী। "বঙ্গদর্শন"।

স্ত্রী। ওতে কি গল্প আছে ? একটু চেঁচিয়ে পড় না শুনি।

স্বামী। শুনিবে ? তবে পড়িতেছি।

স্ত্রী। আবার খুব চেঁচিয়ে পড়িও না—ওঘরের ওঁরা যেন শোনেন না।

স্বামী। আমি কি এতই লজ্জাশূন্য যে গুরুজনে

শুনিতে পাইবেন তোমার নিকট এত উচ্চৈঃস্বরে বই পড়িব।

স্ত্রী। না, তা ত নয়; তবু এখনকার দুই একজন এমনই থাকে, তাই বলিলাম। তা, তুমি রাগ করিও না। কেহ ইহা শুনিয়া তোমাকে নিন্দা করিবে, তা আমি সইতে পারিব না—তাই বলিলাম। তুমি পড়।

স্বামী। (পুস্তক পাঠ)

“সাহস করিয়া বলিতে পারি যে পতিপত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই। হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়। সে বিবাহপ্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটী ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, দেহ দগ্ধ হইলে যেমন পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, আত্মা যেমন পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে দুই আর দুই নাই—এক হইয়া গিয়াছে। যে এক দুই হইয়াছিল, সেই দুই আবার এক হইয়া পড়িয়াছে।

স্বয়ম্ভু নিজ দেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার, সেই এক স্বয়ম্ভু প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে স্বয়ম্ভুও যা, মুক্তিও তা। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য ও মুক্তি"।*

স্বামী। কি, আমার দিকে যে বড় তাকাইয়া রহিয়াছ—আমি যাহা পড়িতেছি তাহা শুনিতেছ না বুঝি?

স্ত্রী। শুনিতেছি বই কি। কিন্তু কিছুই বুঝিতেছি না। তাই তোমার মুখপানে তাকাইয়াছিলাম; ও কিসের গল্প?

স্বামী। এ কোন গল্প নহে—একটি প্রবন্ধ।

স্ত্রী। প্রবন্ধ আবার কাকে বলে? ওতে কি বিষয় লেখা আছে?

স্বামী। হিন্দুবিবাহ বিষয়। স্বামীই বা স্ত্রীর কি, স্ত্রীই বা স্বামীর কি, তাহাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাই ইহাতে লিখিত আছে।

স্ত্রী। ওমা! সে আবার কি! স্বামী স্ত্রীর কি, স্ত্রী স্বামীর কি এ কি আবার লিখিতে হয়। এই বই আবার

---

* বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য—বঙ্গদর্শন পৃ ৫৬৫ (১৮৮০)।

পড়া হচ্ছে ! আমি ভেবেছিলাম এত মনযোগ করিয়া যখন পড়িতেছ, তখন না জানি কি মজার গল্পই ওতে আছে। তা এই বই ! ও আবার পড়াশুনা কি ! ও ত সকলেই জানে।

স্বামী। কি বল দেখি ?

স্ত্রী। এই—স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধেক অঙ্গ আর কি ! এ ত আট বছরের মেয়েরাও জানে !

স্বামী। (সহর্ষে) ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু বল দেখি ইহার মানে কি ?

স্ত্রী। (নিরুত্তর)।

স্বামী। চুপ করিয়া রহিলে যে ?

স্ত্রী। এর মানে টানে ত কিছু জানি না। লোকে বলে, তাই শুনি। লোকে বলে যে স্ত্রী ও স্বামী এক মন এক আত্মা—এঁর পাপপুণ্য ওঁর পাপপুণ্য হয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পাপপুণ্যের ভাগী। এর যে আর কি মানে টানে আছে, তাত আমি জানি না।

স্বামী। ঠিক বলিয়াছ। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গই বটে—স্ত্রীর আর এক নাম অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী স্বামীর পাপ-পুণ্যের ভাগীও বটে ; কিন্তু বল দেখি এরূপ কথার তাৎপর্য্য কি ? অর্দ্ধাঙ্গ বলিলে সহজে যাহা লোকে বুঝে

তাহা ত কোন স্ত্রী স্বামীরই নহে দেখিতে পাইতেছ ; তবে এ কথার অর্থ কি বল দেখি ?

স্ত্রী। তা অত আমি বুঝি না। তোমার এই বইতে কি তার কোন কথা লেখা আছে ?

স্বামী। আছে, এ কথা আছে, আরও কথা আছে, শুনিবে ?

স্ত্রী। শুনিতে ত ইচ্ছা করে, কিন্তু বুঝিতে যে পারি না।

স্বামী। আচ্ছা বই রাখিয়া আমি মুখে তোমাকে বুঝাইতেছি। বল দেখি, আমরা পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি কেন ?

স্ত্রী। ঠাকুরমা বলিয়াছেন, পাপের ফলভোগ করার জন্যই লোকের জন্ম। যত দিন না এ পাপ ক্ষয় হইবে ততদিন এরূপ জন্মমৃত্যু হইতে থাকিবে।

স্বামী। এ পাপ ক্ষয় করিতে তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত ?

স্ত্রী। তা কি আর বল্‌তে ! জন্মে জন্মে এ গর্ভ-যাতনা, মৃত্যুযাতনা, এ কষ্ট—ক্লেশ সহ্য করা কি সহজ-দুঃখ ও কষ্টের বিষয় !

স্বামী। কি করিলে এ পাপ ক্ষয় হয় বলিতে পার ?

স্ত্রী। এ প্রশ্ন মন্দ নয়! আমি ইহার কি উত্তর করিব, বল। শুনি, এর জন্য কত লোক কত হচ্ছে—কেহ বা স্ত্রী পুত্র ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হচ্ছে, কেহ বা বনে যাচ্ছে, কেহ বা ঘরে বসে কত দান ধ্যান, তপ জপ, ব্রত উপবাস কচ্ছে! এ আর আমি কি বল্‌ব!

স্বামী। তা ঠিক্ বলিয়াছ। এ পাপ ক্ষয়* করার জন্য পৃথিবীর লোক নানা উপায় গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌টি ভাল বল দেখি?

স্ত্রী। আমরা এর কি বুঝি যে আমাদিগকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ? আমরা বুড়দের কাছে শুনি বই ত নয়। তবে ঠাকুরমা বলিয়াছেন যে সন্ন্যাসীই বল, ব্রহ্মচারীই বল, গৃহস্থের মত কেহই নহে। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচরণ আর নাই। এক সংসারে সর্ব্ব তীর্থ বিরাজ করে।

স্বামী। তা ঠাকুরমা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। পাপ

---

* এই মতে কাহারও আস্থা না থাকিলেও মূলকথাসম্বন্ধে কোন মত-বিরোধ হইবে না। আমরা যাহাকে "পাপক্ষয়" বা "মুক্তি" বলিলাম, অন্যে বরং তাহাকে "পাপক্ষয়" বা "মুক্তি" না বলিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি বলিবেন।

ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভের জন্য সাধারণের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। গৃহস্থ-ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম নাই। কিন্তু এ বড় কঠিন ধর্ম্ম—

স্ত্রী। কঠিন বই কি! গৃহস্থালী করা কি সহজ!

স্বামী। গৃহস্থালী সহজ নহে। সে ঠিকই, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে গৃহস্থালী ভিন্ন আরও অনেক অনুষ্ঠেয় আছে। এখন সে কথা যাক্। বল দেখি, এই গৃহস্থ-ধর্ম্মের উৎপত্তি কিসে?

স্ত্রী। তুমি কি জিজ্ঞাসা করিলে আমি বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামী। বুঝিলে না? আচ্ছা বল দেখি 'গৃহস্থ' কাকে বলে?

স্ত্রী। এই যার স্ত্রী, পুত্র, ঘর, সংসার আছে, তাকেই বলে আর কি!

স্বামী। কেবল পুরুষই কি গৃহস্থ হয়, স্ত্রীলোক কি আর গৃহস্থ নাই?

স্ত্রী। সে কি? তা থাকিবে কেন? যার স্বামী পুত্র আছে তাকেই গৃহস্থ বলে।

স্বামী। তবেই দেখ, বিবাহ হইতেই গৃহস্থাশ্রমের উৎপত্তি। পতি, পত্নী, পুত্র, এ সব ত বিবাহ হইতেই।

স্ত্রী। এই জন্যই বুঝি স্ত্রী মরিলে স্বামীকে গৃহশূন্য বলে?

স্বামী। প্রায় এই জন্যই বটে। এখন বুঝিলে পাপ ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভই আমাদের সকল জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ গৃহস্থধর্ম্মই অতি উৎকৃষ্ট উপায়। এই গৃহস্থাশ্রম বিবাহ দ্বারাই হইয়া থাকে। এই বিবাহ দ্বারাই পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে গৃহস্থ করে। এই গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারাই লোকে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পাপ ক্ষয় করে।

স্ত্রী। গৃহস্থ-ধর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় কিরূপে?

স্বামী। তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিবে? গৃহস্থাশ্রমে যে সকল কর্ত্তব্য বিহিত রহিয়াছে—সে সকল ক্রিয়া গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম, যথা—সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ অতিথি-সেবা, পরিজন-প্রতিপালন ইত্যাদি, তাহাতে 'মনুষ্যত্ব' বিকাশ পায়। এই সকল অনুষ্ঠানে লোকের নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি সংযত হয়, উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হয়। এই জন্য ইহাকে 'গৃহধর্ম্ম' বলে। "গৃহস্থাশ্রম আত্মসুখের জন্য নয়, ভোগবিলাসের জন্য নয়, যশগৌরবের জন্য নয়, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যার জন্য, পরোপকারের জন্য।"

স্ত্রী। বুঝিলাম সংসারধর্ম্মও ধর্ম্ম বটে। কিন্তু আসল

কথাটা ত রহিয়া গেল। স্ত্রীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ কেন বলে, তাহা ত বলা হয় নাই।

স্বামী। ক্রমে বলিতেছি। বল দেখি, এখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য কি?

স্ত্রী। উভয় উভয়কে ভালবাসিবে। যার যা মনের কথা থাকে, তা অপরকে বলিবে; একজনের সুখে অন্যে সুখী, একজনের দুঃখে অন্যে দুঃখী হইবে—পরস্পর সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে—

স্বামী। থাক্, আমি আর শুনিতে চাই না। এই কথা বুঝি আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি? এই যত কর্ত্তব্য বলা হইল? বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিলে, স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্যের কথা বুঝিলে না? না, তোমাদের বুঝান আমার কর্ম্ম নয়।

স্ত্রী। তা ও রকম কচ্ছো কেন? আমার উত্তর ঠিক না হইয়া থাকে, নিজে বলিলেই ত হয়।

স্বামী। নিজেই তবে বলিতেছি। এক কথায় বলিতে গেলে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একে অন্যের গৃহধর্ম্মের সহায়তা করিবে, তদ্ধর্ম্মপালনে উত্তেজিত, উৎসাহিত ও সাহায্য করিবে; ও যাহাতে একের অসদ্‌বৃত্তি সংযত হইয়া সদ্‌বৃত্তির বিকাশে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অন্যে তাহাই করিবে। বুঝিলে?

স্ত্রী। আর আমি যাহা বলিলাম তাহা কি কিছুই নহে? একে অন্যকে ভালবাসিবে না?

স্বামী। বাসিবে বৈ কি।

স্ত্রী। বাসিবে বৈ কি! সেটা কি তুচ্ছ কথা হলো। তোমার আজ হয়েছে কি?

স্বামী। কিছুই নহে। একটু স্থির হইয়া শুন, সকল বুঝিতে পারিবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার মধ্যে ভালবাসারও কথা আছে। এখনকার মেয়েদের কি এক রোগ হইয়াছে কেবল দিন রাত 'ভালবাসা' লইয়া অস্থির; ভালবাসার বড় খোঁজ খবর নাই, কেবল কথা লইয়া মার পেঁচ। ভাল, 'ভালবাসি' কথাটি না বলিয়া, এই বলিয়া আবদার না করিয়া, ভালবাসিলে কি ভালবাসা হয় না? সেকেলে লোকদিগকে দেখ দেখি! তোমরা যে ভালবাসা ভালবাসা করিয়া এত উতলা, তাহারা হয়ত এ কথার অর্থও বুঝিতে পারিত না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা কম ভালবাসিত না কম ভালবাসা পাইত?

স্ত্রী। তুমি যে আমায় অবাক্ কল্লে। স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্যের কথা বল্‌ছো, তাতে ভালবাসার কথা বল্‌লে না—আর আমি সে কথাটি বলেছি বলে, আমাকে এত কথা?

স্বামী। তোমাকে কে বলিল যে আমি ভালবাসার কথা বলি নাই ?

স্ত্রী। বল্‌তে আর কে আস্‌বে, আমি স্বপ্নে দেখেছি।

স্বামী। বটে! আচ্ছা, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কোন স্বামী স্ত্রী পালন করিয়া দেখুন দেখি, কেমন ভালবাসা না জন্মিয়া থাকিতে পারে। জীবনের এত বড় উদ্দেশ্য যাহা—তাহা সাধনে এত বড় আবশ্যক ও সহায় যে, তাহাকে কি উদ্দেশ্যসাধনকারী না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে! যে দম্পতী বিবাহের উদ্দেশ্যসাধনে যত্ন ও চেষ্টা করে, তাহাদের মধ্যে প্রণয় মূর্ত্তিমান্‌ হইয়া আপনিই বিরাজ করিবে। আর এই যে সদ্‌বৃত্তির পোষণের কথা বলিলাম, ওটার অর্থ কি বুঝিয়াছ ?

স্ত্রী। কিছুই বুঝি নাই।

স্বামী। আচ্ছা, যদি ওটার মধ্যে ভালবাসা থাকে ?

স্ত্রী। ভালবাসা আবার বৃত্তি কিরূপে হয় ?

স্বামী। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতিকে শারীরিক বৃত্তি বলে, ভালবাসাকেও সেইরূপ মানসিক বৃত্তি বলে। যেরূপ অন্নপানীয় দ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসিয়া ভালবাসাও পরিতৃপ্ত

হয়। যেরূপ ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্ন পানীয় মিত পরিমাণে ভোজন পান করিলে লোকের শরীর পুষ্ট হয়, সেইরূপ ভালবাসার পাত্রকে ধর্ম্মানুযায়ী ভালবাসিলে মনও পুষ্ট হয়। স্ত্রী স্বামীর ও স্বামী স্ত্রীর এইরূপ ভালবাসার পাত্র। এ ভালবাসা আপনা হইতেই হয়। স্বামী স্ত্রী যেরূপ একে অন্যের ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়, সেইরূপ আবার পরস্পর কতকগুলি সদ্বৃত্তি পোষণের সহায়ও বটে। এই স্থানই ভালবাসাপ্রভৃতি বৃত্তি পুষ্ট হইবার উপযুক্ত স্থল। এইখানে পুষ্ট হইয়া ইহা জগতে ছড়াইয়া পড়িলে, বৃত্তি-টির ধর্ম্মসঙ্গত বিকাশ হইল। ভোগসুখ, যাহাই বল, ধর্ম্মই সকলের ভিত্তি হওয়া উচিত। পতি পত্নী একে অন্যের ভোগের উপাদান, বিকাশের সহায়। ধর্ম্ম অব-লম্বন করিয়া এই ভোগ বিকাশ হইলে তাহাতে দম্পতীর সুখও হয়, ধর্ম্মচর্য্যাও হয়।

স্ত্রী। তাই বল। তবে তুমি ভালবাসার কথাটা ওরূপ চাপিয়া যাইতেছিলে কেন?

স্বামী। অনাবশ্যক বলিয়া। ও শিক্ষা না দিলেও হয়। পত্নীর পতিকে ভালবাসিতে হয়, এ শিক্ষা না দিলেও চলে। কিন্তু এই ভালবাসা যে বিকাশিত করিয়া জগতে ছড়াইয়া দিতে হয়, তাহারই শিক্ষার প্রয়োজন।

বিশেষ, ওরূপ শিক্ষা দিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, মেয়েরা বাল্যকাল হইতে ইহাই বিবাহের লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া বসে। 'ভালবাসা' 'ভালবাসা' করিয়া শেষে কেহ বা নবেলের চরিত্রের ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠে। অন্য কিছুর দিকেই মন থাকে না, কেবল স্বামীর ভালবাসাই যেন জীবনের লক্ষ্য হইয়া পড়ে। ইহাতে তাহাদেরও অনিষ্ট হয়, স্বামিগণেরও অনিষ্ট হয়। পতি ভাবেন, পত্নীর ভালবাসাই তাঁহার সর্ব্বস্ব, পত্নী ভাবেন, পতির ভালবাসাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সব কোথায় যায়, কেবল দুজনে রাতদিন ভালবাসার মোহ লইয়া ব্যস্ত থাকেন।

স্ত্রী। তা এমন যদিও না হউক, তোমার কথাটি খানিকটা সত্য বটে। এখন এই জন্যই বিবাহের পর অনেকে পৃথক্ হয় দেখিতে পাই। এমন কি মাতা পুত্রেও প্রায়ই এই জন্যই বিসংবাদ হইয়া থাকে।

স্বামী। এতক্ষণে আমার শ্রম সার্থক হইল। এক্ষণ শুনিবে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ কেন? স্ত্রীই কি স্বামীই কি, একা কেহই গৃহধর্ম্ম পালনে সক্ষম নহে; একের অপরের সাহায্য লইতেই হইবে। তাই গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালনে পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গ। দুই জনে না মিলিয়া

কাজ করিলে সে কাজ সম্পূর্ণ হয় না, মানব জীবনের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সংসাধিত হয় না, তাই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, একজন অন্য জনের অর্দ্ধাঙ্গ। এখন তবে এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য অন্য গ্রন্থ হইতে পড়িয়া শুনাইতেছি। মন দিয়া শুন।

"সংস্কৃত ভাষায় পত্নীর একটি প্রতিশব্দ সহধর্ম্মিণী; বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহাই। এই সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ— যে (পতির) সহ ধর্ম্ম আচরণ করে। পত্নীর অনেক প্রতিশব্দ আছে—স্ত্রী, জায়া, ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি। এই প্রতিশব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অর্থবাচক—পতিপত্নীর বিশেষ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অন্যান্য ভাষাতেও পত্নীর এইরূপ বহুতর প্রতিশব্দ আছে। যথা ইংরাজিতে wife, better-half; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরাজী ভাষাতে পত্নীর প্রতিশব্দগুলি যেমন একঘেয়ে—একার্থবাচক, সংস্কৃতভাষার শব্দগুলি সেরূপ নহে। ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি সবই প্রায় প্রণয়জ্ঞাপক। সংস্কৃতেও সেইরূপ প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উচ্চতর ভাবজ্ঞাপক শব্দও এই ভাষায় আছে। জায়া, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতিশব্দ জগতে অন্য

কোন ভাষাতে আছে কি না, জানি না; না থাকিবার কারণ ত যথেষ্ট আছে। তাহা খুলিয়া বলিতেছি। ধর্ম্মাচরণ সকল জাতিতেই করিতেছে; কিন্তু হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মকে এমন সর্ব্বকার্য্যব্যাপী বুঝি এ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিতে করে নাই। প্রাচীন জাতির ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। এখন যে দুইটি প্রবল জাতির সহিত আমাদিগের সংস্রব রহিয়াছে, তাহাদের কথাই বলিব। দেখ ইংরাজ জাতি। ইহারা কি ধর্ম্মাচরণ করে না? কে বলিবে? স্বার্থত্যাগী, পরমযজীবন, দীনদয়াল, যিশুখৃষ্টের কথা নাইবা বলিলাম, এখনও এমন উদারচেতা পরোপকারী প্রবীণ অনেক খ্রীষ্টান আছেন যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইঁহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া, কে বলিতে পারিবে যে, খ্রীষ্টানের মধ্যে ধর্ম্মাচারী লোক দেখা যায় না? খ্রীষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া কে বলিতে পারিবে যে, প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্মাচরণ করে না? যেমন খ্রীষ্টান সম্বন্ধে বলিলাম, মুসলমান সম্বন্ধেও সেইরূপই বলিতে পারি। এই দুই জাতিই সম্মুখে দেখিতেছি, তাই ইহাদের কথাই বলিলাম— মনে হয়, অন্যান্য সব জাতিই এইরূপ ধর্ম্মাচারী।

ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মাচারী সত্য, কিন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় নহে। খ্রীষ্টানের ও মুসলমানের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—সেইগুলির সহিত কেবলমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ—অবশিষ্ট কার্য্যের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যেমন এই ধর—আহার। খ্রীষ্টানেরা আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ রাখা প্রায় উচিত মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট আহার শারীরিক অভাব নিবারণার্থ সুখজনক ক্রিয়াবিশেষ। তাঁহারা আহারে এই দুইটি বিষয়ই খুঁজিয়া থাকেন—শরীরের পুষ্টি ও রসনার আনন্দ। মুসলমানেরাও এইরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকার করেন। হিন্দুরা কিন্তু সেরূপ করেন না—অন্ততঃ পূর্ব্বে করিতেন না। তাঁহাদের জীবনের খুঁটিনাটী হইতে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্ততঃ হিন্দুশাস্ত্রের এই আদেশ—এই উপদেশ—এই তাৎপর্য্য। হিন্দুর প্রতি কার্য্যই সেই একাভিমুখী। হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংশ্রব রাখিতে হইবে না, এমন কোন কার্য্যই নাই, থাকিতেও পারে না। অপরাপর জাতি যাহাকে সুখ বলে, হিন্দু তাহাকে সুখ বলে না। হিন্দুর সুখের ধারণা ও সংজ্ঞা পৃথক্। সেই সুখের ধারণা বা

সংজ্ঞা এইরূপ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মানুষ সকল কার্য্যেই সুখ চাহে—সুতরাং হিন্দুর সকল কার্য্যেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। কারণ, সেই ধর্ম্মের রেখার কণামাত্র অতিক্রম করিলেও হিন্দুর সুখ হওয়া অসম্ভব। তাই হিন্দুর যেমন আহারে তেমনই বিহারে সেই ধর্ম্মকার্য্যই প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর বিবাহেও দাম্পত্য-সুখ পতি-পত্নীর ইন্দ্রিয় সুখই মূল লক্ষ্য নহে—এবং হিন্দুপত্নীর প্রধান প্রতিশব্দ হিন্দুজাতি মধ্যে "প্রণয়িনী" নহে—সহধর্ম্মিণী"।

এই "সহধর্ম্মিণী" কথাটীই ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগের পতি-পত্নীর সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুজাতির মধ্যেই এই সম্বন্ধটা যেন দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে।

হিন্দুর নিকট, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালনের জন্য আশ্রম বিশেষ। এই "আশ্রম" কথাটাতেই সাংসারিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যই হিন্দুগণ ধর্ম্মোদ্দেশে করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। হিন্দুর আহারের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে—

আহারকালে যে প্রকার অবস্থায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতেই উপরোক্ত কথাটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক সে মন্ত্রের কথার উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। এখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে, হিন্দুর ঘরকন্নাও ধর্ম্মাচরণ। এই ধর্ম্মাচরণে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন আর হিন্দুপত্নীগণ যেন সে কথা মনে করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিতেছেন, কিন্তু ঘরকন্না যে একটা ধর্ম্ম—যেমন পূজা, সন্ধ্যা, উপাসনা ধর্ম্মাচরণ—যেমন অথিতিসেবা, দান, ব্রতাদি ধর্ম্মাচরণ, ঘরকন্না যে ঠিক্ তেমনই একটা ধর্ম্ম—এ কথা বর্ত্তমান কালের হিন্দুপত্নীগণ যেন ভুলিয়া যাইতেছেন। এই ভয়ানক ভুল হইতেই সমাজে স্ত্রীজাতির এখন অবনতি হইতেছে, আমরা এইরূপ মনে করি। কেন করি, তাহা বলিতেছি।

দেখ হিন্দুপত্নী যাহাকে ধর্ম্মাচরণ মনে করে—তাহা কত সাবধানে, কত যত্নে, কত শঙ্কিতচিত্তে করিয়া থাকে। হিন্দুর পূজার ঘর, পূজার সজ্জা—কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর!

এই পূজা উপাসনার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বুঝিয়া

হিন্দুপত্নী এমন পবিত্রচিত্তে, এমন পবিত্রশরীরে, এমন সযত্নে, এমন সাবধানে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু যেটা 'ঘরকন্না'—তাহাতে হিন্দুপত্নী ত এমন পবিত্র হৃদয়, পবিত্র কায়ের আবশ্যকতা মনে করেন না। তাই ইহাতে এত শৈথিল্য, এত অশান্তি, এত কলহ, এত পদস্খলন। তাঁহারা মনে করেন ঘরকন্নাটা না করিলে শরীর চলে না—সংসার চলে না, তাই তাহা অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা "ঘরকন্না"ই ধর্ম্মানুষ্ঠান—তাহাই সুখের উপায়, তাহাই প্রকৃত সুখ, এরূপ আর মনে করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিয়া শরীর বাঁচাইবার অন্য উপায়ে সুখ-লাভ করিতে চাহেন। তাই হিন্দুর গৃহে এখন আর সে পবিত্রতা নাই, সে নিঃস্বার্থপরতার উজ্জ্বল উদাহরণ নাই, সে শান্তি নাই, সে সুখও নাই।

বাস্তবিক এখন আর হিন্দুপত্নীকে প্রকৃতপ্রস্তাবে "সহধর্ম্মিণী" বলা যায় না, তাঁহারা এখন "প্রণয়িনী" মাত্র। তাঁহারা নিজেরাও তাহাই ভাবেন। স্বামীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ছোট বড় সকল কার্য্যে, কোন্ হিন্দুপত্নী দৃষ্টি-পাত করিয়া থাকেন? স্বামীর কি অনুষ্ঠেয়, কি নহে, স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে কি কর্ত্তব্য, কি নহে, —কোন্ পত্নী এখন তাহার সন্ধান রাখিয়া থাকেন?

তাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন একটী মাত্র বিষয়ের—চাহেনও সেই একটী মাত্র বিষয়। তাঁহারা পাইতেও চাহেন কেবলমাত্র স্বামীর ভালবাসা, দিতেও চাহেন তাহাই। সে ভালবাসার অর্থ অনেক সময়ে, দুটো মিষ্টি কথা আর দুটো আবদার মাত্র। কিন্তু এই কুহকিনীই তাঁহাদিগের যেন একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এ "ভালবাসা"টা যে কি, তাহা তাঁহারা দেখেন না, দেখিতে পারেন না, দেখিতে চাহেনও না। এ ভালবাসা যে অনেক স্থলেই—শতকরা নিরনব্বইটি ক্ষেত্রে—ইন্দ্রিয়সুখ-মোহ, কি এমনই একটা কিছু, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। না বুঝিয়া এই নিদারুণ হলাহল পান করিয়া তাঁহারা নিজেরাও বিকৃত হইতেছেন—পতিদিগকেও বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন।

কেন এমন হইল, জানি না। পাশ্চাত্য প্রণয়ের আপাতমধুর কাহিনী-পড়া-পতির নিকট হইতেই কি "ভালবাসা" পদার্থটা এমন ভাবে হিন্দুগৃহে স্থান পাইয়াছে জানি না। কিন্তু ইহা এমন হইয়াছে, ইহা হিন্দুপতিপত্নীর অস্থিমজ্জার সহিত এমনই মিশাইয়া পড়িয়াছে যে, বুঝি এই বৃত্তিটার পরিতৃপ্তিই এখন হিন্দু দম্পতীর একমাত্র এবং অতিমাত্র সুখ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত নবেল, নাটকগুলি

এই ভাব পরিপোষণের সহায়তা করিতেছে। যে নবেল লেখে, সেই এই ভালবাসার কাহিনী লইয়া লেখে। সেই কাহিনী যে গ্রন্থে ভাল আছে, সেই গ্রন্থই ভাল। কুন্দ, আয়েসা যত লোকের মনে ধরে, শান্তি, প্রফুল্ল তত তাহাদের মনে ধরে না। এমনই অধঃপতন ঘটিতেছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। কাহার দিকেই বা তাকাই। সমাজে যাঁহারা শিক্ষিতা বলিয়া খ্যাতা তাঁহারা ত এই ভালবাসার অধিকার লইয়া ব্যতিব্যস্ত—তাঁহারা কি আর ইহজন্মে সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিবেন? "ঘরকন্না" তাঁহাদিগের নিকট অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। ইহা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ত নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাজনক হীনকার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা চাহেন উচ্চ বিষয়ের দিকে—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত—তাঁহারা কি ঘরকন্নার কথা ভাবিতে পারেন? আর যাঁহারা অশিক্ষিতা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঘরকন্না করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা একটি অতি পবিত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না করিলে চলে না বলিয়া। যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত, যেমন যজ্ঞ, তেমনই যে "ঘরকন্না" এ কথা তাঁহারা

জানেনই না। তাই এখন আর আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যাহা, তাহা আহার-বিহারের নির্দ্দিষ্ট স্থান মাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন সহধর্ম্মিণী নাই—আছে প্রণয়িনী মাত্র।

তাই আমাদের বড় ইচ্ছা হয়, এই হিন্দুপত্নীগণকে আবার সেই গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিব। ঘরকন্না যে একটী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা কামিনীগণ "সহধর্ম্মিণী"র ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তবে আবার আমাদিগের এই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। হায়! কবে সেই আশা সফল হইবে? কবে হিন্দুরমণী আবার সেই "সহধর্ম্মিণী"র উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রফুল্লের ন্যায় স্বামীর ছোট বড় সকল অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন? এমন দিন কি হইবে?*

পতিকে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে সহায়তা করা পত্নীর একান্ত কর্ত্তব্য। এই কথাটি মনে রাখিয়া কার্য্য করিলেই সকল কার্য্য ধর্ম্মানুযায়ী হইবে। সংসারধর্ম্মে পরিবার প্রতিপালন ও অতিথিসেবা প্রভৃতি কয়েকটি অতি গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। সে সব প্রতিপালনে নিজের সুখকে

* বঙ্কিমচন্দ্র ৩য় ভাগ, ২৮—৩৪ পৃষ্ঠা।

তুচ্ছ করিতে হইবে। হিন্দুপরিবার কেবল স্বামী লইয়া নহে, হিন্দুর পক্ষে অতিথিসেবা, জনক-জননী সেবা নহে। হিন্দুপরিবার বহু লোক লইয়া ; এই বহুজনের চিত্তরঞ্জন করিতে হইবে। নিজের সুখ তাহাতে বিসর্জ্জন দিতে হইবে ; অথচ বিসর্জ্জনই বা দিতে হইবে কেন, নিজের সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া না রহিলে, আপনা হইতেই সে সুখ আসিয়া পড়িবে। এই গৃহধর্ম্ম প্রতিপালনে কতকগুলি কার্য্য স্বামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, কতকগুলি পত্নীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, অর্থোপার্জ্জনাদি স্বামীর কার্য্য,—অতিথি পরিবারকে সন্তোষের সহিত ভোজন করান স্ত্রীর কার্য্য। স্বামী স্ত্রী পরস্পর ভালবাসিলেই যথেষ্ট হইল না—হিন্দু-পত্নীকে হিন্দুপতির সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে। আর তোমরা তাহাকেই বা কিরূপে ভালবাসা বল, যাহাতে স্বামীর কর্ত্তব্যকার্য্যের হানি জন্মায়? তাহাকেই বা কিরূপে স্বামীর সুখান্বেষণ বল, যাহাতে স্বামীর পরিণামে দুঃখ ঘটে? ভালবাসা ত ভাল কথা, সুখান্বেষণ ত ভাল কথা, কিন্তু তোমরা সে কথা ভাল বোঝ না। তাই তোমাদিগকে এইরূপই শিক্ষা দিতে হয়।

লেখাপড়া।

স্ত্রী। আবার কবে আস্‌বে ?

স্বামী। তা' কেমন করে বল্‌ব ? এবার পরীক্ষ দিতে হবে। বোধ হয় শীঘ্র আসিতে পারিব না।

স্ত্রী। মাঝে মাঝে পত্র লিখিও।

স্বামী। আমি যেন লিখিলাম, কিন্তু তুমি কি করিবে ? তোমার খবর সর্ব্বদা পাইতে কি আমার ইচ্ছা করে না ?

স্ত্রী। তা আর কি করিব, আমিত আর লিখিতে পড়িতে জানি না, তবে কাহাকেও দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইব।

স্বামী। সরোজ, দেখ দেখি লেখাপড়া না শেখার কত অসুবিধা। আমি তোমায় পত্র লিখিব, কিন্তু তুমি পড়িতে পারিবে না, অন্য কে পত্র পড়িবে কাজেই আমার মনের সকল কথা লিখিতে পারিব না। তোমার সংবাদের জন্য হয়ত আকুল হইয়া থাকিব, তুমি লোকের খোসামোদ করিয়া তবে পার যদি ত মাসান্তে একখানি পত্র দিবে।

সে পত্র অন্যে লিখিবে সুতরাং তাহাতে তোমারও সকল কথা জানিতে পারিব না। সরোজ, আমি যখন আসি, তোমায় এত করিয়া বলি, তুমি গ্রাহ্যই কর না। আগে যেন ছেলেমানুষ ছিলে,এখনত বড় হইয়াছ, জ্ঞান হইয়াছে, সকল বুঝিতে শিখিয়াছ এখনও পড়িতে শিখিবে না ?

স্ত্রী। আমার তো একান্ত ইচ্ছা ; কিন্তু ক্ষ্যান্ত মাসী বলেন মেয়ে মানুষের পড়িতে নাই, মেয়ে মানুষ পড়িলে নাকি বিধবা হয়।

স্বামী। এ সব কুসংস্কার। তুমি আর ঔদাস্য করিও না। আমি গিয়াই বই পাঠাইয়া দিব, তুমি প্রত্যহ তোমার দাদার নিকট পড়িও।

স্ত্রী। আর কাজ নাই আমার লেখাপড়ায়।

স্বামী। ছি, লেখাপড়া শেখায় কত মঙ্গল, আর না শেখায় কত ক্ষতি, তা বুঝিয়াও তুমি লিখিতে পড়িতে চাহিছ না ?

স্ত্রী। লেখাপড়া এক তোমায় পত্র লেখার জন্য। তা না হইলে, মেয়ে মানুষে কিছু আপিসে গিয়া চাকরি করিবে না ; তা এরি জন্য যদি লোকে নানা কথা কয়, নাই বা লিখিলাম, কতদিনই বা দুইজনে ছাড়াছাড়ি থাকিব ?

স্বামী। বেশ বুঝিয়াছ। চাকুরি ও পত্রলেখা ভিন্ন লেখাপড়ার বুঝি আর কোন উদ্দেশ্য নাই? সংসারে যখন স্ত্রী সকল বিষয়ে স্বামীর বন্ধু, সকল বিষয়ে স্বামীর সাহায্যকারিণী তখন স্বামীর সাহায্য করিবার জন্যও, লেখাপড়া শেখা কর্ত্তব্য। পুস্তক পড়া শিক্ষা নহে, পুস্তকে যাহা থাকে, তাহা জানাই শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ।

স্ত্রী। বাঃ! স্ত্রী বুঝি এক আধ দিন পেণ্টালুন চাপকান্ পরিয়া আপিসে যাইয়া স্বামীর সাহায্য করিবে?

স্বামী। কেবল কি আপিসে গেলেই স্বামীকে সাহায্য করা হইল! এই একটি ক্ষুদ্র কথা বলি—স্বামী সমস্ত দিন গলদঘর্ম্মে আপিসের কাজ করিয়া আসিলে পর যদি তাহাকে আবার সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসাব পত্র দেখিতে হয়, তাহা বড় কষ্টকর হয়; সংসারের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসাবগুলিও যদি তোমরা ঘরে বসিয়া করিয়া রাখ, স্বামীর অনেক সাহায্য হয়।

স্ত্রী। সে আর আমরা করি না তো কে করে?

স্বামী। তোমরা কর বটে, কিন্তু লিখিতে পড়িতে জানিলে তাহা যেমন হয়, তাহা না জানিলে কি তেমন হইতে পারে? ধোপা কাপড় লইয়া গেল হয়ত আঙ্গুল

গণিয়া দুকুড়ি কি তিন কুড়ি মনে করিয়া রাখিলে, কিন্তু তার মধ্যে সে যদি একখানা ভাল কাপড়ের বদলে একখানা চাদর দিয়া যায়, তাহা কি সহজে ধরিতে পার? গোয়ালা প্রতিদিন দুধ দিয়া যাইতে লাগিল, তুমি প্রতিদিন দেওয়ালের গায়ে আঁক পাড়িতে আরম্ভ করিলে। তার পর একটা আঁক যদি মুছিয়া গেল, কি ভুলক্রমে বেশী করিয়া ফেলিলে, তাহা হইলেই চক্ষু স্থির! এই তো তোমাদের হিসাব করা! যদি একটু লেখাপড়া জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কেমন সুব্যবস্থায় চলিতে পারে।

স্ত্রী। তা এই, যে মা খুড়ি এঁরা লেখাপড়া জানেন না, উঁহারা কি এসব হিসাব রাখিতেছেন না?

স্বামী। রাখিতেছেন বই কি। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের কাজ এক দিনে হইতেছে—তাহাও আবার সব সময় ঠিক হইতেছে না। আর লেখাপড়া শিখিলে যে শুদ্ধ হিসাব রাখিতে পারে এরূপ নহে। লেখাপড়া জানিলে, কত প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পার, কত গ্রন্থের কত বিষয় শিখিতে পার, ভাল গ্রন্থপাঠে আপনার মনকে প্রফুল্ল ও উন্নত করিতে পার। যখন মনটা বড় খারাপ হয়, তখন একাকী একখানা ভাল বই পড়িলে সকল কষ্টের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। বড় কষ্টের

সময় একখানা ভাল পুস্তক পাঠে সে কষ্টের ভার যেন কোথায় নামিয়া যায়। লেখাপড়ার অনেক গুণ; একটু শিখ, ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রী। অনেক গুণ সত্য, কিন্তু তাই ভাবছি, মা যদি মানা করেন।

স্বামী। ঐ দেখ, লেখাপড়া না শেখায় আরও কি মহা অনিষ্ট। যে মাতা লিখিতে পড়িতে জানেন, তাঁহার সন্তানেরা সহজেই লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। তুমি তোমার মার ভয়ে লিখিতে পড়িতে চাহিতেছ না, এর পর আবার তোমার সন্তানেরা হয়ত তাহাদের মায়ের ভয়ে লিখিতে পড়িতে চাহিবে না। শিশুদিগের প্রকৃতি,—তাহারা যাহা দেখে তাহাই আগে শিখে। বিশেষ মার গুণ ও দোষ অতি সহজেই সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। মাতার নিকট শিক্ষা পাইলে সন্তান যেরূপ শিক্ষিত হইতে পারে, সহস্র গুরু দ্বারাও তেমন হইতে পারে না। সন্তানের কল্যাণের জন্যও মাতার শিক্ষিতা হওয়া কর্ত্তব্য।

স্ত্রী। তবে যেন তোমার ইচ্ছা, আমাকে লেখাপড়া শিক্ষিতেই হইবে।

স্বামী। তাহা আর বলিতে! ইচ্ছা কবে সফল হইবে?

স্ত্রী। আর যদি হয়?

স্বামী। সত্যি?

স্ত্রী। সত্যি। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে আর কিছু হউক বা না হউক, এই তো তুমি চলিয়া যাইবে, মরিব ধড়ফড় করিয়া। কারে খোসামোদ করিব,কে দয়া করিয়া কবে একখানি পত্র লিখিয়া দিবে কিনা। নিজেই লিখিতে শিখিব। আমায় একখানি বই পাঠাইয়া দিও।

স্বামী। আমি গিয়াই বই পাঠাইব, একটু মন দিয়া পড়িও। ক'দিন পরে আমাকে পত্র লিখিতে পারিবে বল দেখি?

স্ত্রী। দেখ, তা কেমন করে বলব?

স্বামী। তুমি জান না, যে দিন তোমার হাতের লেখা পত্র প্রথম পাইব, সে দিন আমার কত আহ্লাদ হইবে। আজ এত দিনের পর, এই যে বলিলে, লেখাপড়া করিতে শিখিব, ইহাতেই যে আমার কি আনন্দ হইতেছে,তাহা তোমায় কি জানাইব। এখনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, তুমি আমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছ, প্রথম লিখিতে কত লজ্জা হইতেছে, কত কথা কাটা পড়িতেছে, শেষ একখানি পত্র লিখিয়া আমায় পাঠাইয়াছ, আমি যেন সেই পত্র একবার —দুইবার—কতবার পড়িতেছি, পড়িয়া আর আশ মিটি-

তেছে না। আবার যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, আমার সম্মুখে বসিয়া তুমি ধীরে ধীরে একখানি "বেতাল" পাঠ করিতেছ. চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর ঝাঁপিয়া পড়িতেছ. ধীরে ধীরে ঠোঁট দুখানি নড়িতেছে, অতৃপ্তলোচনে আমি তাহা চাহিয়া দেখিতেছি। জগৎসংসার আমার নিকটে সব শূন্যময় বোধ হইতেছে, আমার সকল ইন্দ্রিয় চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায়, সেই অনুপম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যেন স্বর্গসুখ লাভ করিতেছি। আহা এমন দিন কি হবে ?

স্ত্রী। খুব কথা জান যা হউক, এর মধ্যে ওঁর জেগে স্বপ্ন দেখা হ'ল।

স্বামী। না সরোজ ঠাট্টা নহে ; আমার এ স্বপ্ন কি সত্য হবে না ?

স্ত্রী। হবে—হবে !

স্বামী। এক বৎসরের মধ্যে আমাকে পত্র লিখিতে পারিবে তো ?

স্ত্রী। তাই লিখিব। কিন্তু হিজিবিজি দেখিয়া ঘৃণা করিও না।

স্বামী। ঘৃণা—কি বলিলে, ঘৃণা করিব। তোমার সেই হিজিবিজি আমার নিকট সোণার অক্ষর অপেক্ষাও মূল্যবান।

স্ত্রী। আমি এক বৎসর পরে লিখিব, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যেন এতদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। দুদিন অন্তর আমাকে একখানি পত্র লিখিও। একটু বড় বড় করিয়া লিখিও, আমি পড়িতে চেষ্টা করিব। আবার কবে আসিবে?

স্বামী। বলিয়াছি তো, কবে যে আসিব ঠিক নাই।

স্ত্রী। আমি তোমার এত কথা শুনিলাম, তুমি আমার একটা কথা শুনিবে না?

স্বামী। শুনিব—কি বল।

স্ত্রী। শীঘ্র আসিও।

স্বামী। আসিব।

বেশভূষা।

স্বামী। কেমন, আমি তোমার কথা শুনিয়াছি?

স্ত্রী। শুনিয়াছ।

স্বামী। তুমি আমার কথা কেমন শুনিয়াছ, দেখি।

স্ত্রী। দেখিবার জন্য কি আনিয়াছ, আগে বাহির কর।

স্বামী। আনিব, কোথায় কি পাব?

স্ত্রী। এই বুঝি তোমার কথা। লিখিয়াছিলে যে "কথামালা" আরম্ভ করিলেই তোমার জন্য চিক্ লইয়া যাইব।

স্বামী। "কথামালা" আরম্ভ করিয়াছ নাকি? কৈ, তাহা তো আমায় কিছু লেখ নাই। এই দুই মাসের মধ্যেই যে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ সারা করিয়া "কথা-মালা" ধরিবে, তাহা তো আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। সত্য বল দেখি, "কথামালা" ধরিয়াছ?

স্ত্রী। সত্য না তো কি; এই দেখ বই, "কাক ও জলের কুঁজা" পড়িতেছি। একটা সামান্য কাক চেষ্টা

করিয়া কুঁজা হইতে জল খাইতে পারিয়াছিল, আর আমি মানুষ হইয়া চেষ্টা করিয়া পড়িতে শিখিতে পারিব না? কৈ, আমার চিক্ দাও।

স্বামী। আর লজ্জা দিও না, এইবার আনিব।

স্ত্রী। তবে কিন্তু আমি শুধু চিক্ নিব না। আমার এই বালা ভাঙ্গিয়া ডায়মনকাটা বালা গড়াইয়া দিতে হইবে।

স্বামী। আবার ডায়মনকাটা বালা কোথায় পাইব?

স্ত্রী। কোথায় পাইবে তা আমি কি জানি?

স্বামী। বটে, এই তোমার জ্ঞানলাভ হলো! এই বুঝি বন্ধুত্ব রক্ষা করা হলো! আমি কোথায় পাইব, তাহা তুমি জান না, কিন্তু গহনা যে পরিতেই হইবে ইহা জান।

স্ত্রী। তোমার কেবল ব্যাকখানা! গহনা তো বড়ই দিয়াছ। ও বাড়ীর ক'নে খুড়ির গহনা দেখ দেখি!

স্বামী। আর কারো গহনা দেখিয়া আমার কাজ নাই, যাহার গহনা দেখিলে প্রাণ শীতল হইবে, তাহারই দেখিতে পাইলে হইল।

স্ত্রী। তাকে তুমি না দিলে, সে কোথায় পাইবে?

স্বামী। কেন তাহার নিজের যে গহনাগুলি আছে, সে

যদি তাই ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া গায়ে দেয়, তাহাতেই কত সুন্দর দেখায়।

স্ত্রী। আঃ। বড় তো গহনা আছে, তা আবার ঘসিয়া মাজিয়া গায় দিবে? কখানা জিনিষ আছে?

স্বামী। কেন নাই কি? অন্যের যাহা আছে। সকল স্ত্রীলোকের যাহা থাকে, তোমারও তাহাই আছে। তুমি পরিবে না, তা আমি কি করিব?

স্ত্রী। বটে—ও কপাল।

স্বামী। কেন, তোমার কি নাই?

স্ত্রী। কি আছে?

স্বামী। বিনয়, নম্রতা, লজ্জা, পরোপকারেচ্ছা, সহৃদয়তা, প্রকৃতির মধুরতা, এ সব অলঙ্কারই তোমার রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই তুমি ইহাদিগকে মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়া পরিতে পার। তোমার নিজের সত্ত্ব নাই তা আমি কি করিব?

স্ত্রী। ওহরি! এই তোমার গহনা! আমি বলি, না জানি কত কি-ই রহিয়াছে।

স্বামী। এগুলি বুঝি তোমার মনে ধরিল না?

স্ত্রী। না, বেশ।

স্বামী। উপহাসের কথা নয়। স্ত্রীলোকের ইহা

অপেক্ষা আর মূল্যবান অলঙ্কার কি আছে ? সোণা রূপা কয় দিনের জন্য। কয়দিন তাহাতে সৌন্দর্য্য বাড়িবে, কয়দিন তোমার সোণা রূপা, হীরা-মুক্তা দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে ? সদ্‌গুণ সকল পোষণ কর, তোমার প্রশংসা অনন্তকাল থাকিবে। সীতা গিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার প্রশংসা আছে। সাবিত্রী গিয়াছেন, এখনও ঘরে ঘরে সাবিত্রীর উপাখ্যান লোকে পাঠ করিতেছে।

স্ত্রী। অবাক্ করিয়াছ, আর কথাটি কহিবার যো নাই।

স্বামী। আমি বেশী কিছুই বলি নাই। এ জগতে বাহ্যসৌন্দর্য্য কয় দিনের জন্য ? দেখিতে দেখিতে কালের ঢেউ তাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়। আজ আমরা যাহা দেখিয়া মোহিত হইতেছি, দু'দিন পরে হয়ত তাহা অনন্ত কালের গর্ভে লুক্কায়িত হইবে, আর সহস্র চেষ্টা করিলেও কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। সে বসন ভূষণ কোথায় পড়িয়া রহিবে! কিন্তু যে রমণী পবিত্রতার বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিনয় নম্রতা প্রভৃতি উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্য একবার বাড়াইতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহার সে সৌন্দর্য্যের আর বিনাশ নাই, তাহা অনন্তকাল লোকে কীর্ত্তন করিবে।

স্ত্রী। আচ্ছা, আর কখনও তোমার কাছে গহনা চাহিব না।

স্বামী। মনে করিও না যে তুমি আজ গহনা চাহিয়াছ বলিয়া, আমি এত কথা বলিলাম। "চিক" তোমার জন্য এইবার আনিবই, বালাও শীঘ্র দিব; কিন্তু যাহা গহনার সার সেইগুলি থাকিতেও যেন তাহার অব্যবহার না হয়, ইহাই আমার এত বলার উদ্দেশ্য। বিনয়ী হও, সাধুচরিত্র হও; দেখিও দেখি, ডায়মনকাটা বালা পরা অপেক্ষা তাহাতে কত সুন্দর দেখায়।

স্ত্রী। তা হ'লে আর গহনার সৃষ্টি হইত না।

স্বামী। গহনার সৃষ্টি বুঝি কেবল স্বামী পীড়নের জন্য। গহনা না পরিলে যে সুন্দর দেখায় না তাহা নহে। তুমি শকুন্তলার গল্প জান?

স্ত্রী। জানি, সে দিন মেজদাদা পড়িতেছিলেন, আমি শুনিয়াছি; কেন?

স্বামী। শকুন্তলাকে দেখিয়া যখন দুষ্মন্ত রাজা সেই তপোবনমধ্যে মোহিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার গায়ে কত হীরা মুক্তা প্রবালের গহনা ছিল?

স্ত্রী। হীরা মুক্তা প্রবাল না থাকুক ফুলের গহনা তো ছিল।

স্বামী। ফুলের গহনা দেখিয়াই বুঝি মহারাজ দুষ্মন্ত একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন? তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে কি অলঙ্কারের অভাব ছিল? শকুন্তলার সেই সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞতা, সেই প্রকৃতির মধুরতা, সেই লজ্জার জড়িমাভাব, সেই কথার মিষ্টতা, সেই বালিকাচাপল্য, মৃদু গাম্ভীর্য্য, সেই সব গুণ রাজার অন্তঃপুরেও দুর্ল্লভ। দুষ্মন্ত তাই তাহা দেখিবামাত্র আর পা উঠাইতে পারিলেন না, এক স্থানে দাঁড়াইয়া মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। সে নির্ম্মল শান্ত পবিত্রস্বভাব, সে সরল হাস্যময়, প্রেমপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল, যেখানে সেখানে মিলে না। সেই সমস্ত সদ্‌গুণে যে শোভা, তাহা সহস্রে সোণা রূপা, হীরার গহনা পরিলে হয় না। অথচ একটু ইচ্ছা করিয়া নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই সে সব অলঙ্কারে ভূষিত হইতে পার। সোণারূপার গহনা কি গহনার মধ্যে?

স্ত্রী। কে জানে আজকাল সকলেই গহনা পরে, তাই পরিতে ইচ্ছা করে; যদি পরিতে না থাকে, তবে না হয়, আর ও কথা বলিব না।

স্বামী। পরিতে নাই কে বলিতেছে? তবে এই কথা বলি, যাহা গহনা ও শোভার সার, তাই কেন আগে পরিতে ইচ্ছা কর না।

স্ত্রী। আমার কি ইচ্ছা নাই ?

স্বামী। শুধু ইচ্ছা থাকিলেই হয় না, একটু যত্ন চাই, দৃষ্টি চাই।

স্ত্রী। তবে তাই ক'র্‌বো। কিন্তু না গহনা দাও, একখানা ভাল কাপড় তো দিবে ?

স্বামী। আমি কি তোমায় গহনা একেবারে দিব না বলিতেছি, বা পরিতে নিষেধ করিতেছি ? আরবার তোমার "চিক" আনিবই আনিব। কাপড় কি রকম চাই ?

স্ত্রী। কিছু ব'লো না—আজকাল একরকম কাপড় উঠেছে তাকে 'ক্রেপ' বলে, আমার জন্য তাই একখানা আনিবে।

স্বামী। আমি তোমার কথা শুনিয়া যে অবাক্ হইয়াছি। ছি ছি, তা পরা আর উলঙ্গ হ'য়ে থাকা সমান। ক্রেপ কি নিলাম্বরী, কি শান্তিপুরের শাটী, কি সিমলার পাতলা ধুতি, এ সব কি পরিতে আছে ! এ সব পরিলে কি আব্রু থাকে, এ সব কাপড় ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের জন্য হয় নাই। যে স্ত্রীলোক এ কাপড় পরে, তাহাকে ধিক্ ; আর যে স্বামী স্ত্রীকে এমন কাপড়, পরাইয়া পাঁচ জনের সম্মুখে বাহির হইতে দেয়, তাহাকে শত শত ধিক্ !

স্ত্রী। তোমার মতে কি রকম কাপড় ভাল ?

স্বামী। পোষাকী কাপড়ের মধ্যে বারাণসী শাড়ী বা আজকালকার বোম্বাই শাড়ীই ভাল। যাহার যেরূপ অবস্থা সে সেই দামের উক্ত কাপড়ই কিনিয়া পরিতে পারে। সাধারণতঃ বেশ মোটা সোটা গোছাল গাছাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় হইলেই হইল। ভাল পাড়-ওয়ালা মোটা শাড়ীই সদা সর্ব্বদার পক্ষে ভাল। কিন্তু আর সব গুণ এক দিকে, পরিচ্ছন্নতা আর একদিকে। কাপড় চারদিন অন্তর না হউক, সাতদিন অন্তর ধোপ দেওয়া কর্ত্তব্য। ময়লা কাপড়ে যেমন বিশ্রী দেখায়, তেমনি ব্যারামস্যারামও বড় হয়। ধোপার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে এরূপ হইয়া উঠে না। গৃহস্থঘরে এ সব কাজ কতকটা নিজ হাতে করা উচিত। ভাল গহনাই হউক, আর যাই হউক, কাপড় পরিষ্কার না থাকিলে কিছুই ভাল দেখায় না। ভাল গহনা, কি ভাল কাপড় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, পরিষ্কার কাপড় একটু চেষ্টা করিলেই সকলেরই ভাগ্যে ঘটিতে পারে।

শ্বশুরঘর।

স্বামী। তারপর?

স্ত্রী। তারপর আর কি, রাঁধা ভাত ব্যঞ্জন কাহারও মুখে পড়িল না। মা মেজবৌকে ডাকিতে গেলেন, মেজ বৌ দো'র খুলিল না। তার প্রতিজ্ঞা আজই বাপের বাড়ী যাইবে।

স্বামী। এতটা হবার কারণ?

স্ত্রী। কারণ আর কি,—মেজ্‌দাদার ছেলে, ননী স্কুলে যাবে ব'লে খেতে বসেছে, তখন বড় বেশী রান্না হয় নাই ননীকে বড়বৌ দু'খানা মাছ দিলেন। ননী আর এক খানা মাছ চাহিলে মা আর একখানা মাছ দিলেন। ননী আবার চাহিলে, মা তখন বলিলেন, "ক'খানা বা মাছ তা তুই সব খাবি তো, আর সকলে খাবে কি?" মা আর মাছ দিলেন না। ননী কান্না যুড়িল। মা ননীকে বকিয়া উঠিলেন, বকিতে বকিতে আর একখানা মাছ

দিয়া গেলেন। মেজবৌ আপনার ঘরে পান সাজিতেছিল। সে মুখ ভার করিয়া আসিয়া ননীকে খুব মারিল, আর তার হাত থেকে সেই মাছখানা কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল। "পোড়ারমুখো ছেলের মাছ নইলে গেলা হয় না, আমি দুবেলা মাছ কোথায় পাব রে?" এই বলিয়া আবার মারিল। ননী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা আসিয়া বলিলেন, "হাঁ গা মেজবৌমা, তোমার ছেলে কি মাছ কিছুই পাইনি, যে অমন করিতেছ?" মেজবৌ অমনি বলিল—"হাঁ গো হাঁ তোমার মতন, একচোখো শাশুড়ী নৈলে আর এমন হয়! তোমার সামগ্রী তারা খেলেই তোমার হলো! এই ছোঁড়াটা হ'য়েছে কাল।" এই বলিয়া ননীকে আঁচাইয়া দিতে দিতে আবার মারিল। মা খানিক-ক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, "মেজবৌমা, তোমার মতন অসৎ ঘরের মেয়ে তো দেখিনি মা।" এই মেজবৌ আর কোথায় আছে! মাকে সহস্র কথা শুনাইয়া দিল; মাও অনেক ভৎ‍র্সনা করিলেন। তারপর মেজবৌ ননীকে দুটো পয়সা দিয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া খিল দিল।

স্বামী। তোমার মেজদাদা তখন কোথায়?

স্ত্রী। মেজদাদা তখন বাড়ী ছিলেন না, আসিয়া সব

শুনিলেন। তিনি কি আর বৌকে একটিও কথা বলিতে পারেন! বরং মার উপরেই রাগ, তবে লোকভয় তো আছে, কাজেই মাকে ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। তবে মেজবৌর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। মা শেষ বেগতিক দেখিয়া মেজদাদাকে বলিলেন, "তবে বাপু, ও যা বলে তা কর, ভাত জল না খেয়ে ক'দিন থাক্‌বে? বাপের বাড়ী যেতে চাহিতেছে, সেখানে পাঠাইয়া দাও।" বড় দাদারও তাই মত হলো। মেজবৌ কাল বাপের বাড়ী যাবে।

স্বামী। মন্দ নয়।

স্ত্রী। কিন্তু সকলে মেজদাদাকে ছি ছি করিতেছে।

স্বামী। আমারও তাই ভয় হইতেছে, পাছে আমাকে আবার কোন দিন লোকে ঐ রকম ছি ছি করে।

স্ত্রী। সে আবার কি?

স্বামী। কি জানি সে সব তোমরাই জান।

স্ত্রী। তুমি বুঝি আমাকে মেজবৌয়ের সঙ্গে তুলনা করিতেছ? গলায় দড়ি দিয়া মরিব না!

স্বামী। ছি অমন কথা মুখে আনিতে নাই।

স্ত্রী। তুমি বুঝি আমাকে বড় মিষ্টি কথা শুনালে? মাবাপ আর শ্বশুরশাশুড়ী কি ভিন্ন?

স্বামী। তা তো নয়, কিন্তু সে জ্ঞান যে সকলের থাকে না।

স্ত্রী। কারও থাক্ বা না থাক্, আমার তাতে দরকার নাই, আমার থাক্‌লেই হলো।

স্বামী। তা হলেই যে বাঁচি।

স্ত্রী। তোমরা নিজে নিজে সাবধান হইয়া চলিলে আমরা বাঁচি।

স্বামী। আমাদের অপরাধ?

স্ত্রী। মেজদাদার অপরাধ যেজন্য। মেয়েমানুষ না হয় মানিলাম দোষী জাতি, কিন্তু তোমরা যে তাদের কথা শুনে বাপমাকে অভক্তি কর, সে দোষ কার?

স্বামী। হার মানিলাম।

স্ত্রী। হাজার বার।

স্বামী। হারি তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আজ যাহা বলিলে, সেই কথাটি যেন চির দিন মনে থাকে। বাস্তবিক পিতামাতা অপেক্ষা শ্বশুরশাশুড়ী কোন বিষয়ে লঘু নহেন। বরং স্ত্রীজাতির পিতামাতার সহিত বাস অতি অল্পদিনই ঘটে, কিন্তু চিরদিন শ্বশুরশাশুড়ী লইয়া ঘর করিতে হয়। বিবাহ হইবামাত্র স্ত্রীলোকের সব বদলাইয়া যায়। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর সহিত আর তত

ঘনিষ্ঠতা থাকে না। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদের সঙ্গে কাল কাটাইতে হয়। তখন পিতামাতার উদ্দেশে সংবাদ লইতে হয়, না হয়, বড় মন কেমন করিল, বৎসরান্তে একবার দুই দিন গিয়া দেখা সাক্ষাৎ ভিন্ন আর অধিক ঘনিষ্ঠতা থাকে না। কিন্তু শ্বশুরশাশুড়ী যতদিন বাঁচিবেন, ততদিন তাঁহাদিগকে লইয়া ঘর করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করা স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। পুতের বৌ—ঘরের লক্ষ্মী—শ্বশুরশাশুড়ীর বড় আদরের সামগ্রী, তাহাকে সহস্র খাওয়াইয়া পরাইয়াও স্বস্তি হয় না; সেই বধূ যদি শাশুড়ীর সহিত সমান উত্তর করে, কলহ করে, সে দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই।

স্ত্রী। তা আর বলিতে! সে রকম যে করে, সে কালামুখী; তার জীবনে ধিক্!

স্বামী। মেয়ে মানুষের কেমন স্বভাব, "বাপের বাড়ী" করিয়া ব্যস্ত। কিন্তু বাপের বাড়ী স্ত্রীলোকের কয় দিনের জন্য! শ্বশুরঘর স্ত্রীলোকের চিরদিনের—তাহাই স্বামী-পুত্রের সংসার। সেই শ্বশুরঘর যাহাতে শান্তির আলয় হয়, স্ত্রীলোকমাত্রেরই তাহা করা সকল প্রকারে উচিত।

স্ত্রী। তা যদি বলিলে তবে একটা কথা বলি, ঘোষেদের কামিনী বলে কি, শ্বশুরবাড়ী পাঁচটার সংসার, পাঁচটা দায়দায়জি, পাঁচ সরিক; আর বাপের বাড়ী একটি ছোট ভাই মাত্র। সেখান থেকে যত দুহিয়া আনিতে পারি ততই ভাল! এই বলিয়া সে শ্বশুরবাড়ী হইতে ঘটীটা বাটীটা পর্য্যন্ত সুবিধামত বাপের বাড়ী আনিয়া পুরে, কিন্তু ছি, সে বড় ঘৃণার কথা!

স্বামী। ঘৃণার কথা তা আবার বলিতে? কি নীচ প্রবৃত্তি! অবোধ ইহাও বুঝে না যে, সে কার জিনিষ চুরি করিয়া কাহাকে দিতেছে? ছোট ভাই আর দেবর কি ভিন্ন? বরং স্বামীর জন্য ভাই অপেক্ষা দেবরকে অধিক ভালবাসা উচিত। সীতা লক্ষ্মণকে কিরূপ ভালবাসিতেন তা কি জান না?

স্ত্রী। কিন্তু তাও বলি, সে রকম দেবর হ'লে তো হয়।

স্বামী। যত্নে ও স্নেহে সব হয়। তুমি যদি যত্ন স্নেহ কর, অবশ্যই সে তোমাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না।

স্ত্রী। দেবর যাহা হউক—কখন ভুগিনি—শুনেছি, শ্বশুরবাড়ী ননদের জ্বালা নাকি বড় জ্বালা। কথায় বলে, "ননদিনী রায়বাঘিনী।"

স্বামী। কাজেই! তোমরা তাহাদিগকে “রায়-বাঘিনী” বলিবে, আর তারা তোমাদের “আজ্ঞা বৌঠাকুরাণী” বলিবে?

স্ত্রী। তাই কি বলিতেছি?

স্বামী। না বলিতেছ কেমন করে? ভায়ের স্ত্রী—ইহা হইতে বাপের বংশ রক্ষা হইবে, তোমরা তাহাদের বুকের সামগ্রী। কি খাওয়াইবে, কি পরাইবে ভাবিয়া তাহারা আকুল হয়। তোমরা একটু তাহাদের যত্ন করিয়া দেখিও দেখি। ননদকে ভগ্নীর মত ভালবাসিতে চেষ্টা করিও; দেখিবে ননদ অপেক্ষা ব্যথার ব্যথিত বুঝি আর নাই।

স্ত্রী। তা' দু একজন ননদ প্রকৃত ব্যথার ব্যথিতই বটেন।

স্বামী। ভাল ব্যবহার পাইলে সব ননদই ব্যথার ব্যথিত হইতে পারে।

স্ত্রী। যেখানে শাশুড়ীবধূ মধ্যে কোন বিবাদ নাই, সেখানে ননদের সঙ্গেও বড় একটা বিবাদ থাকে না; আর যেখানে শাশুড়ীর সহিতই বউয়ের বিবাদ, সেখানে ননদ কি আর ব্যথার ব্যথিত হইয়া থাকে?

স্বামী। তুমি সেই রকম ননদ চাও নাকি? তুমি

তাহার মায়ের সঙ্গে বিবাদ করিবে, আর সে তার মায়ের বিরুদ্ধে তোমার ব্যথায় ব্যথিত হইবে? তবে, তাও আছে। যেখানে শাশুড়ীবধূর বিবাদে শাশুড়ীরই দোষ বেশী থাকে, এরূপ স্থানে দুই একজন এমন ননদও দেখা যাইয়া থাকে, যাহারা মাতার পক্ষাবলম্বী না হইয়া বধূর পক্ষই আশ্রয় করে। মুখুয্যেদের কামিনীকে দেখ নাই, সে দিন কামিনীর মায়ের সঙ্গে তাহার মাতৃবধূর কলহ হইয়া গেল। কলহান্তে কামিনী মাকে কেমন মিষ্টি মিষ্টি করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দিল। মা কামিনীকে কত বকিলেন—'পেটে শত্রু ধরিয়াছিলাম' বলিয়া কত অভিসম্পাৎ করিলেন—কামিনী শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। এরূপ মাঝে মাঝে হইয়া থাকে; কিন্তু কামিনী কোন দিন অন্যায্যরূপে মাতৃপক্ষ অবলম্বন করিয়া বধূর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই। মা বাপের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা যেমন স্বাভাবিক, ন্যায়ের প্রতিও শ্রদ্ধা সেইরূপ স্বাভাবিক। বরং মা বাপের প্রতি শ্রদ্ধাকে কতকটা সামাজিক ব্যাপার বলিতে পারা যায়। যে স্থলে মাতা সন্তানকে লালন-পালন না করেন, পিতা সন্তানকে স্নেহ-মমতা না করেন, সে স্থলে সন্তানের মাতৃপিতৃশ্রদ্ধা বুঝি স্বভাবতঃ বেশী হয় না; কিন্তু যেরূপ অবস্থাতেই

থাকুক, নিতান্ত শিক্ষা ও সংসর্গ বিকৃত না হইলে, ন্যায়ের দিকে তাহার একটা টান থাকিবেই।

স্ত্রী। তাই যদি হয়, তবে আমি ভাল ব্যবহার করি আর নাই করি, ননদ আমার দুঃখ বুঝিবে না কেন?

স্বামী। (হাসিয়া) তুমি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার না করিলেও সে তোমার দুঃখ বুঝিবে?

স্ত্রী। কেন বুঝিবে না? ন্যায়ের দিকে তাহার শ্রদ্ধা থাকিবে না?

স্বামী। বিলক্ষণ! যখনই তোমার কষ্ট হইবে, তখনই তাহা অন্যায্যরূপে হইতেছে ইহাই তাহার বুঝিতে হইবে না কি? তুমি যদি অন্যায্য কার্য্য করিয়া কষ্ট পাও, অন্যায্যরূপে শাশুড়ীর সহিত বিবাদ করিয়া যদি তুমি ননদের সহানুভূতি চাহ—ননদ তোমার দুঃখ বুঝিবে নাকি?

স্ত্রী। তবে যে বল, ভাল ব্যবহার পাইলে সব ননদই ব্যথার ব্যথিত হইতে পারে।

স্বামী। তা সত্যই তো বলিয়াছি। ন্যায়ের দিকে লোকের যতই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা থাকুক, ব্যবহার দ্বারা লোককে এমনই বশীভূত করা যায়, যে ন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ভালবাসার

পাত্রের দোষ সম্যক্ দেখিতে কয় জন ন্যায়বান্ সমর্থ হয়? রাতদিন ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছ, তবু ইহা বুঝিতেছ না? ভাল ব্যবহারে সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তু পোষ মানে, আর ননদিনী পোষ মানিতে পারে না?

স্ত্রী। বাঘ পোষ মানে ত সত্য, কিন্তু সে কি সহজে মানে?

স্বামী। কার্য্য সহজ কি কঠিন, প্রথমেই যে সেই হিসাবে মত্ত হয়, সে বড় কাজের লোক হয় না। দেখিবে কাজটা সাধ্য কি অসাধ্য, যদি সাধ্য হয়, তবে তাহাতে যে ফিরে, সে ত মানুষই নহে?

স্ত্রী। আর অসাধ্য হইলে, তাহা ত আর করিতে যাইতে হইবে না।

স্বামী। এই যে সাধ্য অসাধ্যের কথা বলিলাম, এ ব্যক্তিবিশেষের সাধ্য অসাধ্য নহে। তা যদি হয়, তবে লোকে মতলব করিয়া কোন কাজকে অসাধ্য বলিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিলেও পারে। আমার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন কার্য্য কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া করিতে পারে, তবে তাহাকেই সাধ্য কার্য্য বলা যায়। আর যাহা করিতে পারে না, তাহাকেই অসাধ্য বলে।

তুমি ননদিনীকে "রায়বাঘিনী" বলিলে। কেন তোমার যে পিসীমা আছেন, তিনি ত তোমার মায়ের ননদ—দেখ দেখি, কেমন ভাব, কেমন প্রণয়! যখন তোমার বাবা তোমার মাকে কোন ক্রটিজন্য বকেন, তোমার পিসীমা যে সে দোষ আপনার ঘাড়ে পাতিয়া লইয়া থাকেন। যাহার আপনার ঘরে এমন দৃষ্টান্ত, সে পরের কথা শুনিয়া এমন আপনার জনকে শত্রু ভাবিতে শিখিবে কেন?

ননদ—স্বামীর ভগিনী। তাহাকে "রায়বাঘিনী" যাহারা বলে, তাহারাই প্রকৃত "রায়বাঘিনী"। যে পত্নী পতির সর্ব্বাঙ্গীণ মনস্তুষ্টি প্রার্থনা করে, তাহাকে অতি সন্তর্পণে সেই পতির ভাই, ভগিনী, মাতা পিতার মন যোগাইয়া চলিতে হয়। পতির ভগিনীকে যদি "রায়-বাঘিনী" বল, পতির মাতাকে যদি "ডাকিনী" বল, তবে ত পতির মন আহ্লাদে গলিয়াই যাইবে।

স্ত্রী। আমায় বুঝি লইয়া যাইবেন, তাই এত বলা হইতেছে।

স্বামী। বেশী কি বলিলাম—পতিগৃহে পত্নীর কর্ত্তব্যের কথা বেশী কি বলিলাম? একটু ভাল পড়িতে শেখ, আমি "শকুন্তলা" পড়িয়া তোমায় একদিন শুনাইব।

শকুন্তলা তপোবন-বালিকা—সেই সকল গুণের আধার, আশ্রম আঁধার করিয়া স্বামীর আলয়ে যাইতেছেন। তপোবন বিরহশোকে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে, প্রিয়সখী প্রিয়ংবদা অনসূয়া কাছে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে চক্ষের জল মার্জ্জনা করিতেছে, মহামুনি কণ্ব শান্তভাবে বসিয়া শকুন্তলাকে উপদেশ দিতেছেন। কেমন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে সেবা-ভক্তি করিতে হয়; কি করিলে স্বামীর প্রিয়কারিণী হইতে পারা যায়; সংসারে প্রবেশ করিলে কর্ত্তব্যের ভার আসিয়া মাথার উপর পড়িলে, সাবধানতার সহিত কেমন কবিয়া সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করা যায়; —সে কত কথা,—কত উপদেশ! মহামুনি কণ্ব ও সকল বলিতে পারেন নাই, তিনি সেজন্য শকুন্তলাকে গৌতমীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তার কি জানি? সরোজ, একবার শকুন্তলার সেই স্থানটি পাঠ করিয়া শুনাইব, অনেক শিখিতে পারিবে। শ্বশুরঘরে সংসার করিবার জন্য স্ত্রীলোকের অনেক শিক্ষার প্রয়োজন।

স্ত্রী। তবে লইয়া যাওয়াই স্থির?

স্বামী। লইয়া যাইব বৈ কি! তোমার আপনার ঘর দো'র তুমি চিনিয়া লইবে না? দেখিও, যেন আজিকার এ কথাগুলি বেশ মনে থাকে।

স্ত্রী। তুমি না বলিলে, আমি আর প্রায় এ সব জান্তেম না? এই যে দুই বার ঘর করিয়া আসিলাম, আমাকে কি কখন শ্বশুর শাশুড়ীর সুমুখে একটাও কথা পর্য্যন্ত কহিতে শুনিয়াছ?

স্বামী। তা শুনি নাই বটে, কিন্তু ততটা ভাল নহে। এই তো তুমি আপনি বলিলে—"মা বাপ আর শ্বশুর শাশুড়ী কি ভিন্ন?" তবে তুমি কি তোমার মা বাপের সুমুখে কথা কহিতে লজ্জা বোধ কর? তা যদি না কর, তবে শ্বশুরশাশুড়ীর সুমুখেই কথা কহিবে না কেন? মার কাছে যেমন আবদার করিবে, শাশুড়ীর কাছেও তেমনি আবদার করিবে। অবশ্য তুমি তোমার মাকে যেমন সেবা ভক্তি কর, তোমার শাশুড়ীকেও সেই-রূপ করিয়া থাক: তুমি তোমার মার কাছে যেমন সুখ দুঃখ জানাও, তোমার শাশুড়ীর কাছেও তেমনি করিয়া সুখ দুঃখ জানাইবে না কেন?

স্ত্রী। আচ্ছা, তোমার সবই ইংরাজি মত!

স্বামী। না গো না, এটা ইংরাজি মত নয়, এটা দেশী মত।

স্ত্রী। হাঁ—তুমি কোথায় দেখেছ, কনে বউ তার শ্বশুরশাশুড়ীর সঙ্গে কথা কয়?

স্বামী। তা যেন দেখি নাই। কিন্তু কেন কয় না জান?

স্ত্রী। এর একটা জানাজানি কি? এ রকম রীতি নাই বলিয়াই কয় না।

স্বামী। কেন রীতি নাই?

স্ত্রী। তা ত জানি না।

স্বামী। তবে সেইটি জানিলে আর আমার সঙ্গে এত বকিতে না। আমাদিগের শাস্ত্রে আছে, গুরুজনের সম্মুখে অধিক সময় থাকিতে নাই। কি জানি কোন্ কথায়, কোন্ ব্যবহারে, তাঁহাদিগের অমান্য করা হয়, এও সেই কারণজন্যই জানিও। শাশুড়ী, বড় ননদ প্রভৃতি গুরুজনের সঙ্গে কথা কহিলে কি জানি পাছে কোন দিন কোন কথায় তাঁহাদিগকে অমান্য করা হয়, পাছে কোন দিন তাঁহাদের সহিত মুখামুখি ঝগড়াই বা করিতে হয়, এই জন্যই এই ব্যবস্থা। যখন ইঁহারা কোন তিরস্কার করেন, তখন কথা না কহিয়া চুপ করিয়াই থাকিতে হয়, সুতরাং তখন বিবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। রাগের সময়টা এইরূপ কাটিয়া গেলে, আর বড় আশঙ্কা থাকে না। এতটা দেখিয়া শুনিয়া এই রীতিটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বুঝিলে?

স্ত্রী। বুঝিলাম, এত আমার পক্ষেরই কথা হইল। যদি তোমার কথাই সত্য হয়, তবে ত কথা না কহাই ভাল।

স্বামী। কথা না কহাই ভাল বটে, কিন্তু সেটা অশিক্ষিতের জন্য। আমি তোমাকে সেরূপ দেখিতে চাহি না। আমার ইচ্ছা যে যাঁকে মা, দিদি বলিয়া ডাকিবে, তাঁহাদিগের সহিত সেইরূপই ব্যবহার করিবে—তবে ত ঝগড়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; আর যখন কথা না কহিবার কারণটা বুঝিতে পারিলে, তখন কথা কহিলেও ক্ষতি না হইতে পারে। মূল কথাটা মনে থাকিলেই যথেষ্ট হইল।

স্ত্রী। আচ্ছা, তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিলে, লোকে নিন্দা করিবে না?

স্বামী। যদি তোমাকে অন্য কোন বিষয়ে নিন্দা করিবার কিছু না থাকে, ইহার জন্য কখনই নিন্দা করিবে না।

স্ত্রী। আবার অন্য কোন্ বিষয়ে নিন্দা করিবে?

স্বামী। নিন্দা করিবার অনেক বিষয় আছে। হিংসা, দ্বেষ, স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা, লজ্জাহীনতা, কত আর বলিব। গৃহবিবাদের মূলও প্রায় তোমরা।

তোমরাই ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া থাক। ‘আমার স্বামী রোজগার করে ওরা বসে বসে খায়।” “আমি সারা দিন খেটে খেটে মলুম আর ও কি না গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্চে”—এইরূপ জঘন্য নীচভাবসকল মনে পোষণ করিয়া ভ্রাতৃগণের অন্তঃকরণে চিরদিনের জন্য অসুখের বীজ তোমরাই ত রোপণ করিয়া দাও। ভেবে দেখ দেখি, ভাই ভাইয়ে যত ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, তার মূলে তাহাদের স্ত্রীর উত্তেজনা ভিন্ন প্রায়ই আর কিছু থাকে কি? এই তোমাদের মেজবৌ আজ মার সঙ্গে অমন করিল। আবার দু’দিন পরে বড়বৌর সঙ্গেও ঐ রকম করিবে। তারপর তোমার দাদারা যদি তেমন হন, দুই জনে দুই জনের স্ত্রীর হইয়া লাড়বেন, কাজেই ছাড়াছাড়ি হইবে; শেষ সংসারটা ছারখার হইয়া যাইবে। দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের হিংসা দ্বেষ কত অনিষ্টের মূল!

স্ত্রী। তুমি কথায় কথায় আমার সঙ্গে মেজবৌর তুলনা দিতেছ কেন? আমি কি করিয়াছি?

স্বামী। কিছু কর নাই। কিন্তু কিছু করিবার পূর্ব্বে সে বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা করা কি উচিত নয়?

স্ত্রী। (নিরুত্তর)।

স্বামী। শ্বশুর শাশুড়ীকে বাপ মার ন্যায় ভক্তি

করিও, বড় ননদ ও ছোট ননদ এবং ভাসুরপত্নী ও দেবর-পত্নীকে বড় বোন ও ছোট বোনের ন্যায় দেখিও। ইহাদের উপর কখনও হিংসা দ্বেষ বা রাগ ও অভিমান মনের মধ্যে স্থান দিও না। তাহা হইলেই সুখের সংসার হইবে। ঈর্ষান্বিতা স্ত্রীর স্বামী অপেক্ষা দুর্ভাগা আর নাই। যে গৃহে সদাই হিংসা, দ্বেষ, রেষারেষি, আড়াআড়ি, সদাই কলহ কচকচি, সে গৃহে লক্ষ্মীও থাকেন না।

ব্যবহার ও গুণ।

স্ত্রী। এমন যদি রোজ হয়?

স্বামী। কি?

স্ত্রী। আজ যেমন ট্রেণ ফেল হ'ল; তা না হলে আর আজ তো এমনি সুখ হইত না। মরিতাম এতক্ষণ ধড়ফড় করে।

স্বামী। তুমি আমার জন্য ভাব?

স্ত্রী। না—তা কেন? তোমরা যেমন নিষ্ঠুর!

স্বামী। ও কথা বলিও না। হয়ও যদি কেহ নিষ্ঠুর, তুমি যদি তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার কর, সে কতক্ষণ নিষ্ঠুর থাকিতে পারে? এ জগতে ব্যবহারই সব। ব্যবহারগুণে পর আপন হয়, আবার ব্যবহারের দোষে আপনও পর হয়।

স্ত্রী। সে খোঁটা এল কেন? আমি কি তোমার প্রতি কখনও মন্দ ব্যবহার করিয়াছি?

স্বামী। তুমি আমার প্রতি কখনও মন্দ ব্যবহার

কর নাই, আমি সে জন্য বলিতেছি না। আমি বলিতেছি লোকের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা বড় আবশ্যক। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ লইয়াই মনুষ্য। সে যখন জগতে আসিয়াছিল তখন সে প্রায় কিছুই জ্ঞাত ছিল না। তার পর বড় হইয়া সে সকল শিখিল, সকল জানিল। সমাজের সাহায্য না পাইলে, মানুষ আপনাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিতে পারিত? মানুষের অভাব অনেক; তাহাকে অনেক অভাব পূরণ করিয়া লইয়া সংসার করিতে হয়; সে যদি অন্যের সাহায্য না পায়, তাহা হইলে তাহার অভাব পূরণ হইতে পারে না। মানুষ মানুষ লইয়া। অতএব যখন কোনও কার্য্যে তোমার অন্য লোকের সাহায্য না লইলে চলে না, তখন সেই সব লোক কেমন করিয়া আপনার করিতে পারিবে, কি গুণে তোমার প্রয়োজন মতই তাহাদিগের সাহায্য পাইতে পারিবে, তাহার জন্য ব্যবহার শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিরূপ ব্যবহার করিলে তোমার সহায়তাকারী তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, মনুষ্যমাত্রই মনুষ্যের সহায়তাকারী— অতএব কি করিলে সকল মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা যাইতে পারে, তেমন শিক্ষা প্রয়োজন। শত্রু মিত্র, সকলই ব্যবহারের জন্য।

স্ত্রী। কার প্রতি কি রকম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ?

স্বামী। কার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, সকল কথা বলিতে গেলে একখানি মহা গ্রন্থ হইয়া পড়ে। মোটামুটি ইহাই শিখিয়া রাখিও, তুমি যাহার কাছে যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর, আগে তার প্রতি তোমার সেই ব্যবহার পাইবার উপযুক্ত ব্যবহার করা উচিত।

স্ত্রী। বাপ মা শ্বশুর শাশুড়ী সকলের প্রতিই কি তাই ?

স্বামী। তাই বৈ কি। তবে যে বড়, সে স্নেহ করিবে; যে ছোট, সে সেবা ও ভক্তি করিবে। তুমি যদি তোমার পিতামাতার স্নেহ পাইতে ইচ্ছা কর, অবশ্য তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের সেবা ও ভক্তি করিবে। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতিও সেই এক কথা। শ্বশুরবাড়ী কার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা কা'ল বলিয়াছি, যেন ভুলিয়া যাইও না। আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, প্রতি-বেশী, দাসদাসী, সকলেরই প্রতি সেই একই নিয়ম। কাহারও ভালবাসা পাইতে যদি ইচ্ছা থাকে, আগে তুমি তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিও। দাসদাসীর মান্য ও ভক্তি যদি পাইতে চাহ, তাহাদিগকে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা করিবে। নিশ্চয় জানিও, তুমি যদি সদ্ব্যবহার কর— সে কেন সহস্র মন্দ হউক না, সে কখনই তোমার প্রতি

অসদ্ব্যবহার করিবে না। ভালবাসায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বাধ্য হয়, মানুষ তো দূরের কথা। পরের দুঃখ সর্ব্বদা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। অন্যের অবস্থায় আপনাকে পতিত কল্পনা করিতে পারিলে, অনায়াসে তাহাদিগের সেই অবস্থার সুখদুঃখ হৃদয়ঙ্গম হইবে। একবার দুঃখটি বুঝিতে পারিলে, তোমাদের মায়ার শরীর, অবশ্যই তাহা বিমোচন করিতে ইচ্ছা হইবে। এইরূপে সমবেদনা ও মায়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে। শাস্ত্রে আছে, যে পরের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে, ঈশ্বর তাহার দুঃখ দূর করেন। আর মনে করিও না যে, পরের দুঃখে দুঃখিত হইলে কেবল সেই দুঃখই সার হয়, উহাতে এক অনির্ব্বচনীয় সুখও আছে। থাক্, সে সব কথা তুমি বুঝিবে না। এইটুকু মনে রাখিও যে, পরের দুঃখ বিমোচন করিতে চেষ্টা করিলে নিজের দুঃখ দুর হয়।

স্ত্রী। যে আমাকে ভালবাসিবে না, আমার দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক্, একবারে বিশ্বাসই করিবে না, বল দেখি, তাহাকে ভালবাসিব কি করিয়া?

স্বামী। তা না পারিলে আর মহত্ত্ব কি! যে তোমাকে ভালবাসিবে, তাহাকে ভালবাসা বা অন্ততঃ তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, এটা তো সম্পূর্ণ সহজ। শত্রুকে যদি

ভালবাসিতে না পারিলে,—যে তোমাকে ঘৃণা করে তাহাকে যদি ভালবাসিতে না পারিলে, তবে তোমার উদার হৃদয়ের পরিচয় হইল কই? একজন ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন, "তোমার বাম গালে যদি কেহ চড় মারে, তাহাকে তোমার দক্ষিণ গাল ফিরাইয়া দিবে।" ইহাই প্রকৃত প্রশস্ত হৃদয়ের কার্য্য—প্রকৃত প্রেমের কার্য্য। প্রকৃতি যে আমাদিগকে এত ভালবাসে, আমাদিগের সুখের এত জিনিস যোগায়, সে কি পাত্রাপাত্র খুঁজিয়া তাহা করিয়া থাকে? প্রকৃতি হইতে এই ভালবাসা, পরময়জীবনের এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। আর যেরূপ লোককে তুমি ভালবাসিতে পার না বলিলে, দেখিবে সেরূপ লোক আর থাকিবে না।

স্ত্রী। (নিরুত্তর)।

স্বামী। কি, বড় চুপ্ ক'রে রইলে যে? কথাটা কি গ্রাহ্য হ'ল না?

স্ত্রী। চুপ্ ক'রে থাক্‌বো না তো কি কর্‌বো বল? কথাগুলি বল্‌তে যেমন সোজা, কাজে বুঝি ঠিক ততটা নয়।

স্বামী। গুণবতীর পক্ষে কাজেও বড় সহজ হয়।

স্ত্রী। আবার গুণের কথা এলো কিসে? ধান্

ভান্‌তে শিবের গীত। কথা হচ্ছিল ব্যবহারের, উনি এনে ফেল্লেন গুণের কথা! আর যেমন গুণ তোমার!

স্বামী। (সাশ্চর্য্যে) সে কি! তবে কি আমার কথা তুমি বুঝিতে পার নাই?

স্ত্রী। না, তাকি আর বুঝেছি? বাপ্‌রে বাপ্! ভট্‌চায্যি মহাশয় যে ন্যায়শাস্ত্র ধরেচেন, বুঝে উঠা ভার!

স্বামী। সত্যি বল্‌ছি, তুমি "গুণবতী" অর্থ বুঝ্‌তে পার নাই। বল দেখি, "গুণবতী" কাকে বলে?

স্ত্রী। কেন, যে ভাল উলের কাজ টাজ জানে; একি বড় শক্ত কথা হ'ল নাকি? তোমরা বুঝি আমাদিগকে মানুষ জ্ঞানই কর না, বটে?

স্বামী। তাইতো! খুব বুঝেছ, দেখ্‌তে পাচ্ছি। আর তোমারই বা দোষ কি! এখন তোমাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার এইরূপ ছড়াছড়ি। গুণের অর্থ শিল্পকাজ জানা, শিক্ষার অর্থ দু'এক কলম লিখিতে শেখা। না সরোজ, গুণবতী অর্থ তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, ঠিক সেইরূপ নহে।

স্ত্রী। তবে আবার কি?

স্বামী। বিনয়, লজ্জা, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালিনী হওয়ার নাম গুণবতী হওয়া। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাও একপ্রকার গুণ বটে। কিন্তু

সে গুণ হাতের, স্বভাবের নহে। লজ্জা, নম্রতা, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতি কতকগুলি গুণই স্বভাবের গুণ। আর তুমি পূর্ব্বে যেরূপ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছ, উহা শিক্ষা-লব্ধ। আমি যে সকল গুণের কথা বলিলাম, স্ত্রীজাতিমাত্রেই,—স্ত্রীজাতি কেন সমগ্র মনুষ্য জাতিতেই—উহা অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গুণবতী হওয়ার অর্থ ঐ সকল গুণকে স্বীয় চরিত্রে সম্যক্ বিকশিত করা। যিনি যে পরিমাণে তাহা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে গুণবতী হয়েন। একটা কথা বলা হয় নাই। সকল গুণই যে বিকশিত করিতে হইবে, তাহা নহে ; তাহার মধ্যে সৎ, অসৎ দুইই রহিয়াছে। ক্রোধাদি গুণ রিপুর মধ্যেই গণ্য। তাহাদিগকে দমনে রাখিয়া, স্বীয় অধীনে রাখিয়া, সদ্‌গুণসমূহকে পুষ্টিলাভ করিতে দেওয়াই প্রকৃত গুণবতীর কার্য্য। আমার কিন্তু আরও একটি মত আছে। স্বামীর যে সকল গুণ সম্যক্ প্রস্ফুটিত নহে, স্ত্রীর উচিত, স্বীয় চরিত্রে সর্ব্বাগ্রে তাহাই বিকশিত করিতে চেষ্টা করা। পুরুষের অর্দ্ধ প্রকৃতি ও স্ত্রীর অর্দ্ধ প্রকৃতি যাহাতে মিলিত হইয়া একটি পূর্ণ প্রকৃতি হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্বামীর গুণাভাব স্ত্রীর গুণ দ্বারা পূরিত

হইলে, বড়ই সুন্দর মিলন হয়; বীর্য্যের কাছে কমনীয়তা, আকাঙ্ক্ষার কাছে সন্তোষ, বৃক্ষের কোলে লতা, মেঘের পাশে বিদ্যুৎ যেমন শোভাযুক্ত হয়, এমনটি আর কিছুতেই হয় না। যাক্ মোটামুটি কতকগুলি গুণের কথা আজ বল্‌তে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগের কতকগুলি স্বাভাবিক গুণ রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে সৎগুলি বাছিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে, আর অসৎগুলি যাহাতে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া সৎরূপে গণ্য হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। নিরর্থক কোন গুণই প্রদত্ত হয় নাই। যাহাকে আমরা অসদ্‌গুণ বলি, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাও মিতরূপে প্রকাশিত হইলে অসৎবাচ্য হইতে পারে না। তোমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল বুঝাইয়া দিতেছি। যাহাদিগকে আমরা সদ্‌গুণ বলিয়া থাকি, তাহার মধ্যে, লজ্জা, নম্রতা, ভালবাসা, আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, সন্তোষ ও পবিত্রতাই প্রধান। ইহাদের সম্যক্ পুষ্টি আবশ্যক। আর যে গুলি দমনে রাখিতে হইবে, তাহার মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, ক্রোধ, অভিমান, স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদিই প্রধান। আর যে গুলি তোমাদিগকে শিখিতে হইবে, তন্মধ্যে মিতাচার, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য, সন্তানপালন, রন্ধন, শিল্প, অর্থব্যবহার,

কুলধর্ম্ম, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদিই প্রধান। স্থূলভাবে একরকম ইহাই বুঝিতে পার। যথাক্রমে ইহাদের বিষয় আমি বলিতেছি।

স্ত্রী। একেবারে কতকগুলি বকিও না। বেশ্ ধীরে ধীরে বল, নইলে আমি তোমার কথা শুনিব না। অত বাঁধুনী দিয়ে কথা বল্লে কি আমরা ঠিক রাখিতে পারি?

স্বামী। আচ্ছা তবে তাহাই হউক। অগ্রে নম্রতার কথা বলিতেছি। লজ্জা ও নম্রতা স্ত্রীলোকের বহুমূল্য ভূষণ। ইহাতে যেরূপ তাহাদিগকে সুন্দরী ও কমনীয় করে, এরূপ আর কিছুতেই করে না। যে স্ত্রীলোকের লজ্জা নাই, সে স্ত্রীকুলকলঙ্ক। তাহার বিপদ্ পদে পদে। লজ্জা যে কেবল তোমাদিগকে সুন্দর করে, তাহা নহে; ইহা হইতে অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয়। মনে কর, আজ তুমি হঠাৎ খুব বড় মানুষ হয়ে উঠ্‌লে, দাস দাসী ইত্যাদি কিছুরই অপ্রতুল নাই; ইচ্ছা করিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিয়াই দিন কাটাইতে পার, কিন্তু যদি তোমার লজ্জা থাকে, জ্ঞান না থাকিলেও, তুমি তাহা পারিয়া উঠিবে না। বিলাসিতা করিতে তোমার লজ্জা করিবে, চাল্‌চলন হঠাৎ ফিরাইয়া ফেলিতে তোমার লজ্জা বোধ হইবে। এইরূপে অবস্থাপরিবর্ত্তনজনিত বিলাসিতা,

উগ্রতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে। লজ্জা অনেক সময়ে আমাদিগকে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। অনেক সময়ে ধর্ম্ম-জ্ঞানে যাহা পারিয়া উঠে না, অভিমানসহযোগে লজ্জা তাহা অনায়াসে সাধন করে। এখন দেখ্‌লে লজ্জার কত গুণ?

স্ত্রী। আচ্ছা, আজ অবধি তোমাকে দেখে এক হাত ঘোমটা টান্‌ব। তা হলে মনের সাধ মিট্‌বে তো?

স্বামী। এই দেখ—সকল বিষয়েই সঙ্কীর্ণতা—অপ-ব্যবহার! আমি কি তোমাকে ঘোমটা দিয়া লজ্জাশীলা হতে বল্‌ছি? আমার হয়েছে, আর মিছে বকে কি হবে?

স্ত্রী। না, না, না, তুমি বল। আমি তোমাকে ক্ষেপাবার জন্যই ওরূপ বলিয়াছি। তুমি রাগ করো না; তোমার জ্ঞানমূর্ত্তি ঈষৎ ক্রুদ্ধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছে হয়, তাই মাঝে মাঝে ঐরূপ বলে থাকি।

স্বামী। যাক্‌ লজ্জা ও নম্রতার কথা বলিয়াছি।— এখন ভালবাসার কথা বলিব। এ যে ভালবাসার কথা বলিলাম, ইহার মধ্যে, স্নেহ, ভক্তি, দয়া সমবেদনা— সবই রহিয়াছে। আমার কাছে জিনিষ সকলই এক

বোধ হয়, কেবল অবস্থা ও পাত্রভেদে বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন আমার কথা বুঝিতে হইলে ভালবাসার সেই সঙ্কীর্ণ অর্থটি ভুলিয়া যাও। আমি যে ভালবাসার কথা বলিতেছি, তাহা গুণশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ। সামান্য কীট হইতে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে নিহিত। হৃদয়ের এরূপ মহৎ সুন্দর ভাব আর নাই। প্রকৃতপক্ষে যিনি প্রেমিক, তিনি সর্ব্বগুণে ভূষিত, তিনি দেবতা। প্রেমে সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে ধ্বংস করে, প্রেমে হৃদয়কে ক্ষমাশীল করে, প্রেমে আত্মসংযমে সমর্থ করে, প্রেমে সন্তোষ জন্মায়, প্রেমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশালী করে, প্রেমে হৃদয়রাজ্যকে স্বর্গ করিয়া দেয়। চৈতন্য প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্য আজিও সর্ব্বত্র পূজিত। বুদ্ধ প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধ আজিও দেবতা। আমি যদি ইহার গুণের কথা বলিতে পারিতাম, তবে বুঝি কেবল প্রেমশিক্ষা দিলেই সকল হইয়া যাইত। আজ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ—নিজের এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকার সাধ্য নাই, কে তোমাকে যত্ন করিয়া আপদ্ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিল? —প্রেম। আজ তুমি বড় হইয়াছ, নিজে একটা কার্য্য করিতে পার, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণাপূর্ণ ভীষণ নরকে কে

তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? প্রেম। আজ একটি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দেখিলে কিসের জন্য তোমার নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, প্রাণপণ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিতে ইচ্ছা যায়? প্রেমের জন্য। আজ একটি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অতিথি হইয়া তোমর গৃহে আসিলে, কি জন্য তাহাকে শুশ্রূষা করিতে ইচ্ছা হয়? প্রেমের জন্য। নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রেম ভিন্ন আর কে শিক্ষা দিতে পারে? প্রেম আরাধনা করিতে পারিলে, প্রেম সিদ্ধি করিতে পারিলে, জ্ঞানাদি আপনা হইতেই হইবে। জ্ঞান ও প্রেমে বিভেদ বিস্তর। জ্ঞান কঠোর, প্রেম কোমল। জ্ঞান জন্মিলে প্রেমিক হওয়া উচিত বোধ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী যে প্রেমিক হইবে এরূপ নহে। প্রকৃত প্রেম জন্মিলে জ্ঞান আপনি আসিবে। তবে জ্ঞানের এমনই একটি উচ্চ স্থান আছে যেখানে জ্ঞান ও প্রেম সম্পূর্ণ মিলিত পরিদৃষ্ট হয়। সেরূপ জ্ঞান সহজে লাভ হয় না— সকলেরও লাভ হয় না। প্রেমে যে জ্ঞানশিক্ষা দেয়, তাহা সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইলেও প্রায়ই শুভদ। যিনি যে পরিমাণে এই প্রেমগুণের সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া প্রশস্তত সম্পাদন করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে দেবতা হইতে পারিবেন। এই গুণের পুষ্টিসাধন কর, তবে

আর বলিয়া দিতে হইবে না—অতিথিকে সৎকার কর, রোগীর শুশ্রূষা কর, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, ইত্যাদি।

স্ত্রী। এক প্রেমিক হইতে পারিলেই তো সব হয়, তবে আর গুণের নাম করিয়াছ কেন?

স্বামী। করিয়াছি, তাহার অনেক কারণ আছে। একে তো প্রেমের সেই প্রশস্ত ভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, তায় আবার তোমাকে বলিতে হইতেছে। শুদ্ধ ইহাও নয়, তুমি যে এতটা প্রেমিক হইতে পারিবে, তাহার আশাও অল্প। সুতরাং সকল কথাই কিছু কিছু বলা আবশ্যক। বুঝ্‌লে?

স্ত্রী। বুঝিলাম ভালবাসার মত আর গুণ নাই। কিন্তু একটি কথা। তুমি যে বলিলে, নিষ্কাম-ধর্ম্ম প্রেম ভিন্ন অন্য কেহ শিক্ষা দিতে পারে না, এইটী আমি ভাল-রূপে বুঝিতে পারি নাই; বুঝাইয়া বল।

স্বামী। বল দেখি, তুমি ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে অন্নদান কর কেন? রোগী দেখিলে প্রাণপণে শুশ্রূষা কর কেন?

স্ত্রী। করি ধর্ম্মের লাগিয়া। শুনিয়াছি, ঐরূপ করিলে পুণ্য হয়। পুণ্য করিলে পরকালে সুখ হইবে।

স্বামী। এই দেখ, তোমার এ ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম নহে। তোমার নিজের পারলৌকিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া

তুমি যে কার্য্য কর, তাহা নিষ্কাম নহে। সৎকার্য্যে ঐরূপ কামনা থাকা ভাল নহে। কিন্তু আজ যদি তুমি যথার্থ প্রেমিক হইতে, তাহা হইলে তোমার মুখে আর এক উত্তর শুনিতাম।

স্ত্রী। কি?

স্বামী। তাহা হইলে তুমি বলিতে, "আমার করিতে হয় বলিয়া ঐরূপ করি। তাহাদিগের কষ্ট দেখিতে আমার হৃদয় পুড়িয়া যায়, তাই ঐরূপ করি। ঐরূপ না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই ঐরূপ করি।"

স্ত্রী। তবে কি উহাতে পুণ্য নাই?

স্বামী। পুণ্য নাই কে বলিল? যে নারী রোগীর অসহ্য রোগযাতনার সময়ে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া আপনার জীবনকে তুচ্ছ করিয়া, সেই মুমূর্ষুর জীবনের জন্য কাতর হন, তাহার ন্যায় পুণ্যবতী আর নাই। রোগী গাত্রজ্বালায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে—জীবন আর যেন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে চাহিতেছে না—অশ্রুধারা তুইটি নয়নের প্রান্ত দিয়া ধীরে ধীরে কপোলে গড়াইয়া পড়িতেছে,—সেই সময়ে—সেই অসহ্য যন্ত্রণার সময়ে যখন তোমরা অশ্রুপ্লাবিতনয়নে, রোগীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অতি কষ্টে অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া, তাহার শিরোদেশে

বসিয়া থাক, তখন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যদি তখন আবার জানিতে পারি যে, শুদ্ধ প্রেমে, পরদুঃখকাতরতায়, তোমাদিগকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, তখন তোমাদিগকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। নিষ্কাম ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যাহাতে ঐহিক পারলৌকিক প্রভৃতি সুখের কামনা আছে, তাহা উচ্চধর্ম্ম নহে। যাক্—সে কথা তোমরা ভাল বুঝিবে না। এখন এটি রেখে দিয়ে আর একটি বিষয় ধরি।

স্ত্রী। সেই ভাল কথা। আমরা কি অতটা বুঝিতে পারি? গোলমাল করিয়া আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিও না। সহজ কথাই আমাদিগকে বলিও; এখন কি বলিবে?

স্বামী। এখন সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার কথা বলিব। এ পৃথিবীতে আসিয়া কেহই এরূপ আশা করিতে পারেন না যে, চিরদিন তাঁহার সুখেই যাইবে। চিরদিন সুখ কাহার কপালে ঘটে? মনের সকল আশা কাহার পূর্ণ হইয়া থাকে? এখানে অনেকটা সহ্য করিতে হইবে। ভালবাসার পরিবর্ত্তে তাচ্ছিল্য, উপকৃত ব্যক্তির কৃতঘ্নতা, গুরুজনের অনুচিত শাসন, এখানে ইহার কিছুই পাওয়া বিচিত্র নহে। সকল সময়ে, সকল অবস্থায় সেই ধৈর্য্য

আবশ্যক। সংসার-গৃহে দুঃখের প্রচণ্ড ঝড় বহিলে আর কিসে তোমাকে স্থির রাখিতে পারে? কেবল যে দুঃখের সময়েই সহিষ্ণুতা আবশ্যক, তাহা নহে। অনেক সময়ে এইরূপ হয় যে, আমরা কোন একটি কার্য্য করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়ি। তখন ধৈর্য্য দ্বারা সেই উৎসাহ প্রশমিত রাখিয়া সেই কার্য্যের পরিণামাদি চিন্তা করিয়া লইতে অবসর নিতে হইবে। এই সময় সহিষ্ণুতা নিতান্ত আবশ্যক। লোকের বাহুবল বল নহে, মনের এই গুণই প্রকৃত বল। দুঃখ বিপদাদি যত বড়ই হউক না, অবিচলিত চিত্তে তাহার আক্রমণ সহ্য করিব, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিব, ইহাই প্রকৃত বীরের সংকল্প।

অনেক সময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সহসা ফল না দেখিয়া আমরা প্রারব্ধ কার্য্য ছাড়িয়া দিই, ইহা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। কৃষকেরা ধান্য বপন করিয়াই যদি তাহার ফল পাইতে চাহিত, আর ফল না পাইলে কার্য্য ত্যাগ করিত, তবে কি উপায় হইত, বল দেখি? লেখা-পড়া সম্বন্ধেও তোমাদের এই দোষটি দেখা যায়। এই এক বৎসরমধ্যেই তোমরা সুশিক্ষিতা হইতে চাও, না পারিলে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে চাও। ইহা কি কেবল অসহিষ্ণুতার ফল নহে? একদিনে কোন কার্য্য হয় না। বাষ্প

আকাশে উঠিয়াই জলাকারে পতিত হয় না। বৃক্ষ রোপণমাত্রেই তাহার ফল পাওয়া যায় না—সর্ব্বদা এইটি মনে রাখিও। এই সহিষ্ণুতার সহিত আর একটি গুণ বড় নিকট সম্বন্ধে গ্রথিত। সেই গুণটির নাম ক্ষমা। ক্ষমা অতি প্রধান গুণ। যে ক্ষমা করিতে জানে, যাহার সহিষ্ণুতা আছে, তাহার পক্ষে সংসার চিরদিনই শান্তিময়। দশের ঘরে থাকিলেও যে নারীর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা আছে, তাহার সহিত কাহারও বিবাদ হয় না।

স্ত্রী। বুঝিলাম যেন, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মত গুণ নাই; কিন্তু বল দেখি, কিরূপ করিলে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হওয়া যায়; কেবল বক্তৃতা না করিয়া কাজের কথাও দুই একটি বলিলে ভাল হয় না কি?

স্বামী। সহিষ্ণু হইবার প্রধান উপায়, একটি চিরসত্য মনে রাখা। "চিরদিন কভু কার সমান না যায়।" এই কথাটি মনে রাখিলে বিপদ আপদে বড় বিচলিত হইতে হয় না। যখন বড় দুঃখের প্রখরতাপে গাত্রদগ্ধ হইবে, মনে করিবে এ সূর্য্য সন্ধ্যা হইলেই অস্ত যাইবে; যখন আপদের ঝড়ে ব্যতিব্যস্ত হইবে তখন মনে করিবে, এ ঝড় অনেকক্ষণ থাকিবে না। প্রকৃতি আবার শান্ত হইবে, আবার সুখের বসন্তানিল প্রবাহিত হইবে। যেরূপ দুঃখে

সেইরূপ সুখেও সহিষ্ণু হইতে হইবে। যেমন দুঃখের দিন, তেমন সুখের দিনও একভাবে যাবে না। যেমন ঝড়ের পরে মৃদু মলয়হিল্লোলের সম্ভাবনা, তেমনই আবার মৃদু মলয়হিল্লোলের পরে ঝড়ের সম্ভাবনা। বুঝিলে?

স্ত্রী। আর ক্ষমাশালিনী হওয়ার?

স্বামী। সেও প্রায় ঐরূপ। যখন তোমার নিকট কেহ কোন অপরাধ করিবে, সহিষ্ণুচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবে তুমি ঐরূপ কোন অপরাধ করিয়াছ কি না। প্রায়ই দেখিতে পাইবে, যাহার জন্য আজ তুমি তাহার উপর ক্রোধ করিতেছ, তুমি ঐরূপ সহস্র অপরাধে অপরাধী। আর যদিও তাহা না দেখিতে পাও, ঐরূপ অপরাধ ভবিষ্যতে করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে মনোমধ্যে এরূপ দেখিতে পাইবে। তখন একবার মনে করিয়া দেখিবে, আজ তোমার যেরূপ ক্রোধ হইয়াছে যদি অন্যেরও তোমার প্রতি ঐরূপ ক্রোধ হয়, তাহা হইলে তোমার কিরূপ কষ্ট হইবে। যে নিজে ক্ষমা পাইতে চাহে, সে অন্যকে ক্ষমা করিবে না কি বলিয়া? ব্যবহারের কথা তো বলিয়াছি, অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে চাহ, তাহাদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার পাইবার উপযুক্ত ব্যবহার করিও। বুঝিলে?

স্ত্রী। এইরূপ বলিলে বুঝিব না কেন?

স্বামী। এ বিষয়টি ত্যাগ করার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি। যাহাকে আত্মসংযম বলে, ঠিক তাহাও এই প্রকৃতির। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা যাহার নাই, আত্মসংযম তাহার থাকিতে পারে না। আর যে ক্ষমার কথা বলিলাম, যথার্থ প্রেমিকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহজ। ভালবাসার পাত্রের সহস্র অপরাধও কে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হয়? তারপর সত্যবাদিতা। যে ক্ষমাশীল, যে সহিষ্ণু, যে প্রেমিক, সে প্রায় সচরাচর মিথ্যাবাদী হয় না। এ সম্বন্ধে আমি বেশী আর কি বলিব? তুমি "দম্পতীর পত্রালাপ" পড়িয়াছ?

স্ত্রী। না।

স্বামী। তবে ঐ পুস্তকখানি আন, আমি উহা হইতে সত্যবাদিতাসম্বন্ধে স্বামীর চিঠিখানি পড়িয়া শুনাই।

স্ত্রী। (পুস্তক) এই নেও।

স্বামী। (পত্র পাঠ)।

"প্রিয়তমে—তোমার ২৭এ আষাঢ় তারিখের চিঠি পড়িয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। লিখিয়াছ—অবকাশ না পাওয়ার জন্য তুমি আমার নিকট পত্র লিখিতে পার নাই। আমি জানি এটি তোমার মিথ্যা কথা।

কথার অর্থ কি? শব্দবিশেষদ্বারা প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা, না? যে শব্দদ্বারা তাহা না হয়, সে কথাই নহে। সে অনর্থক শব্দ। তবে মিছে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করায় অন্যের ক্ষতি কি? এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মুখে উত্থাপিত হইতে শুনিয়াছি। আমি ইহার প্রথমটির উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ঐরূপ শব্দদ্বারা যদি শ্রোতার মনে কোন মিথ্যা বিশ্বাস না জন্মে, তবে তাহাতে দোষ নাই। যদি তুমি ভবিষ্যতেও ঐরূপ মিথ্যাকথা বলিতে পার, এরূপ কোন ভাব না জন্মায়, তাহা হইলে তুমি যে আজ আমার নিকট এই মিথ্যা কথাটি লিখিলে, ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কেননা, এখন এটা আমি বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু মনে কর, এর পর তোমার প্রত্যেক কথাই যদি আমি অবিশ্বাস করি, তবে সেটা কি তোমার বড় সুখের হইবে? সুন্দর ফুলের মধ্যে কীট যেমন—স্ত্রীলোকের মুখে মিথ্যা কথাও তেমন। ছি, আর কখনও মিথ্যা বলিতে চেষ্টা করিও না। কেনই বা করিবে? তিরস্কারের ভয়ে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তুমি যদি ইহা না লিখিয়া সরলভাবে আলস্যের জন্য পত্র লেখ নাই লিখিতে, আমি দুঃখিত হইতাম না। তবে যদি বল,

সকল মানুষই তোমার কাছে আমি নয়—তাহারা তো তিরস্কার করিতে পারে? তদুত্তরে এই বলিতে পারি যে, সে তিরস্কারের ভয় করিবে না। যদি সৎকার্য্যের জন্য তিরস্কৃত হও, নীরবে সহ্য করিবে?—সহিষ্ণুতা তো তোমাদের অপরিচিত নহে! আর যদি অন্যায্য কার্য্যের জন্য তিরস্কৃত হও, নম্রভাবে বলিবে যে, ভবিষ্যতে তুমি ওরূপ আর করিবে না। কিন্তু সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে যে, ঐ কার্য্যটি তোমাদ্বারাই কৃত হইয়াছে। মনুষ্যের অন্তঃকরণ নিতান্ত দুর্ব্বল— ইহাতে একটা অন্যায্য কার্য্য করিলেও স্বভাববিরুদ্ধ হয় না। আমি তোমাকে প্রত্যেক অন্যায্য কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠান ক্ষমা করিতে পারি।

সত্যবাদিনী হইও। প্রত্যেক কথা বলিবার পূর্ব্বে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিও, উহা ঠিক অন্তর হইতে বাহির হইতেছে কি না। কেবল উচ্চারিত কথা সত্য হইলেই যে যথেষ্ট হইল, তাহা নহে; বাক্‌চাতুরীও মিথ্যা কথা। তোমরা অনেক সময়ে না বুঝিতে পারিয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক। মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া অন্যভাবে লোকের নিকট উপস্থিত হইতে চেষ্টা করাও অন্যায়। এ কথা হয়ত বুঝিতে পার

নাই। মনে কর আমার বাক্স হইতে কুমুদিনীর দ্বারা তুমি একটি ভাল "ষ্টিলপেন" নিয়ে গেলে; তুমি নিশ্চয় জান যে তোমার ওটী অনাবশ্যক বলিয়া জানিতে পারিলে আমি ফিরাইয়া লইব। আমি যখন কলম খুঁজিয়া না পাইয়া তুমি নিয়াছ সন্দেহ করিয়া, তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি নিয়াছ কি?" তুমি উত্তর করিলে "আমি নিই নাই।" তোমার ঐ উত্তর সামান্য অর্থে মিথ্যা কথা নহে, কিন্তু তবু মিথ্যা কথা—ইহাকেই 'বাক্‌চাতুরী' বলে।

"অনেক কথা বলিও না। মিতভাষী না হইলে সত্যবাদী হওয়া বড় কষ্টকর। তাই বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা গম্ভীর হইয়া থাকিতেও বলি না। যদিও সে প্রকৃতি অনেকের কাছে ভাল, আমি তাহা ভালবাসি না। যে প্রকৃতিতে সরলতা ও আমোদপ্রিয়তা নাই, সে প্রকৃতি—সন্তোষদায়িনী নহে। যাঁহার স্বভাবে যে পরিমাণে সরলতা ও আনন্দ থাকে, তিনি সেই পরিমাণে দেবতা! সরলতা নির্ম্মল আকাশে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল, চক্ষের তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক হওয়া চাই। আমি সরলতার এত প্রশংসা করিলাম বলিয়াই যে তুমি খোকার কার্য্যের অনুকরণ করিবে, তাহা নহে। যেটুকু-

সারল্য তোমার আছে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইতে দিও ; স্বভাবের নিকট সত্যবাদিনী হইও, ইহাই আমার ইচ্ছা ; আমি ভাল আছি—তোমার মঙ্গল লিখিও।”

স্ত্রী। এ আর নূতন কি বলিলে ? মিথ্যা কথা যে ভাল নহে, এ আর না জানে কে ? তবে যাহাকে তুমি ‘বাক্‌চাতুরী’ বলিলে, আমি উহাতে বড় দোষ মনে করিতাম না। এখন জানিলাম যে কেবল কথা সত্য হইলেই হইল, এরূপ নহে ; মনের ভাব এক রকম রাখিয়া অন্য ভাবের কথা বলাও দোষ।

স্বামী। আমি কি তোমাকে নূতন বলিব বলিয়াছি ? এ গুলি তো পুরাতন, এবং পুরাতন বলিয়াই ইহার এত আদর। যাহা চিরসত্য তাহা নূতন হইবে কিরূপ ? তবু একটুকু তোমার কাছে নূতন লাগিল। বাকিটুকুও যে তোমার নিকট পুরাতন তাহা কি আমাকে বুঝাইতে পারিয়াছ ? যে পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইব যে তুমি মিথ্যা কথার প্রলোভন ছাড়াইতে পার নাই, সে পর্য্যন্ত পুরাতন হইলেও এ কথা তোমার নিকট নূতন বলিয়া বলিব।

স্ত্রী। এ তো ভাল জ্বালা ! আমি কি তোমাকে বলিতে নিষেধ করি ? তুমি রোজ তিন সন্ধ্যে দশবার করিয়া বলিও, “মিথ্যা কথা ভাল নহে।”

স্বামী। এ কি এ! রাগ করিলে?

স্ত্রী। না, রাগ করিব কেন, আমি তোমার নিকট কবে কোন্ কথাটা মিথ্যা বলিয়াছি, যে, আমাকে এতগুলি কথা শুনাইতেছ?

স্বামী। না বলিয়া থাকিলে তো ভালই। এ কথা তবে থাক, আর একটা বিষয় ধরিতেছি। এই শ্রেণীর আর দুইটী গুণ—সন্তোষ ও পবিত্রতা। প্রথমটি সম্বন্ধে আর এক দিন সময়মতে বলিব। আজ পবিত্রতার কথা কিছু বলিয়া, অন্য সাধারণ কথাগুলি বলি। যেরূপ বাহ্য জগতে এমন কতকগুলি বস্তু আছে যাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও স্বভাবতঃ ঘৃণা হয়, যাহা গাত্রে লগ্ন হইলে শরীর মলিন হইয়া যায়, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ কতকগুলি ভাব আছে, যাহা মনে করিলে লজ্জা বোধ হয়, যাহা পোষণ করিলে মন একেবারে দূষিত হইয়া যায়। যেরূপ পরিষ্কার সলিলে অবগাহন করিয়া আমরা প্রথমোক্ত মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে পারি—শরীরকে পবিত্র করিতে পারি, সেইরূপ সচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমরা শেষোক্ত মলিনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি,—মনকে পবিত্র করিতে পারি। কুভাবরাশি হইতে দূরে থাকার নামই মানসিক পবিত্রতা-রক্ষা। আমার বোধ

হয়,অসৎ বিষয়ের আলোচনা না শুনিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অসৎ বিষয়ের সহিত সন্দর্শন না ঘটিলে, মন শরীরের ন্যায় প্রায় বড় একটি স্বতঃ ক্লেদযুক্ত হয় না। এসম্বন্ধে তোমাদিগের একটি বড় গুরুতর দোষের বিষয় আমি জানি। তোমরা সখীজনের সহিত বড় অশ্লীল আলাপ করিয়া থাক। যে সকল কথা নিজের মুখে শুনিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়, তোমরা অম্লান-বদনে সেই সকল কথার আন্দোলন করিয়া থাক।

স্ত্রী। তুমি শুনিয়াছ ?

স্বামী। শুনি নাই তো বলি কি করিয়া ?

স্ত্রী। তোমরাও কি সমবয়স্কদের সঙ্গে দুই একটা ঐরূপ কথা বলিয়া থাক না ?

স্বামী। তুমি তাহাই ভাব না কি ? ছি! আমরা ওরূপ কথা মুখেও আনিতে পারি না। তবে যদি কেহ এরূপ করেন, তিনি ভাল করেন না। পুরুষে বলিলেও তাহাদিগের বলার লোক খুব অল্পই থাকে সুতরাং খুব অল্পই বলা হয়। তোমাদের ঐরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই। অনেক স্থানে শুনিয়াছি, প্রাচীনা ও নবীনায়ও এইরূপ কথা বলিয়া থাকে।

স্ত্রী। হাঁ তাতো বটেই। পুরুষে বলিলেই অল্প

বল, আর স্ত্রীলোক পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়। পরের দোষ দেখিতে তো চক্ষুটি বেশ সতেজ থাকে, আর নিজের দোষটা দেখবার বেলা চস্‌মা দিলেও সবটা হইয়া উঠে না। তোমাদের লীলা বুঝিয়া উঠে কাহার সাধ্য?

স্বামী। বটে?

স্ত্রী। তা নয় তো কি? যা'ক—তুমি একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছ।

স্বামী। কি কথা, সরোজ?

স্ত্রী। বই হাতে দেখ্‌লেই, যেটা তোমার বলা অভ্যাস।

স্বামী। ভাল কথা মনে করিয়াছ। কদর্য্য রসে পরিপূর্ণ নভেল নাটক পড়িলেও মন অপবিত্র হইয়া উঠে। এ কথা তো জানই,তবে আর এতৎসম্বন্ধে বেশী বলিবনা।

স্ত্রী। না, তবুও একটু বল।

স্বামী। ঠাট্টা রাখ, সরোজ! তোমাদের রসিকতার কি আর সময় অসময় নাই? কাজের সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।

স্ত্রী। তবে কি ভাল লাগে?

স্বামী। গাম্ভীর্য্য।

স্ত্রী। (গম্ভীর হইয়া) তবে তাহাই হউক।

স্বামী। বাঃ, কি আজ্ঞাকারিণী!

স্ত্রী। এতো মন্দ নয়। সাতেও দোষ, পাঁচেও দোষ। তবে কি করিব বল?

স্বামী। বল দেখি আমি কি বলিয়াছি? সংক্ষেপে বলিও। এখনও অনেক কথা বলিতে বাকি আছে।

স্ত্রী। তবে শুন। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। নম্রতায় কুৎসিতকেও সুন্দর করে। সকলকেই ভালবাসা উচিত। প্রেম ব্যতীত নিষ্কামধর্ম্ম হয় না। সুখদুঃখের সময় ধৈর্য্য আবশ্যক। তাড়াতাড়ি করিয়া কোন কাজ করা ভাল নহে। শত্রুকেও ক্ষমা করা উচিত। অত্যন্ত কৌতূহল ভাল নহে। মিথ্যা কথায় বড় পাপ। বাক্‌চাতুরিও একপ্রকার মিথ্যা কথা। মনকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখা উচিত। অসৎ সঙ্গ ও অসৎ পুস্তক সাবধানে ত্যাগ করিবে। এই, আর কি?

স্বামী। ঠিক্ হইয়াছে। এখন যে সকল গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দোষের হইয়া উঠে তাহা বলিতেছি। যে সকল গুণের বিকাশ আবশ্যক, তদ্বিরুদ্ধ দোষসমূহকে দমনে রাখা কর্ত্তব্য। যথা—ব্যাপকতা, ঔদ্ধত্য শত্রুতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাবাদিতা, অতিকৌতূহল, অপবিত্রতা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দেচ্ছা,

লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয়সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা ছিল, আজ আর তাহা হইয়া উঠিবে না, তবে ক্রোধসম্বন্ধে কিছু বলিয়া রাখা ভাল; কারণ স্ত্রীলোকের ক্রোধ অতি বিসদৃশ ভাব।

শাস্ত্রোক্ত ষড়রিপুর মধ্যে কাম এবং ক্রোধের ন্যায় দুর্জ্জয় রিপু আর নাই। লোভাদি রিপু ব্যাপক কাল স্থায়ী সত্য, ইহারা মানুষের চরিত্র-সঙ্গে অবিভাজ্যরূপে মিশ্রিত সত্য, কিন্তু তবু পরাক্রমে ইহারা উপরোক্ত রিপু-দ্বয়ের সমতুল নহে। সামান্য প্রদীপে আলো যেমন মিট মিট করিয়া জ্বলিতে থাকে, লোভও তেমনি অষ্টপ্রহর জ্বলে,—আর যদি বেশী বাড়াবাড়ি হয়, নয়, লোভটা রাবণের চিতার ন্যায়ই বা জ্বলিল। কিন্তু কামক্রোধ বিদ্যুৎস্ফুরণে অন্তরটাকে যেন ঝল্‌সাইয়া ফেলে—জ্ঞান-চক্ষুকে যেন নিপীড়িত করিয়া ফেলে। স্থায়িত্ব খুব কম, কিন্তু ইহাদের ঘনত্ব বড় বেশী। ঠিক বিদ্যুতের ন্যায় ইহাদের প্রকৃতি। এ বিদ্যুতও সাধারণতঃ বজ্রের পূর্ব্ব-প্রকাশ, প্রচণ্ড বাত্যাদির সহচর। ইহার অবিচ্ছেদী স্থায়িত্ব নাই সত্য, কিন্তু ইহা সহজে বিলুপ্ত হইবারও জিনিষ নহে। ইহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে—এ বজ্র হইতে চরিত্রকে রক্ষা করিতে হইলে,

বিশেষ করিয়া সহিষ্ণুতাগুণের সাধনা করিতে হইবে। যখন ক্রোধাগ্নি হৃদয়ে বড় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, যতদূর সম্ভব, দাহ্য পদার্থ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। অন্তরে বেশী ক্রোধ দাঁড়াইলে যেন রসনা ও হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার আজ্ঞা পালনের জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা এই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে রসনাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করেন। ফলতঃ মৌনাবলম্বনই ইহার উৎকৃষ্ট উপায়। ক্রোধের বেগের সময়ে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলে আর কোন শঙ্কাই থাকে না। তাহা না করিয়া রাগের মাথায় কিছু কহিয়া বসিলে শেষে আর তাহার প্রতিবিধানের উপায় থাকে না। ক্রোধের ফল তখনই ফলিয়া যায়। আমার নিজের জীবনে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বেশ বলিতে পারি যে, ক্রোধের সময়ে চুপ করিয়া থাকিলে ক্রোধ হারি মানে। ইহার একবার বই দুইবার আক্রমণ কদাচিৎ দেখা যায়। আমি তোমাকে এসম্বন্ধে ইহাই বলিব, যখন বড় রাগ হইবে, ঘরে গিয়া একাটি পাড়িয়া থাকিও। যদি ঘুমাইতে পার, তবে ত ভালই (আর, তা তোমরা কেনই বা না পারিবে?) ব্যারাম আপনিই আরাম হইবে। অগত্যা না হয়, অন্যমনস্ক হইবার জন্য কোন বইটই পড়িলেও চলিবে। আর যদি

বাড়ীতে ছেলে পিলে থাকে তাদের একটিকে নিয়ে খেলা করিলেও চলিতে পারে।

স্ত্রী। দেখ তো, কি ছেলে মানুষের ন্যায় বকিতেছ। রাগ হলে, ঘুমিয়ে রাগ বারণ করিতে হইবে বটে!

স্বামী। কথাটা শুনিতে ছেলেমানুষের কথা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এসব ব্যবস্থা যে—বৈদ্যের পাঁচনের মত। বৈদ্যের পাঁচনের ব্যবস্থা দেখিলে অনেক সময়ে পাগ-লামী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তদ্দারা রোগীর রোগ আরাম করিয়া যদি তাহার গুণটি বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে যেমন সেরূপ ব্যবস্থায় চিকিৎসকের দূরদর্শিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, সেইরূপ আমি যাহা বলিলাম, তাহা প্রথমে শুনিতে যেমনই বোধ হউক, যখন এতদনুযায়ী কার্য্য করিয়া ফল পাইবে, তখন তোমাকে বুঝাইলে তুমি ইহা-তেই জ্ঞানের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। কিন্তু সে সব অনেক তত্ত্ব। ভাল ছেলেমানুষিটা নয় একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখিলে! আমি ত ক্রোধ দমনের অথবা ক্রোধের সাময়িক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার এতত্তুল্য উৎকৃষ্ট উপায় আর জানি না। ক্রোধের সময় ক্রোধের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করাই ক্রোধরিপুর একমাত্র ঔষধ। তা ইহা তোমরা ছেলেমানুষই বল, আর মেয়েলিই বল।

সাংসারিক অবস্থা গোপন—কপটতা।

স্বামী। বেশ সেজেছ ত! এ সব কোথা পেলে? কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

স্ত্রী। (ঈষৎ হাসিয়া) আজ ও পাড়ায় মণিকাকার ছেলের ভাত, আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে—সেখানে যেতে হবে।

স্বামী। তা বেশ। কিন্তু আমার প্রশ্নের আর আধখানার উত্তর কর্ব্বে কে? এ সব গয়না এল কোত্থেকে?

স্ত্রী।—নাও—তোমার সঙ্গে আর পার্‌বার যো নাই। গয়না আর আস্‌বে কোত্থেকে তুমি দিয়াছ!

স্বামী। না সত্যি, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার দাদা তোমাকে এ সব দিলেন না কি?

স্ত্রী। (ঈষৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া) দাদা কেন

দিতে যাবেন ? আর তাঁর কি সেই রকম অবস্থা ! স্বামীই বড় দিয়ে থাকেন, তায় আবার অন্যে দিবে ?

স্বামী। তবে বল না, এ সব পেলে কোথা ?

স্ত্রী। (ঈষৎ হাসিয়া অবনতমুখে) নিমন্ত্রণে যেতে হবে—সেখানে কত জায়গার কত লোক আস্‌বে—সেখানে কি অমনি যাওয়া যায় ? তাই কুমুদিদির নিকট হইতে চাহিয়া দু'খানা গয়না পরিয়াছি।

(স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া) এতেও কি দোষ হলো নাকি ?

স্বামী। না দোষ আর কেন হবে, সবই গুণ !

স্ত্রী। তা তোমার মুখশ্রী যে দেখলে ভয় হয়। আমি এখনই সব গয়না খুলে ফেল্‌চি। (গাত্র হইতে গয়না খুলিতে উদ্যত হওন)।

স্বামী। না, একবার যখন পরেছ, তখন আর খুলে কাজ নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আর এরূপ প্রবৃত্তি না হয়।

স্ত্রী। আমার গয়না পরেও কাজ নাই—কোথাও গিয়েও কাজ নাই।

স্বামী। রাগ হলো বুঝি ! আমি যে জন্য এই বিরক্তিটুকু প্রকাশ কল্লেম, তা যদি তুমি বুঝ্‌তে, তবে আর এরূপ রাগ কর্ত্তে না ; লজ্জিতই হ'তে।

স্ত্রী। বুঝি না ত জানই—আমাদের এত কি বিদ্যা বুদ্ধি যে তোমাদের মত লোকের কথা বুঝ্‌বো—তবে—

স্বামী। কথাটা কি, একবার শুনই না রাগ এর পর করো। এখন এই ধামাটা দিয়ে রাগ ঢেকে রাখ।

স্ত্রী। তোমার সকল সময় কেবল ঠাট্টা। কি বল্‌বে—বল না আমি ত শুন্‌ছিই।

স্বামী। কপটতা কাহাকে বলে বুঝ?

স্ত্রী। তা' বুঝি আর নাই বুঝি, গয়না পরার কথায় সে কথা এলো কিসে?

স্বামী। পরের গয়না নিজের বলিয়া পরিলে, তাকে এক প্রকার কপটতা বলা যায়।

স্ত্রী। সে আবার কি?

স্বামী। কেন? ইহাতে যাহার যাহা নাই, তাহার আছে বলিয়া দেখান হয় না কি? ঐরূপ গয়না পরলে আর দশজনকে জানান হয় না কি, যে উহা তোমার?

স্ত্রী। পোড়া কপাল আর কি! আমি কি ঐ গয়না পরে সব্বাইকে বলে বেড়াতেম "হাঁগো তোমরা দেখ গো—এই আমার গয়না—এ সব আমার ঢাকুরে স্বামী আমাকে দিয়াছেন?"

স্বামী। তা' সে কথাটা মুখে না বলিলেও ভাবে বলা হয়। বলা হয় যে গয়নাটা তোমারই—তা' স্বামীর দিক্—আর অপরেই দিক্।

স্ত্রী। তা আমি না বলিলেও যদি অন্যে সেরূপ বুঝে, বুঝুক—তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি ?

স্বামী। বটে ?

স্ত্রী। বটে কি—আমিত আর মিথ্যা কথা বলিলাম না।

স্বামী। আচ্ছা—একবার একটু ভেবে বল দেখি, সেখানে যেতে এ সব গয়না ধার করে পর্‌তে ইচ্ছা হলো কেন ?

স্ত্রী। সেখানে কত ঘরের কত বউ ঝি আস্‌বে—কত রকম গয়না, কাপড় পরে আস্‌বে—আমার কি শুধু গায়ে যাওয়া ভাল দেখায় ?

স্বামী। কেন—তাতে কি ?

স্ত্রী। তাতে আর বেশী কি ? তারা মনে কর্ব্বে কোথেকে যেন একটা চাকরাণী এসেছে। আর বেশী কিছু নয়।

স্বামী। কল্লেই বা—না। সে কথা যাক্—তাতে চাকরাণী মনে কর্ব্বে কেন ?

স্ত্রী। যার পয়সা আছে, সে কি আর ঐ বেশে যায় ?

স্বামী। আর গয়না পরে গেলে কি মনে কর্ব্বে ?

স্ত্রী। যাও যাও তোমার সঙ্গে কথায় পার্ব না।

স্বামী। মনে কর্ব্বে যে এ খুব বড় ঘরের বউ—খুব সোনা দানা আছে, এই না ?

স্ত্রী। তা হলোই বা ?

স্বামী। তবেই ত দেখ, তোমাদের যে অবস্থা নয়, অন্য লোককে সেই অবস্থা জানাইবার জন্য—প্রকৃত অবস্থা গোপন জন্য—তোমার ঐরূপ গয়না পরার ইচ্ছা। বুঝ্‌লে কি !

স্ত্রী। (অপ্রতিভ হইয়া) তা আর কেই বা না করে ? আমরা বড় নয় বলিয়া কি পারুতপক্ষে কেহ তাহা অন্যকে জানিতে দেয় ?

স্বামী। তা দেয় না, অথবা দিতে ইচ্ছা করে না সত্য। কিন্তু এই জন্য আবার অনেক সংসার ছারখার হইয়া যায়।

স্ত্রী। হাঁ, এতেই নাকি একেবারে সংসার যেয়ে থাকে।

স্বামী। কেন যাবে না ? এ দোষটি একটি ক্ষুদ্র

দোষ নহে। আর এ যে কেবল তোমাদের আছে, তা নয়। পুরুষদের ইহা বেশী মাত্রাতেই আছে। এমন কি—আমাদের জীবনের কার্য্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে, এই অবস্থা গোপনের চেষ্টা বোধ হয় আমাদের বার আনা কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরে খাবার নাই, বাহিরে ভোজ দেওয়া—ভাণ্ডারে চাল নাই—বুকে চেইন ঝুলান। বাড়ীতে ভিক্ষুকে ভিক্ষা পায় না, সভায় অপরিমিত দান। অষ্টপ্রহর কিসে লোকে বড় ভাব্বে তারই চিন্তা।

স্ত্রী। তবে তোমাদেরও এ দোষ আছে ?

স্বামী। যথেষ্ট। কিন্তু তাই বলে তোমাদের যে তাহা রাখ্‌তে হবে তাহা নহে।

স্ত্রী। আচ্ছা, এ যদি এত দোষের, তবে লোকে এরূপ করে কেন ?

স্বামী। করে, আপাততঃ একটু সুখ পাইবার জন্য। ইহাতে আপাততঃ একটু সুখও হয়। এই মনে কর না, তুমি এই সব গয়না পরে গেলে যদি কেউ বল্‌ত "দেখেছিস, সরোজের স্বামী সরোজকে কেমন গয়না দিয়েছে, তারা তবে খুব বড়মানুষ লোক"—তা' শুনে তোমার অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দ হতো; এবং সম্ভবতঃ এরূপ বোল্‌তও। মুখে যদিও বা না বোল্‌ত, ভাবে ভঙ্গীতে

কাজে কর্ম্মে এ ভাব প্রকাশ হতোই! এশুনে সকলেরই আনন্দ হয়, তোমারও হতো। সেই আনন্দের লোভেই তোমার এরূপ ইচ্ছা।

স্ত্রী। তা' ঠিক বটে। ভাল গয়না টয়না পরে গেলে দশ জনের নজর পড়ে। তাকে অন্যে একটু বেশী খাতির যত্নও করে। তা বোধ হয় এই জন্যেই একটু বেশী করিয়া গয়না পর্‌তে ইচ্ছা হয়।

স্বামী। একি ভাল?

স্ত্রী। মন্দটাই বা কি! এতো চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়; কোন অপকর্ম্মও নয়; এতে যদি কিছু মনের সুখ হয়, তা করায় দোষ?

স্বামী। দোষ এখনই দেখাচ্ছি। মনে কর তুমি এই সব গয়না পরে, সেখানে গিয়াছ; আর দশ জনে যেন তোমাকে ঘিরিয়া বসিয়া তোমার গয়নার সুখ্যাতি কচ্চে, আর তুমি হৃষ্টচিত্তে ঈষৎ লজ্জিতভাবে আরক্তিম বদনে তাহা শুন্‌ছ—এমন সময় যদি কথাটা প্রকাশ হয় যে ওসব তোমার নয়—তখন তোমার মনটা কেমন হয়?

স্ত্রী। তা' আর জিজ্ঞেস কচ্চো? তখন লজ্জায় কি আর প্রাণ থাকে?

স্বামী। আচ্ছা—সে কথাটা যেন প্রকাশই না হলো।

যদি তোমার গয়না দেখে—দূরে ব'সে চুপি চুপি তোমার দিকে চেয়ে কেউ কোন কথা কয়, তোমার সন্দেহ হয় কি না যে ঐ কথাই বোল্ছে ?

স্ত্রী। তা' তুমি যেমন বল্লে, অমন হলে, কাজেই সন্দেহ হয়।

স্বামী। কষ্ট হয় না ?

স্ত্রী। হয় বৈ কি !

স্বামী। আরও দেখ। সেখানে তোমাকে ঐরূপ গয়না পরা যাঁহারা দেখ্লেন, তাঁহাদের কেউ যদি অন্যত্র তোমাকে অন্য ভাবে দেখেন, লজ্জা হয় না, কষ্ট হয় না ?

স্ত্রী। তা হয় বৈ কি।

স্বামী। আর যদি তাঁদের কেউ আমাদের বাড়ীতেই আসেন, তাঁকে কিরূপ যত্ন কর ?

স্ত্রী। কেন, যতদূর সাধ্য ততদূর করি।

স্বামী। সাধ্য ছাড়া কিছু কর না ? হাতে পয়সা না থাক্লে ধার কোরেও তাঁহার অভ্যর্থনা কর না ?

স্ত্রী। তা ত কর্ত্তেই হয়। সে দিন বড় মানুষ ভেবেছে—সে রকম কিছু না করলে কি মান থাকে ?

স্বামী। তবেই ত দেখ—এ কার্য্যের জন্য পদে পদে কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনার আশঙ্কা রহিয়াছে। আপাততঃ

দেখলে মনে হয়, এতে কোন দোষ নাই। কিন্তু পরে ইহার সহস্র দোষ স্বতঃ প্রকাশিত হয়। যে একদিনও আপনার সাংসারিক অবস্থা গোপন করিয়া লোকের নিকট বড় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে—সেই জানে তাহার সেই অপ্রকৃত অবস্থা লোকের নিকট বজায় রাখিতে তাহার কত কষ্ট ও কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। ইহাতে কোন কোন সংসার অনুচিত ব্যয়ে ছারখার হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রী। তা সত্যই, কাজটা ভাল নহে। আমি আর কখন এরূপ কর্‌ব না। আমার প্রকৃত যে অবস্থা তা' লোকে জান্‌লে যদি কষ্ট হয়, সে কষ্ট এক দিনের। ও রূপ দিন দিন কষ্ট পাইতে হয় না।

স্বামী। শুধু তুমি না করিলেই হইবে না—আমার প্রতিও তোমার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যখন যে কাজ কর্‌তে হয়, ভাল করে সে কাজের উদ্দেশ্য প্রভৃতি তলিয়ে দেখ্‌তে হয়। তবে এখন তুমি যাও।

স্ত্রী। (স্বামীর নিকট হইতে গিয়া অন্তরালে গায়ের গয়না উন্মোচন করিয়া প্রস্থান)।

স্বামীর বিদেশ যাত্রা।

স্বামী। সরোজ, সোমবার কলেজ খুলিবে। সুতরাং কালই আমাকে যেতে হবে।

স্ত্রী। সে কি! এ কথা তো আমায় আগে বল নাই। কাল তোমাকে আমি যেতে দিব না।

স্বামী। কি করিব বল। সুখের অনুরোধে তো কর্ত্তব্য ভুলিতে পারি না। শিক্ষার সময় বিবাহ করাই অনুচিত। এক দিকে সুখসম্ভোগের ইচ্ছা—অন্য দিকে কর্ত্তব্যপালনের ইচ্ছা। একটিতে বলে মিছে কষ্ট করিয়া ফল কি, যাহার লাগিয়া তুমি এত কষ্ট স্বীকার করিতেছ, সেই সুখকে ফেলিয়া রাখিয়া তোমার যাওয়া উচিত নহে, অন্য দিকে কর্ত্তব্য বলে, পরিণাম চিন্তা কর, আশু সুখের লাগিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তাহা হইলে আমি অভিসম্পাত করিব, তোমার সুখ, দুঃখে পরিণত হইবে। এ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মানুষ প্রায়ই কর্ত্তব্য বুদ্ধি হারাইয়া থাকে।

স্ত্রী। তুমি যখন এরূপ কথা বলিতেছ, তখন আমি তোমাকে কোন মতে থাকিতে বলি না। ছি! আমার সুখের জন্য তোমার সুখ নষ্ট করিব! তোমার যেটি কর্ত্তব্য, আমারও কি তাহাই কর্ত্তব্য নহে? তোমরা যাহাই ভাব আমরা এতদূর স্বার্থপর নহি যে, স্বামীর কর্ত্তব্যে বা স্বামীর ধর্ম্মে কোনরূপ অন্তরায় হইব। তবে বড় কষ্ট হয়, দুই দিন ভাল করিয়া তোমাকে দেখিলাম না। দুই দিন তোমার পাদপদ্ম সেবা করিলাম না। আচ্ছা একটা কাজ কল্লে হয় না? তাতে তোমারও কর্ত্তব্যের ব্যাঘাৎ হয় না, আমারও কথা থাকে। আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়ে গেলে হয় না?

স্বামী। বটে, সঙ্গে থাকিতে বুঝি বড় সাধ?

স্ত্রী। তা কি আবার বল্‌তে? স্ত্রীলোকের ইহা অপেক্ষা আর কি সাধ হইতে পারে? স্বামীর চরণ প্রান্তে থাকিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবা অপেক্ষা দাসীর আর কি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? তোমরা ভালবাসিয়া যাহাই বল না কেন, আমরা তোমাদের দাসী নয় তো কি? তোমরা আমাদিগের নিকট দেবতা। পতিপূজা হইতে কোন্ পূজা বড়? সংসারশিক্ষার গুরু, ভালবাসার পরম বন্ধু, এমন হিতার্থী আর কে আছে? তোমাদের নিকটে

থাকিতে আবার সাধ করে না ? তোমরা বিদেশে থাকিয়া কষ্ট পাও, আমরা জীবিত থাকিয়াও তোমাদের সেবা করিতে পারি না, একি আমাদের সামান্য দুঃখ ! তোমাদের একটি দীর্ঘশ্বাস শুনিলে আমাদের হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়, তোমাদিগের মুখ ম্লান দেখিলে আমরা জগৎ অন্ধকার দেখি,তোমাদিগকে দূরে রাখিয়া কি আমরা সুস্থ থাকিতে পারি ? কি বুঝিবে তোমরা, স্বামী স্ত্রীর নিকট কিরূপ পদার্থ, তোমরা তাহার কি জানিবে ? তোমরা কি আমাদের অন্তঃকরণ বুঝিয়া থাক ? যাহা তোমাদিগের নিকট অসম্ভব, আমাদিগের নিকটও তাহা অসম্ভব মনে কর। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে এক দিন যে কথা বলিয়াছিল, তাহা তোমরা বিশ্বাস কর না, অতিরিক্ত জ্ঞান কর। কিন্তু যদি স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ দেখিতে পাইতে, তবে বুঝিতে যে সূর্য্যমুখী অতিরিক্ত কিছুই বলে নাই। বুঝিতে, সর্ব্বাংশে ওরূপ গুণবতী সূর্য্যমুখী বিরল হইলেও, ওরূপ স্নেহশালিনী সূর্য্যমুখী ঢের পাওয়া যায়। আর এ ভালবাসায় কি আমাদের প্রশংসা আছে ? তোমাদিগকে ভালবাসিব না তো কাকে ভালবাসিব ? পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সকলই তোমাদিগতে জড় হয়। যখন শ্বশুর-গৃহে প্রথম আসি—জন্ম

হইতে যাহাদিগকে ভালবাসিয়া আসিয়াছি, সেই সকল প্রাণের সামগ্রী ত্যাগ করিয়া যখন তোমাদিগের নিকট আসি,—তখন কে আমাদিগের সেই কষ্ট বুঝিয়া সান্ত্বনা করিতে থাকে? সে দুঃখের অশ্রু কে মুছাইয়া দেয়? বিপদে সহায়, সম্পদে সুখ, ধর্ম্মে ঈশ্বর তোমরা, তোমাদিগকে ভালবাসিব না তো, কাহাকে ভালবাসিব? আমাদিগের কষ্ট হইবে দেখিয়া কি তোমাদিগের সঙ্গে যাইতে চাহি? তোমাদিগকে সেবা করিতে পারিব বলিয়াই আমাদিগের এই অভিলাষ।

স্বামী। সরোজ, আমি জানি, তোমরা এইরূপই স্নেহশালিনী বটে। সাধে কি আমরা তোমাদিগকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া রাখিয়াছি? তোমরা এইরূপ বলিয়াই, তোমাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি জ্ঞান করি—পৃথিবীর পবিত্রতম সামগ্রী মনে করি; এত ভালবাস বলিয়াই সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা পূর্ণ প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইয়া, তোমাদিগের নিকট আসিলে,শরীর মন শীতল হয়। রমণীর মত স্নেহশালিনী কে? এমত নিষ্ঠুর অথবা সুখবোধশূন্য পুরুষ কে আছে যে, সুখের এমন সামগ্রী, শান্তির এমন আলয়কে সঙ্গে রাখিতে অনিচ্ছুক হয়? কিন্তু—

স্ত্রী। আবার কিন্তু কি প্রাণনাথ? ক্ষমা করিও, আজ আমার হৃদয় মুক্তকণ্ঠ হইয়াছে; লজ্জা আর এখন কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারিতেছে না। তবে কি দাসীকে সে সুখ হইতে বঞ্চিতা করিবে?

স্বামী। সরোজ! প্রিয়তমে! আমাকে বড় কষ্টে ফেলিয়াছ। এ সময়ে তোমার অধীর হওয়া উচিত নহে। কয়েকটি কথা বলি, মনোযোগ দিয়া শুন; কথাগুলি ঠিক্ নিষ্ঠুরের ন্যায় বোধ হইবে, কিন্তু কি করি কর্ত্তব্যের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। তুমি কি আমাদের সাংসারিক অবস্থা জান না? তুমি আমার সঙ্গে গেলে সংসারের কি দুরবস্থা হইবে, ভাব দেখি? বৃদ্ধ পিতামাতার তত্ত্বাবধানই বা কে করিবে, সংসারের শৃঙ্খলাই বা কে করিবে? আর মনে কর, যেন আমার অবস্থা স্বচ্ছল আছে, যদি তাহা না হইত, যদি তোমাকে লইয়া থাকিবার ব্যয় কুলাইতে না পারিতাম? তোমার এ ইচ্ছাকে এক ভাবে আমি প্রশংসা করি বটে, কিন্তু অন্য ভাবে নিন্দা করি। আকাঙ্ক্ষার বিষয় ভাল থাকিলেই হয় না, তাহা মিত থাকাও চাই। স্বামীর সহিত একত্র সহবাসের আকাঙ্ক্ষা, তাহার সুখদুঃখে অংশী হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। কিন্তু অবস্থাক্ষেত্রে তাহাও

নিন্দনীয় হইতে পারে। তোমার এই ইচ্ছাটিকে মনে পোষণ করিবার পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল যে, তুমি সংসার ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে গেলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। এ অবস্থায় তোমার এই আকাঙ্ক্ষাটি পরিত্যাগ করাই উচিত।

স্ত্রী। তুমি যদি তাহা হইলে সুখী হও, কষ্ট পাইলেও তাহা করিব।

স্বামী। শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেই যে সুখী হই, তাহা নহে। আকাঙ্ক্ষাটি ছাড়িয়া সন্তোষ অবলম্বন করিলেই আনন্দিত হইব। একদিন সন্তোষের কথা বলিব বলিয়াছিলাম, আজ তাহা বলিতেছি। এই পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষা কাহারও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকা উচিত? যেটুকু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কি উচিত নহে? অনেকে বলিয়া থাকেন, আকাঙ্ক্ষা ও সন্তোষ পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতির। একটী থাকিলে আর একটি থাকে না। আবার একটি না হইলে উন্নতি হয় না, অপরটি না হইলে সুখ হয় না। আমি ঠিক্ এইরূপ মনে করি না। দুইটিই একত্র থাকিতে পারে এবং দুইয়েরই একত্র থাকা উচিত। যাহা পরিতৃপ্তির কোন প্রকারেই

সম্ভব নাই, সেরূপ আকাঙ্ক্ষাকে আমি লোভ মনে করি, ইহাতে লোকের বুদ্ধি বিগড়িয়া যায়—মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। চেষ্টা করিলে যাহা পূর্ণ হইবে এইরূপ জ্ঞান হয়, সেই আকাঙ্ক্ষাই আকাঙ্ক্ষা, অন্য আকাঙ্ক্ষা—দুরাকাঙ্ক্ষা, লোভ। যাহা পূর্ণ হইতে পারে, অথচ কোন কারণবশতঃ পূর্ণ হইতেছে না, সে আকাঙ্ক্ষা অপরিপূর্ণ থাকিলেও আকাঙ্ক্ষীর সন্তোষের ধ্বংস হয় না। কতক চেষ্টাজনিত অন্যবিধ ফল পাইয়া, কতক তৎপ্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া, তাহার সন্তোষ স্থায়ী থাকে। তবে এক সময়ে দুইটী থাকিতে পারে কি না, ইহা বিবেচ্য। তাহাও পারে। মনে কর, আমি এবার বি. এ. পাস করিব, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। তদনুযায়ী চেষ্টাও করিতেছি। এখন কি আমার সন্তোষ নাই? মিথ্যা কথা; আমি যখন জানিতে পারিতেছি যে, চেষ্টা করিলে লোকে ইহা পারে আমিও পারিব, তখন আকাঙ্ক্ষার অপূরণ জন্য বা পূর্ণ হইতে বিলম্ব থাকা জন্য আমার অসন্তোষ হইবে কেন? যদি আমি এমন অবস্থায় এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিতাম যে সেরূপ অবস্থায় অন্যে পাস করিতে পারে না, অথচ আমার অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ক্ষমতা নাই, অথবা যদি আমি এ আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করিতে

উপযুক্ত চেষ্টা না করিতাম, তবে আমার আকাঙ্ক্ষার সহিত সন্তোষ থাকিতে পারিত না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেইরূপ আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলে। কথায় কথায় কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক সর্ব্বদা মনে রাখিও সন্তোষ ও শান্তি এক স্থলেই বাস করে। কেমন, এখন বুঝিলে, তোমার এ আকাঙ্ক্ষাটি অবস্থা-ক্ষেত্রে কেন ভাল হয় নাই? যদিও ইহা পূর্ণ হইতে অন্য কোন অন্তরায় না থাকুক, কতকগুলি কর্ত্তব্য লঙ্ঘন হইবে বলিয়াও ইহা পূর্ণ না হওয়া উচিত। সুতরাং তোমার সন্তোষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রী। আচ্ছা তবে তাহাই হউক। যাহা তুমি মন্দ বল, তাহা অবশ্যই মন্দ। আমি তোমার সঙ্গে যাইতে চাহিব না। কিন্তু বোধ হয়, দুই একখানি চিঠি পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে সেটা লোভ বা দুরাকাঙ্ক্ষা হইবে না।

স্বামী। সরোজ! আজ তুমি আমাকে যে কত সুখী করিলে, বলিয়া উঠিতে পারি না। স্ত্রীর তো এই-ই কাজ। যাহাতে স্বামীর কর্ত্তব্য লঙ্ঘিত হইয়া ধর্ম্মহানি না হয়, স্ত্রীর তাহা একান্ত করা কর্ত্তব্য। স্বামীকে ধর্ম্ম-কার্য্যে উত্তেজনা করা এবং অধর্ম্ম হইতে নিবারিত রাখা

স্ত্রীর একান্ত উচিত। নিজের সুখের জন্য তাহাকে বিপদে ফেলা, অসতী স্ত্রীর কার্য্য। স্ত্রী স্বামীর নিকট এত প্রিয় যে, অনেক সময়ে তাহার অন্যায্য কথাও পালন করিতে হয়। সুতরাং সাধ্বী রমণীগণ স্বামীকে অনুরোধ করিবার সময়ে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপন আপন স্বামীকে দশরথ বানাইয়া ভালবাসেন, তাঁহারা নিতান্ত অপরাধী। তবে এ যাত্রায় এই পর্য্যন্ত থাক্।

সতীত্ব।

[স্বামীর পত্র]

কলিকাতা।

শ্রাবণ ১১ই, ১২৯২।

প্রিয়তমে—আমি গতকল্য এখানে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি। এখানে সকল বিষয়ই সুব্যবস্থিত আছে—তজ্জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই।

তোমার নিকটে এই প্রথম পত্র লিখিতেছি; ছাই পাঁশ দিয়া পত্রখানি পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না। তাই একটি সদ্বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখিব, ভাবিয়াছি। বিষয়টি কি শুনিবে? সতীত্ব। হয়ত, তোমার একটুকু রাগও বা হয়। আমি কিন্তু ইচ্ছা করিয়া এটি ধরি নাই, কারণবশতঃ আসিয়া পড়িয়াছে।

পাপের লীলা-স্থল—নারকীর নাট্যভূমি—দুঃখযন্ত্রণা-পূর্ণ এই সংসারে রমণীর সতীত্ব স্বর্গীয় ধন। এই দুরবস্থার ঘোর দুর্দ্দিনে—অশান্তির অমানিশায়, নারীর সতীত্ব আর্য্যগৃহে উজ্জ্বল মাণিক। আর্য্যস্বামীর নিকট স্ত্রীর সতীত্ব বড় আদরের ধন—প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। আর্য্য-হৃদয় সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, সকল যন্ত্রণার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, হাসিতে হাসিতে রণক্ষেত্রে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে রমণীর সতীত্বে বিন্দুমাত্র অপমান সহিতে পারে না। তাহাকে জ্বলন্ত অনলগর্ভে নিক্ষেপ কর, তাহার দেহ অস্ত্রাঘাতে শতধা ছিন্ন ভিন্ন কর, সে অটল রহিবে, কিন্তু সাবধান, তাঁহার হৃদয়ধনের একটুও অবমাননা করিতে যাইও না; তাহা হইলে অপ্রতুল ঘটিবে। পিঞ্জরবদ্ধ শার্দ্দূল পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া প্রাণান্তিক আক্রমণ করিবে। যখন মুসলমানের অত্যাচারে আর্য্যদেশ প্রপীড়িত ছিল, যখন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী, ঘোর নারকী যবনসম্রাটগণ আর্য্যনারীর এই মহামূল্য ধন অপহরণ করিতে শত সহস্র মানবের জীবন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিত করিত, তখন (হায়! সে কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, এ শিথিল অঙ্গও

সিংহ-বিক্রম ধারণ করে) আর্য্যদেবগণ বরং নিকটে দাঁড়াইয়া অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে সেই সকল গৃহ-লক্ষ্মীর কঠোর অকালমৃত্যুর অবলোকন করিতেন, তথাপি প্রাণ থাকিতে তাহা নারকীগণকে সংস্পর্শ করিতে দিতেন না। রাজপুতনার "জহরব্রতের" কথা মনে হইলে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, ভয়ে, বিস্ময়ে প্রাণ অভিভূত হইয়া পড়ে। সম্মুখে সাক্ষাৎ স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি জননী, হৃদয়-রূপিণী বনিতা, আনন্দ-রূপিণী ভগিনী ও স্নেহভাজনা দুহিতা—সকলে ইহজীবনের শেষ বিদায় লইয়া ছাড়িয়া যাইতেছে; দেশের পতন অনিবার্য্য, নারকীগণের নিকট আপন আপন প্রাণাধিক প্রিয়তম সতীত্বধন-রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া রাজপুতললনা পবিত্র চীর-বসনে পবিত্র দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দয়াময়ের নাম করিতে করিতে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছে; পার্শ্বে রাজপুতগণ হিমগিরির ন্যায় অচলভাবে আকাশপানে চাহিয়া রহিয়াছে; কেহ বা সে দৃশ্য একবার মাত্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণবেগে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতেছে, সাধ্য কি সে পীতবিষ ব্যাঘ্রের সে দুর্দ্দমনীয় গতি কেহ প্রতিরোধ করে; কেহ বা নিঃশব্দে নিষ্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে; ঝর ঝর রবে গণ্ডস্থল প্লাবিত

করিয়া পবিত্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে ; আবার একটু হাসিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ঘৃণা করিয়া বজ্রহস্তে সে অশ্রুকে দূর করিয়া দিতেছে। কেহ বা হৃদয়ের মর্ম্মদ্বার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া সজোরে বক্ষঃস্থল বজ্রহস্তে চাপিয়া ধরিতেছে। দেখিতে দেখিতে একবিন্দু অশ্রু সকলের নয়নেই আসিয়া জমিল, সকলেরই চক্ষু একদিকে ফিরিল। হায়! সে বিভীষিকাময় ভীষণদৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সকল সুবর্ণ প্রতিমার ভস্মাবশেষ লইয়া পূত পাবকশিখা গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল ; যেন বক্ষঃস্থলে সেই সকল সতীদিগকে বসাইয়া সতীত্বের অনন্ত পবিত্র নেত্রাস্নিগ্ধকর জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে করিতে অগ্নিদেব তাঁহাদিগকে সেই বিচারকর্ত্তা পুণ্যবৎসল ভগবানের নিকট লইয়া চলিলেন। অভিনয় শেষ হইল। রাজপুতগণের আর সে ভাব নাই। ভীষণ-প্রতিজ্ঞা-তেজঃ তাহাদিগকে নয়নাশ্রুতে প্রতিফলিত হইয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অশ্রু শুকাইল। একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া প্রচণ্ডবেগে রাজপুতগণ রণক্ষেত্রে ধাবিত হইল। এসকল দৃশ্য ভাবিতে আত্মা চরিতার্থ হয়, মন পবিত্র হয়, পাপে ঘৃণা জন্মে, সৎসাহসে শরীর উত্তেজিত হয়। সে দিন, সে তেজঃ আর নাই

সত্য, কিন্তু এখনও সতীত্বের মূল্য আর্য্যগণ জ্ঞাত আছে, এখনও সতীত্বের জন্য আর্য্যগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে জানে। আর্য্যনারী এখনও বোধ হয়, আপনার সেই অমূল্য ধন রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহে।

আর্য্যপুরুষ যেমন সতীত্বের মর্য্যাদা বুঝিতেন, আর্য্য-নারীও সেইরূপ সতীত্বরক্ষার অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। রাজপুত ললনাদিগের কথা বলিয়াছি। আমাদিগের মধ্যে যে সহ-মরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা বোধ হয় বলিতে হইবে না। সে সকল কথা কোন্ আর্য্য-নারী অনবগত আছে? সতী নারী জ্বলন্ত চিতায় বসিয়া মৃত পতির পা দু'খানি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমপ্রফুল্লবদনে হরিধ্বনি করিতেছেন, এ দৃশ্য মনে ভাবিলেও আমরা গৌরবান্বিত হই।

পবিত্রতাই সতীত্ব। কেবল পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিলেই যে সতীত্ব রক্ষা হয়, তাহা ভাবিও না। পাপ-বিষয় মনে ভাবিলেও সতীত্ব থাকে না। দুঃখের বিষয় যে সতীত্বের এক প্রকার সঙ্কীর্ণ অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যে অর্থে এ বিষয় সম্বন্ধে লিখিতেছি, তাহা কোন মতে ইহার প্রকৃত অর্থ নহে। কিন্তু এই অর্থ সম্যক্

বুঝিলে অন্যান্য অর্থ বুঝিবার আবশ্যকতা থাকে না। সে কার্য্য আপনি হইয়া পড়ে।

যে সতী, স্বামীই তাহার সর্ব্বস্ব। স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধর্ম্ম, স্বামী মোক্ষ। স্বামী ভিন্ন সে আর কিছুই জানে না, জানিতেও চাহে না। স্বামী তাহার নিকট দেবতা—স্বামী তাহার নিকট গুরু। স্বামী কুরূপ, গলৎকুষ্ঠবপু, সেই তাহার নিকট সুকুমার, তপ্তকাঞ্চন-কান্তি। স্বামী দরিদ্র, দীনহীন, অনাথ, সেই তাহার নিকট রাজরাজেশ্বর। স্বামী মূর্খ, বর্ণজ্ঞানহীন, সেই তাহার নিকট পণ্ডিতের চূড়া। স্বামীর ভিক্ষালব্ধ দিনান্তের শাকান্ন, তাহার ষোড়শোপচারের রাজভোগ। স্বামীর জীর্ণপত্রের ভগ্ন কুটীর, তাহার স্বর্ণ অট্টালিকা। স্বামীর সহবাসে বৃক্ষতলে তৃণরাশিও তাহার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা। দাক্ষায়ণী এই জন্যই আপনার অন্যান্য ভগিনীদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সেই শ্মশানবাসী ভিক্ষোপজীবী ভাঙ্গড় ভোলার সেবায় শরীরপাত করিতেন। হরের সেই উন্নত গাত্রে ভস্ম লেপন করিতে করিতে আপনাকে ভুলিয়া মোহিত হইয়া পড়িতেন। এই জন্যই জনকদুহিতা সেই রাজার অট্টালিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর সঙ্গে শ্বাপদসঙ্কুল

কণ্টকপরিপূর্ণ অরণ্যানীমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও আপনাকে সুখিনী মনে করিতেন; পত্রকুটীরে পত্রশয্যায় শুইয়া স্বামীর পার্শ্বে নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বর্গের সুখ-স্বপ্ন দেখিতেন। এই জন্যই বেহুলা-সুন্দরী রাজ্যেশ্বর পিতার সম্পদ্‌রাশি তুচ্ছ করিয়া, সেই শারীরিক সুখ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, সেই বাসরে মৃত স্বামীর গলিত দুর্গন্ধময় দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করিতেন না। পতির সেই পূতিগন্ধবিশিষ্ট দেহকে বক্ষে স্থাপন করিতে পারিলে, আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখিনী মনে করিতেন।

সরোজ! তুমি লক্ষহীরার গল্প জান? * এক ব্রাহ্মণ জন্মাবধি কুষ্ঠগ্রস্ত, গলিতশরীর, দুর্গন্ধে তাহার নিকট কাহারও যাইবার সাধ্য ছিল না। তাহার স্ত্রী বড় সাধ্বী। সে সেই স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাহারই সেবা শুশ্রূষায় দেহপাত করিত। ব্রাহ্মণের কিছুই ছিল না। সম্বলের মধ্যে একখানি পাতার কুঁড়ে। ব্রাহ্মণী প্রাতে উঠিয়া স্বামীকে স্নানাদি করাইয়া নিকটে এক

* সুরুচিপ্রিয়া পাঠিকাগণ আমাকে মাপ করিবেন। এই গল্পে একটু অশ্লীল-ভাব থাকিলেও আমার অভিমত এত উপদেশ ইহাতে আছে যে, আমি এই গল্পটি লিখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।—গ্রন্থকার।

বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে যাইত। সেই তাহাদিগের জীবিকা—তাহাদ্বারাই কষ্টে আপনাদিগের ভরণপোষণ চালাইত। এক দিন ব্রাহ্মণী স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল। গঙ্গার তীরে লক্ষহীরা নামে এক বেশ্যার একটি সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ী। লক্ষহীরা ছাদে দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতে ছিল, ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিতে পাইল। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ সে রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার আর কিছু ভাল লাগে না। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। নিজে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া স্বামীকে তাহার অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট কিছু গোপন করিতে পারিলেন না, অথবা গোপন করিবার আবশ্যকতাও বোধ করিলেন না। স্থির হইয়া সতী সেই সকল কথা শুনিয়া একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া একবার পতির দিকে চাহিল। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণী পতিকে আশ্বস্ত করিয়া ধীরে ধীরে লক্ষহীরার বাটীর দিকে চলিল। লক্ষহীরা কিরূপ লোক তাহা সে জানে। কিন্তু পতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার বলবতী ইচ্ছায় তাহার নিকট অসম্ভবও সম্ভব বোধ হইল, অকার্য্যও কার্য্য বোধ হইল। ধীরে

ধীরে সতীগণের আরাধ্যা পরমসতী লক্ষহীরার প্রাসাদ-দ্বারে উপস্থিত হইল। রক্ষকগণ ধীরে ধীরে পথ ছাড়িয়া দিল; কথাটি না বলিয়া ব্রাহ্মণী একেবারে লক্ষহীরার নিকট চলিল। লক্ষহীরা তখন অসংখ্য পরিচারিকা-পরিসেবিতা হইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার ত্যক্তাংশ একটি স্নুবর্ণপাত্রে পরিত্যাগ করিতেছিল। এমন সময়ে সেই শত-গ্রন্থিযুক্ত ছিন্নবস্ত্র পরিধানে দীন-নয়নে সেই ব্রাহ্মণী তথায় উপস্থিত হইল। দেখিয়া লক্ষহীরার, কি জানি কেন, অমন গর্ব্বিত চাহনিও নত হইয়া পড়িল; অভিমানিনী শয্যাত্যাগ করিয়া একে-বারে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে ছিন্ন বসনের মধ্য হইতে সতীত্বের যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল, লক্ষহীরা তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—"মা কে আপনি ?" ধীরে ধীরে কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণী সকল কথা লক্ষহীরাকে খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া লক্ষ-হীরা অবাক্ হইয়া পড়িল। বিনা বাক্যব্যয়ে সে ব্রাহ্ম-ণের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। পরি-চারিকাগণ বিস্মিত হইল। ব্রাহ্মণী তাহার নিকৃষ্ট বৃত্তির কথা ভুলিয়া মনে মনে লক্ষহীরাকে শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বাটী আসিয়া সতী স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া

আবার লক্ষহীরার নিকট আসিল। লক্ষহীরা বহুসম্মানে সেই ব্রাহ্মণকে স্বর্ণপালঙ্কে বসাইল। ব্রাহ্মণের আসিতে বড় শ্রমবোধ হইয়াছিল, তৃষ্ণা পাইয়াছিল; ব্রাহ্মণ একটু জল চাহিল। লক্ষহীরা বড় বুদ্ধিমতী, তৎক্ষণাৎ একটি সুবর্ণপাত্রে ও একটি মৃৎপাত্রে—দুই পাত্রে জল আনিয়া সম্মুখে রাখিল। ব্রাহ্মণ বলিল, "দুই পাত্রে কেন?" লক্ষহীরা উত্তর করিল "দুই পাত্রেই জল, যাহা আপনার ইচ্ছা হয় পান করুন।" ব্রাহ্মণ বলিল "সুবর্ণ পাত্রাপেক্ষা মৃৎপাত্রে জল অবশ্যই অধিক শীতল, উহাই দাও পান করি।" তখন লক্ষহীরা যোড়হস্তে বলিল, "ঠাকুর! আপনার এ জ্ঞান যখন আছে, তখন কেন এমন কাজে মতি হইল? মৃৎপাত্রে অমন সুশীতল জল থাকিতে কেন সুবর্ণপাত্র দেখিয়া মজিলেন? ইহাতে তো অমন প্রাণ-শীতলকর জল পাইবেন না।" ব্রাহ্মণের চক্ষু ফুটিল, অবাক্ হইয়া লক্ষহীরার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন লক্ষহীরা সেই ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল "মা, সতীনারীর এত মহিমা কে জানিত, মা! আমার জীবন আজ ধন্য হইল, আমি অনেক টাকা উপায় করিয়াছি, এ সকলই আজ আপনাকে দিয়া সার্থক হইলাম। পাপিনী বলিয়া

তখন লক্ষহীরা যোড়হস্তে বলিল, "ঠাকুর! আপনার এ জ্ঞান যখন আছে তখন কেন এমন কাজে মতি হইল ?" পৃঃ ১১৪

অবহেলা করিও না, তোমার ন্যায় রমণী জগতে মিলে না; আমি আজ হইতে তোমার দাসী হইলাম। সতী নারীর পদসেবা করিতে পাইলেও অনন্ত পাপ হইতে মোক্ষ হয়।”

সরোজ, দেখিলে, সতীত্ব কহাকে বলে! দেখিলে, সতীত্বের মাহাত্ম্য কেমন!

সতীত্বের তেজঃ অসামান্য। কারসাধ্য সেই তেজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়? কুচরিত্র লোকের ক্ষমতা নাই যে, তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে। ভীষণ অরণ্য-মধ্যে একলা ফেলিয়া, পরিধানের বসন অৰ্দ্ধ বিভক্ত করিয়া নল রাজা কোথায় গমন করিয়াছেন—অভাগিনী দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিল এ কি! নল কোথায়? চতুৰ্দ্দিকে কেবল ঘোর বন, চারি দিক্ যেন অনন্ত শূন্যময়তায় মিশাইয়া গিয়াছে; উচ্চৈঃ-স্বরে দময়ন্তী কাঁদিয়া উঠিল—নল কোথায়? কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিল না, কেবল প্রতিধ্বনি আরও ভীষণভাবে উত্তর দিল—“নল কোথায়।” সেই ঘোর বনে মনুষ্যের সাড়া নাই, সেখানে পাখী ডাকে না, পশু চরে না, দময়ন্তী সেইখানে—কোথায় সেই পিতার সোণার রাজপাট,—কোথায় সেই রাজপুরী—কোথায়

সেই দাসদাসীগণ—এ সকলের কোন বিষয়ে লক্ষ্য মাত্র নাই, একবারও সে সকল কথা মনে স্থান পাইতেছে না —কিন্তু সেই হৃদয়, সেই ঐশ্বর্য্যের সার, সেই সর্ব্বস্বধন কোথায় আজি! দময়ন্তী হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ আবার কি সর্ব্বনাশ! সেই ক্রন্দন শব্দের উত্তরে কে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। কালান্তকসম দুরন্ত ব্যাধ আসিয়া প্রণয়ভিক্ষা চাহিতেছে। দময়ন্তী নিঃশব্দে তাহার সেই সকল অশ্রাব্য কথা শুনিল, নিঃশব্দে চক্ষুর জলে মাটি ভিজিয়া গেল। ব্যাধ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তখন দময়ন্তী কাতরে তাহার করুণা ভিক্ষা করিলেন, কাতরে তাহার নিকট অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন, কিন্তু পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয় ভিজিল না, কিছুতেই সে বিচলিত হইল না। দুরাচার সতীদেহ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। তখন দময়ন্তী নিরুপায় দেখিয়া একবার স্থির হইয়া বসিল, একবার অনাথনাথকে কাতরে ডাকিল। দেখিতে দেখিতে সতীর বদনমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল, দেখিতে দেখিতে চক্ষুদ্বয় এক অনৈসর্গিক তেজে জ্বলিতে লাগিল। ব্যাধ, তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, শত হস্ত দূরে পলাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। সতী সেই অবমাননাকারীর প্রতি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলে, চক্ষু হইতে অনল

কণা ছুটিল, দেখিতে দেখিতে হতভাগ্য ব্যাধ ভস্ম হইয়া গেল। যে সতী নারী তাঁহার ভয় কি! ঈশ্বর তাঁহার সহায়, তাঁহার তেজের সমক্ষে দাঁড়াইবে সাধ্য কার?

সতীত্বের জয় অসাধারণ। সাবিত্রী বনমধ্যে সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া হাহাকার করিতেছেন। ওদিকে যমদূতেরা সতীর তেজঃ দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিয়া যমরাজকে সংবাদ দিয়াছে, স্বয়ং যমরাজ সত্যবান্‌কে লইতে আসিয়াছেন; কিন্তু সাধ্য কি, সতীর ক্রোড় হইতে তাঁহার স্বামীকে কাড়িয়া লয়েন। যম উপায়ান্তর না দেখিয়া অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিলেন। স্থির হইয়া সাবিত্রী সকল বুঝিলেন। তখন অনেক সাধ্য সাধনার পর কাঁদিতে কাঁদিতে পতিদেহ ত্যাগ করিলেন। যম সত্যবান্‌কে লইয়া চলিলেন। সতী নারী স্বামীকে বিদায় দিয়া কিরূপে গৃহে যাইবে? সাবিত্রী পিছু পিছু চলিলেন। যমরাজ পশ্চাতে চাহিবামাত্র সেই শোকময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। শরীর চমকিয়া উঠিল। বলিলেন, "সাবিত্রী, গৃহে যাও, কেন পশ্চাৎ আসিতেছ? মানুষ মরিলেই আমার অধিকার, সে নিয়মের কখনও অন্যথা হয় নাই, কখনও হইবে না, তুমি ঘরে যাও। যদি কিছু প্রার্থনা থাকে বল, তোমার স্বামীর জীবন ভিন্ন

সকলই দিব।" সাবিত্রীর শ্বশুর শাশুড়ী জন্মান্ধ ছিলেন, সাবিত্রী সেই শ্বশুর শাশুড়ীর চক্ষুদান প্রার্থনা করিলেন। যম তথাস্তু বলিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। বড় বেশী দূর যান নাই, আবার পিছনে সেই সাবিত্রী সজল নয়নে দৌড়াইতেছেন। যম বলিলেন, "আবার কেন? আর কি প্রার্থনা আছে?" সাবিত্রীর শ্বশুর রাজ্যহারা হইয়াছিলেন, সাবিত্রী করযোড়ে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির বর মাগিলেন। যমরাজ বরদান করিয়া অগ্রসর হইলেন। আবার বহুদূরে গিয়া দেখেন, সেই সাবিত্রী আবারও পশ্চাতে। যম বড় আকুল হইয়া পড়িলেন, সাবিত্রীর হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বলিলেন, "সাবিত্রী, এখনও ফের; তুমি যাহা চাহ, আমি দিতেছি।" সাবিত্রী বলিলেন, "প্রভো, যদি সেইরূপ আজ্ঞাই হয়, প্রার্থনা করি, যেন সত্যবানের ঔরসে আমার শতপুত্র জন্মে।" যমরাজ তখন মহা ব্যস্ত, পলাইতে পারিলে বাঁচেন, না ভাবিয়া, না চিন্তিয়া "তথাস্তু" বলিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আবার ফিরিয়া দেখেন, সাবিত্রী তেমনি পিছু পিছু আসিতেছেন। যম বলিলেন "তুমি এখনও আসিতেছ?" সাবিত্রী কহিলেন, "দেব, এ কেমন, সত্যবান্‌কে আপনি লইয়া চলিলেন, তবে কিরূপে তাঁহার

ঔরসে আমার শতপুত্র হইবে, কিরূপে আপনার বরদান সফল হইবে?" তখন যম ফাঁপরে পড়িলেন, তাঁহার চৈতন্য হইল, তিনি আহ্লাদে বলিলেন, "সাবিত্রী! তুমি ধন্যা। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি স্বামী লইয়া সুখে থাক। আজ হইতে তোমার নামে যে রমণী সাবিত্রীব্রত অনুষ্ঠান করিবে, সে কখনও বিধবা হইবে না। যাও মা গৃহে যাও, তোমার স্বামীর প্রাণদান দিলাম। আজ হইতে জানিলাম সতীত্বের জয় অনিবার্য্য।"

আরও একটী গল্প বলি। শুনিয়াছি, এটি সত্য কথা। এক গ্রামে বড় অতিথিপরায়ণ একটি ধার্ম্মিক বাস করিতেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, অতিথি তাঁহার নিকট যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, সাধ্য থাকিলে তাহা তিনি অতিথিকে প্রদান করিবেন। তিনি যেরূপ ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ পতিরতা ও পুণ্যবতী ছিলেন। একদিন একটি পাষণ্ড আসিয়া তাঁহার নিকট সেই রূপবতী সাধ্বী ভার্য্যার সহবাস প্রার্থনা করিল। অতিথিসেবক অতিথির অনুচিত আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন যাহা অতিথি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহা তাহার ক্ষমতায়ত্ত। এক-

দিকে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনের ভয়, অন্য দিকে ঘোর অধর্ম্মের ভয় তাঁহাকে একেবারে জড়সড় করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে তিনি বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। সাধ্বী রমণী পতির মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইল। সে সৌম্য মূর্ত্তি আজ বিষণ্ণ, সে সদা-হাস্যময় নেত্রযুগল আজ ম্লান। সতী একেবারে চমকিয়া উঠিল—জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। অনেক অনুনয়াদির পরে যখন স্বামী সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, সাধ্বী রমণীর ম্লান বদন হৃষ্ট হইল। তিনি ঈশ্বরের নাম লইয়া যেন বড় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন স্বামীকে বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে গিয়ে বল, তাঁহার এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে। আমি তাঁহার নিকট এখনি গমন করিব।" স্বামী স্বাধ্বীর হর্ষের কারণ বুঝিলেন; বুঝিলেন যে, স্বামীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবার ভরসায় সতীর এই আনন্দ হইয়াছে। তিনি অপ্রতিভ হইলেন। স্ত্রীর কথা শুনিতে চাহিলেন না। শেষে অনেক কথার পরে, তাঁহাকে অতিথির নিকট সেই কথা লইয়া যাইতে হইল। পাষণ্ড তখন দুই দিকেই হর্ষের কারণ দেখিয়া মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিতেছিল। এক দিকে তাহার অভিলাষপূর্ণজনিত

সুখের কল্পনা, অন্য দিকে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইলে অতিথি-সেবককে গালি দিয়া সন্তোষলাভের কল্পনা। নিঃস্বার্থ-ভাবেও অন্যকে অসুখী করিতে পারিলে, পাষণ্ডদের এক-রূপ আনন্দের বিকার জন্মে। এমন সময় অতিথিপরায়ণ সাধু সেই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন। অতিথি শুনিয়া কি ভাবিল, জানি না। ক্ষণ পরে যখন সেই যথার্থ রূপবতী সাধ্বী কামিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতিথি, তুমি কি চাও?" পাষণ্ড উত্তর করিল "কিছুই নহে।" হরি হরি! একি কথা! রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতিথি, তুমি কি প্রার্থনা কর?" এবার অতিথি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আর কিছুই নহে, একটি সূচী আর একটু সূত্র। রমণী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন অন্য কোন উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না, তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পরিচারিকা আসিয়া একটী সূচী আর কতটুকু সূত্র রাখিয়া গেল। অতিথি রাত্রে শয়নগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া রহিল। প্রভাতে অতিথিসেবক সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, অতিথি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় সূত্রদ্বারা চর্ম্মের সঙ্গে গাঁথিয়াছে। যখন সেই অতিথি-পরায়ণ দম্পতী অতিথিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি-লেন, অতিথি বলিলেন, "যে চক্ষু মোহিত হইয়া আমাকে

এরূপ কার্য্যে নিরত করিয়াছিল, তাহাকে আমি বন্ধ করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আজ আপনাদিগের পবিত্র সহবাসে আমার মোহ দূর হইয়া দিব্য জ্ঞান হইয়াছে।"

দেখিলে, সতী নারীর তেজ ও ক্ষমতা কত দূর! পাষণ্ড—ঘোর পাষণ্ড, যাহার ঐরূপ কদর্য্য পাপাকাঙ্ক্ষা করিতে একটুকুও লজ্জা বোধ হইল না, সাধ্বী স্ত্রীর তেজ দেখিয়া সে আর ও কথা মুখেও আনিতে পারিল না। সে প্রচণ্ড তেজ তাহার কুভাবরাশি তৃণবৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিল! এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে যে সুখের কল্পনা করিতে করিতে পাষণ্ড একেবারে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সুখের সামগ্রী সম্মুখে উপস্থিত—তাহার উৎকট অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু তাহার এমন সাহস হইল না, মুখ ফুটিয়া তাহাকে সেই কথা বলে। সে আলোক দেখিয়া পাপ গা ঢাকা দিয়া পলাইল। সতীত্বের এমনি তেজ বটে!

লিখিতে লিখিতে অনেকটা হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ইহাতে আমি অসন্তুষ্ট নহি। কাজের কথাই লিখিয়াছি। মনোযোগ করিয়া পড়িও। দৃষ্টান্তগুলির মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিও। শুদ্ধ গল্পতেই সন্তুষ্ট থাকিও না।

আমি ভাল আছি। বাড়ীর সংবাদ মঙ্গল। ২৫শে

তারিখ তোমাকে আনিবার দিন হইয়াছে। তোমার মঙ্গল লিখিও।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসৎ পতির চরিত্রসংশোধন।

[স্ত্রীর পত্র]

শ্যামনগর।

শ্রাবণ ২২শে, ১২৯৯।

প্রিয়তম,—হিসাব করিয়া দেখিলাম আজ একবৎসর হইয়াছে। আজ তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পালন করিবার দিন। কে জানে, কেমন একটা ভয় হইয়াছিল, বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতেছিল, কেমন করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিব; কেমন করিয়া পত্র লিখিব; হয়ত, কত বানান ভুল যাইবে, এক ভাব আর ভাবে দাঁড়াইবে। কিন্তু যখন মনে হইল, কাহার নিকট পত্র লিখিতেছি তখন সে সব বড় একটা মনে আসিল না। তোমার নিকট দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে লজ্জা কি? তোমার নিকট অজ্ঞানী নিরক্ষর বলিয়া

পরিচিত হইতে যদি সঙ্কোচ হয়, তবে তো চিরদিনই সেই কপটতা বহিয়া মরিতে হইবে। স্বামীকে যে আত্মপরিচয় দিতে অনিচ্ছুক, সে আবার কাহার নিকট আত্মপরিচয় দিবে?

তোমার "সতীত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধটী পড়িয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম। তুমি যে সকল চিরস্মরণীয়া রমণীগণের চিরস্মরণীয় কার্য্যের কথা লিখিয়াছ, তাহা পড়িলেও অন্তঃকরণ পবিত্র হয়। হায়! আমরা সেই নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিয়াছি। থাক্ স্বামী সেবা করা, আমরা নিজের সুখের জন্য তাঁহাদিগকে কত কষ্ট দিই, কত বিপদে ফেলি। নিজের সুখই আমাদিগের সর্ব্বস্ব, এমন মহামূল্য রত্নের মর্য্যাদা আমরা বুঝি না। ঈশ্বর আমাদিগকে এত অধঃপাতিত যে কেন করিলেন, বুঝি না। তোমার প্রস্তাবটি পড়িবার সময়ে আমার অনেক কথা মনে হইয়াছিল; আজ তাহা কিছুই মনে আসিতেছে না। আজ আর একটি কথা লিখিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যস্ত হইয়াছে। স্বামী সংসারশিক্ষায় স্ত্রীর গুরু—তুমি আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছ, আজ একটা উপদেশ চাহিতেছি, প্রার্থনা সফল কর।

তুমি বোধ হয় জান, মাঝের পাড়ায় আমার এক

'গঙ্গাজল' আছেন। আহা, তাহার স্বভাব কি চমৎকার —যেন মাটির মানুষ। শান্ত, সরল—মুখে কথাটি নাই, অথচ বুদ্ধিমতী। রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কাঁচা হলুদের রঙ্। কিন্তু তার অদৃষ্ট বড় মন্দ। তাহার স্বামী মাতাল, নেশাখোর, লম্পট, ক্রোধী। অত বিষয় সব উড়াইয়াছে; অমন যে রাজপুত্রের ন্যায় শরীর, একেবারে মাটি করিয়াছে। একবার সে আমার সইয়ের প্রতি ফিরিয়াও দেখে না, ঘরে এলো তো কেবল টাকা, টাকা। টাকা না পাইলেই মহা অনর্থ, দাঙ্গাহাঙ্গামা। লিখিতে কষ্ট হয়, পাষণ্ড নাকি কত দিন গঙ্গাজলকে ধরিয়া মারিয়াছে। গঙ্গাজলের আমার আর সে শরীর নাই—যেন কালী মূর্ত্তি, ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইয়াছে। এত দিন শ্বশুরবাড়ী ছিল। এখন তার বাপ সকল শুনিতে পাইয়া এখানে আনিয়াছেন; বলেন, সেখানে আর ইহজন্মে পাঠাইবেন না। কিন্তু গঙ্গাজলের ইচ্ছা সেখানে যায়; যাইয়া হাজার মন্দ হৌক, সেই স্বামীর ঘর করে। তাহার বাপ তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "আহা, মা, তুমি আর ওকথা মুখে আনিও না। মনে কর, যেন তুমি বিধবা হইয়াছ।" বাপের মুখে সেই কথা শুনিয়া অবধি সই আমার কেঁদে কেঁদে সারা হইল।

ভাল করিয়া খায় না, ঘুমায় না। মেয়ে মানুষের যদি স্বামী খারাপ হয়, তবে তাহার কি সুখ আছে বল? পিতাও আবার এই রকম। তুমি বলিবে—তুমি কেন, আমরাও বলি—পিতা অপেক্ষা পতির দিক্ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সতী পতির জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন শুনিলেন পিতা পতিকে সভামধ্যে নিন্দা করিতেছেন, সতীর প্রাণ পিতৃভক্তি অপেক্ষা পতিপ্রেম উচ্চতর জানিয়া কাতর হইয়া পড়িল। সেই সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পতিপ্রাণা, দক্ষরাজকে অভিসম্পাত করিলেন। জানি, এইরূপ সময়ে পিতৃভক্তি অপেক্ষা পতিপ্রেম সতী রমণীর কাছে মূল্যবান। স্বামী হাজার মন্দ হউন, স্ত্রীর কাছে তিনিই দেবতা। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ স্বামী মন্দ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়। আমরা তাই পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহার বাপের ইচ্ছায় হয় ভালই, না হয়, অনিচ্ছায়ও গঙ্গাজল শ্বশুরবাড়ী যাইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, কেমন করিয়া তাঁহাকে ভাল করা যায়? আমাদের দিগম্বরী দিদি বলেন "ঔষুধ কর। পুরুষ মানুষের অমন অনেক দোষ থাকে, একটি মন্ত্র তন্ত্র করিলেই সে সব শোধ্‌রাইয়া যায়।" আমি ইহা পূর্ব্বে কখনও শুনি-

নাই—বড় বেশী বিশ্বাসও হয় না। তুমি কলিকাতায় থাক—অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও দেখি, এ রোগের ঔষধ কি ? তুমিই বা কি বল লিখিবে। আমায় তো অনেক উপদেশ দিয়াছ ; এবার একটা ভাল উপদেশ দেও দেখি।

আমরা ভাল আছি। তুমি কেমন আছ, বিশেষ করিয়া লিখিও। এ পত্র যেন তোমার বাড়ীর ঠিকানায় যায়।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী।

[স্বামীর পত্র]

কলিকাতা।
শ্রাবণ ২৬, ১২৯৯।

প্রিয়তমে—তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। নিজের হাতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া যদি তাহার ফলভোগ করিয়া থাক তাহা হইলে আমার সুখের প্রকৃতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। আজ আমার যে কত আহ্লাদ, তাহা লিখিয়া তোমাকে কি জানাইব ? এই পত্রের প্রতি কথায়, প্রতি অক্ষরে, যেন তোমাকে

সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি; দেখিতে পাইতেছি যেন তুমি ব্রীড়াবিনম্রবদনে আমার কাছে তোমার সইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। সরোজ! দেখ দেখি লেখাপড়া জানার কত সুখ! সাধ করিয়া লোকে কেন এ সুখে বঞ্চিত থাকিতে চাহে, জানি না।

আহ্লাদের উপর আরও আহ্লাদ এই যে এই প্রথম পত্রেই তুমি কোন বাজে কথা না লিখিয়া একটা অবশ্য-জ্ঞাতব্য সৎপ্রসঙ্গের কথা লিখিয়াছ। মনে করিয়াছিলাম, তোমার পত্রের উত্তর কিছুদিন পরে দিব। কিন্তু বিষয়ের গুরুতা বুঝিয়া, অত বিলম্ব করিতে পারিলাম না।

তোমার সখীর স্বামীর নিকট থাকাই কর্ত্তব্য ইহা যে তাঁহার উচিত বোধ হইয়াছে, বড়ই সন্তোষের বিষয়। আমি তাঁহার স্বভাবের কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। এরূপ স্ত্রী আজকাল দুর্লভ। তাঁহার দুঃখে আমি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার পিতা রাগ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন কথাই নহে। তবে যে তাঁহাকে না বলিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার পরামর্শ দিয়াছ, তাহাও খুব ভাল হয় নাই। ভাল করিয়া তোমার সখীর মাতার কাছে বলিও, তিনি গঙ্গাজলের পিতার নিকট বলিবেন। সব গোল চুকিয়া যাইবে। অনর্থক

পিতাকে কষ্ট দেওয়া কি কর্ত্তব্য ? দক্ষরাজ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়াই সতী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। কিন্তু আবার দেখ, মহাদেব সতীসমক্ষে দক্ষ-রাজের নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন সতী তাহা অম্লানবদনে শুনেন নাই। সে তো যথার্থ নিন্দা! সতীর চিত্রে পিতৃ ভক্তি নাই যে বলে, সে, চিত্র সম্যক বুঝে নাই। থাক্ সে বিচারে কাজ নাই। যাহাতে তিনি ভাল হইতে পারেন, তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য। তুমি যে তন্ত্র মন্ত্রের কথা বলিয়াছ, সে সম্বন্ধে আমি একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তুমি তো কাশীদাসের মহাভারত পড়িয়াছ; মনে পড়ে কি, সত্যভামা একদিন দ্রৌপদীর নিকট কি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে দ্রৌপদীই বা কি বলিয়াছিলেন ? তিনি প্রকৃত স্বামী-বশীকরণের মন্ত্র জানিতেন—প্রকৃত স্বামী-বশীকরণের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। তুমি ঔষধের কথা বলিয়া আমাকে বড় শঙ্কান্বিত করিয়াছ। সাবধান, ভ্রমেও যেন এসব কুবুদ্ধি না জন্মে। আমি জানি অনেক স্থলে কুসংস্কারাপন্না বৃদ্ধাদিগের পরামর্শে এইরূপে অনেকে পতিরত্ন হারাইয়াছেন, অথবা পতিকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। মহাভারতে ইহা একটি প্রধান পাপ বলিয়া গণ্য।

পতির চরিত্র সংশোধন করিতে স্ত্রী যেরূপ পারে, আর কেহই তদ্রূপ পারে না। স্বামীকে অধঃপতনের সোপানে অবতরণ করিতে দেখিবামাত্র, স্ত্রীর খুব সাবধান হওয়া উচিত; আর এ সময়টি স্ত্রী যেরূপ বুঝিতে পারে, আর কেহই সেরূপ বুঝিতে পারে না। এই সময়ে যত দূর সাধ্য, স্বামীকে চক্ষে চক্ষে রাখিবে, তাঁহার মন গৃহের প্রতি বা অন্য কোন গুরু বিষয়ে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ ভাবে করিবে, যেন স্বামী তাহা টের না পান। এ অবস্থায় একটু শৈথিল্য ঘটিলেই সর্ব্বনাশ। কিন্তু সাবধানতার সময় যখন অতীত হইয়া যায়, যখন স্বামীর এরূপ অধঃপতন হয় যে, তাহা হইতে সহজে উঠিবার সাধ্য নাই, তখন আরও অধিকতর যত্নবতী হওয়া আবশ্যক। স্বামী মন্দ হইলে স্ত্রীর যত ক্ষতি, তত ক্ষতি আর কাহারও নহে। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ। অর্দ্ধাঙ্গ যখন দূষিত ও ক্ষত হইয়া পড়ে, অপরার্দ্ধের বেদনার পরিসীমা থাকে না। এ বিষয় তোমরা বেশ জান, অধিক লেখা বাহুল্য। এ রোগের প্রকৃত চিকিৎসক স্ত্রী।

রোগী যখন রোগে জর জর হইয়া পড়ে, তখন যদি চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাহার কি অবস্থা হয়, সহজেই বুঝিতে পার। স্বামীর এইরূপ

সময়ে স্ত্রী যদি পরিত্যাগ করে, তবে আর তাহার আশা থাকে না। স্ত্রীর ইহা বড় পরীক্ষার সময়। এ পরীক্ষায় যে সে উত্তীর্ণ হইতে পারে না; যে পারে সেই যথার্থ স্ত্রী। এ সময়ে ধৈর্য্য চাই, খুব অধ্যবসায় চাই। এই কালই স্বামীর প্রতি ভক্তি, প্রণয় সব দেখাইবার সময়। যতক্ষণ পারা যায়, তাহার নিকটে থাকিবে, সর্ব্বদা প্রিয় কথা কহিবে, সকল সময়ে তাহার মনোমত কার্য্যে শরীরপাত করিবে। তোমার অসন্তোষ যেন কোন কার্য্যে প্রকাশ না হইয়া পড়ে; মাঝে মাঝে সৎকথা কহিবে, কথাপ্রসঙ্গে সদুপদেশ দিবে। সাবধান কখন প্রকাশ্য উপদেষ্ট্রী হইও না। তাহা হইলে সে উপদেশ বৃথা হইবে, স্বামী বিরক্ত হইয়া কোন কথা শুনিবেন না। জানি অনেক স্থলে সেই পাশব অন্তঃকরণের নিকট এ সকল কিছুই স্থান পাইবে না। হয়ত সে বিরক্ত হইবে—উপহাস করিবে, কোমল পবিত্র অঙ্গে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু ক্ষতি নাই, তাহাতে হতাশ্বাস হইও না। তখন আরও দ্বিগুণভাবে মনে বল বাঁধিবে, দ্বিগুণবলে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এ সময় এক দণ্ডের জন্যও যদি অভিমানের আশ্রয় লইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হও, তাহা হইলে তোমার যে ক্ষতি হইবে

এ জীবনে আর তাহা পূরিবে না। শেষে সেজন্য অনুতাপ করিতে হইবে। সাবধান, ভ্রমেও একটি কটু কথা কহিও না, একবারও তিরস্কার করিতে উদ্যতা হইও না। অনেকে এই ভ্রমে পড়িয়াই আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারে। ঘরে তিরস্কৃত হইলে, তাহার ঘরে আসা পর্য্যন্তও বন্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে দিনান্তেও যদি একবার পরস্পর সাক্ষাৎ হইত, তাহাও হইবে না। সে সর্ব্বদাই বাহিরে বাহিরে থাকিবে। এতদিন পবিত্রতার সহবাসে পাপের যে একটু ভয় ও আত্মগ্লানি ছিল,তাহাও দূর হইয়া যাইবে। সে একেবারে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িবে। ইহা কেবল যে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে বলিতেছি তাহা নয়। মানবের স্বভাবই এইরূপ ভ্রাতৃবিরোধের সময় এইটি বড় সুন্দর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত মুখামুখি কোন কথা না হয়, সে পর্য্যন্ত কেহই পৃথক্ হইতে পারে না। যে দিন সে লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায়, সেই দিনই ঘর ঘর। আমি অনেক দুষ্কৃতকারীর কথা জানি, যাই তাহাদিগের পাপের কথা প্রকাশিত হইয়া যায়, যাই গুরুজন কর্ত্তৃক সে তৎসম্বন্ধে তিরস্কৃত হয়, অনেক স্থলে সেই, সে একটি ভয়ানক মানুষ হইয়া পড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির গুণে সে আবার সৎ হইতে ইচ্ছুক না হয়, সাধ্য নাই,

অন্য কেহ তাহাকে সৎ পথে লইয়া আসে। কিন্তু ধন্য ভগবানের দয়া! ইহারাও শেষে আবার সৎ হইয়া উঠিতে পারে। জোর করিয়া না নিলে, মানবস্বভাব যেমন প্রায়ই ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিতে চাহে না, তেমনি আবার অতি-ক্রম করিলেও সদা জোর প্রকাশ না করিলে সে মন পূর্ব্বপথে আসিয়া পড়িবে। যদি মধ্যে মধ্যে বিপরীত দিকে শক্তি প্রকাশ হয়, তবে স্বভাবের নিজ শক্তিও সেই শক্তি একত্র হইয়া ঐ শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিলেও করিতে পারে। তাই বলিতেছি, কখনও তিরস্কার না করিয়া কথাপ্রসঙ্গে সদুপদেশ দিবে। মধ্যে মধ্যে সাধুতার, পবিত্রতার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল ভাবে দেখাইবে। এক দিন, দুইদিন, তিন দিন পরেই বোধ হয় তাহার মন টলিবে। পবিত্রতার উজ্জ্বলালোকে পাপের কদর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার আন্তরিক ঘৃণা ও গ্লানি জন্মিবে। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

স্বীকার করি, এরূপ পাষণ্ডও আছে, অবিরত দুষ্কর্ম্ম করিয়া যাহার মন প্রস্তরবৎ এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন প্রকার স্নেহচিহ্নই তাহাতে অঙ্কিত হয় না— কোন কথাতেই হৃদয়ে দাগ বসে না; কিন্তু ইহাও একেবারে অসাধ্য রোগ নহে, ইহাও আরাম হইতে

দেখিয়াছি। দেখিয়াছি সতী স্ত্রী গোপনে নীরবে কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়াই এ পাষাণ কোমল করিয়াছে। দেখিয়াছি স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতার আলোক দেখিয়াই সতী স্ত্রী জ্ঞানান্ধ স্বামীকে সৎপথে আনিয়াছে। ইহা অসাধ্য নয়, ইহা অসম্ভব নয়। এক দিনে না হয়, এক মাসে, না হয়, এক বৎসরে—না হয় পাঁচ বৎসরে, অভীষ্ট ফলিবেই ফলিবে। যাহার স্ত্রী পবিত্রা, সে কয়দিন অপবিত্র থাকিতে পারে?

অসৎ পতির চরিত্রসংশোধন করিতে স্ত্রীর অসাধারণ ধৈর্য্য চাই, অসাধারণ অধ্যবসায় চাই। এ হৃদয়ের বল সকলের সহজে হয় না। তন্নিমিত্ত প্রার্থনা আবশ্যক। যিনি দুঃখীর সহায়, দুর্ব্বলের বল, অনাথের বন্ধু, তাঁহার নিকট হৃদয়ের বল প্রার্থনা করিবে। তিনি দয়াময়, দুঃখীর প্রতি দয়া করিবেন।

লিখিতে লিখিতে অনেকটা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতেও মন তৃপ্ত হইল না—আরও লিখিব ভাবিয়াছি। কি জানি, যদি কোন দিন অজ্ঞানমোহে মত্ত হইয়া কুপথে যাইয়া পড়ি, তুমি সংশোধন করিতে পারিবে; আপনার বৈতরণী আপনি করিলে ভাল হয় না কি? যাহা হউক, এ পত্রে অধিক না লিখিয়া

অন্য পত্রের জন্য তাহা রাখিয়া দিলাম। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইয়া দিব। তুমি ইতিমধ্যে তোমার দাদার নিকট হইতে “বিষবৃক্ষ” “কৃষ্ণকান্তের উইল,” “জামাই বারিক” ও “লীলাবতী” খানি পড়িয়া লইলে ভাল হয়।

আমি ভাল আছি। বাড়ীর খবর লিখিও। আবার কবে পত্র পাইব? তোমার সইয়ের জন্য বড় উৎকণ্ঠিত রহিলাম। শীঘ্র তাহার সংবাদ লিখিও। ভাল কথা, আর একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমার পত্রের ভাষা সুন্দর হইয়াছে। হৃদয়ের ভাষা ঐরূপই হয় বটে তবে বানান কতকগুলি ভুল হইয়াছে, সংশোধন করিতে চেষ্টা করিও। যখন যেটিতে সন্দেহ হইবে, অভিধান দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লিখিও। আরও দুইটি দোষ হইয়াছে। দোষের কথা লিখি বলিয়া কিছু মনে করিও না। এখনও সংশোধনেয় উপায় আছে বলিয়াই উহা লিখিতেছি। তোমার অক্ষরগুলি সমান নহে। একটি বড় ও একটি ছোট হইয়া পড়িয়াছে। মাত্রাও ঠিক সমান হয় নাই, সুতরাং পংক্তি বাঁকিয়া গিয়াছে। কাগজ বেশ করিয়া ভাঁজিয়া একটু ধরিয়া লিখিও, সারিয়া যাইবে ইতি।

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবিশ্বাস-অভিমান।

[স্ত্রীর পত্র]

রামনগর।

ভাদ্র ৫ই, ১২৯১।

প্রিয়তম—তোমার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। গঙ্গাজল তোমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছে, লেখা যায় না। সে তোমার কথামতেই কাজ করিতে পতিগৃহে গমন করিল—আশীর্ব্বাদ কর, তাহার স্বামী শীঘ্রই ভাল হউক।

এবার আবার আর একটী কথা লইয়া আসিয়াছি। সে দিন ওপাড়ার কুমুদিনীর কাছে একখানি ভয়ানক পত্র আসিয়াছে। জানইত কুমুদিনী তাহার স্বামীকে কত ভালবাসে। এমন ভালবাসা আর দেখা যায় না। স্বামী যেখানে থাকে, সেখান হইতে সেই চিঠিখানি

আসিয়াছে। তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহা সব লেখা যায় না। কুমুদিনী চিঠি দেখিয়াই অভিমান করিয়া বসিয়াছে। স্বামীর কাছে আর পত্র লিখিবে না। সে বলে যে, যে স্বামী পরদারনিরত, তাহার নিকট পত্র লেখাতে পাপ আছে। আমি তাহাকে গঙ্গাজলসম্বন্ধীয় সকল কথা বলিলাম, সে আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বলিল যে, পুরুষে ঐ রকমই বলে বটে। বল দেখি এর উপায় কি ? পত্রের উত্তর সত্বর চাই, নচেৎ একটা প্রতুল ঘটিবে।

বাড়ীর সকলে ভাল আছেন। তোমার মঙ্গল লিখিও।

অনুগতা

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী।

[স্বামীর পত্র]

কলিকাতা।

ভাদ্র ১২ই, ১২৯১।

প্রিয়তমে !—তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। যে বিষয় লিখিয়াছ, এসম্বন্ধে কিছু লিখিবার

ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই আমার ছিল। দ্বিতীয় পত্রে ইহার কিঞ্চিৎ আভাসও দিয়াছিলাম। অবকাশ না থাকাতে এতদিন সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই, অদ্য তাহা পূর্ণ করিতে যাইতেছি।

কুমুদিনীর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি তাঁহার স্বামীকে অত অবিশ্বাস করিয়া ভাল করেন নাই। শুদ্ধ একখানি পত্রের উপর নির্ভর করিয়া এতটা করা কি ভাল? স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে চলে না। অবিশ্বাস শান্তির বিরোধী—প্রণয়ের শত্রু। যদি দম্পতীর মধ্যে একের অন্যের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে, গৃহ অশান্তিময় হইয়া উঠে, প্রেমবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। ইহার শত সহস্র দৃষ্টান্ত আমি প্রকৃত ঘটনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে লিখিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা অনুচিত বলিয়া আমাকে নভেলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। সেই ভাল; ইহার একটি দৃষ্টান্ত উহার শত সহস্র দৃষ্টান্তের কাজ দেখাইবে।

পূর্ব্বপত্রে তোমাকে "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়িতে বলিয়াছিলাম; বোধ হয় পড়িয়াছ। দেখিয়াছ—ভ্রমর বালিকা, বয়স সপ্তদশ বর্ষমাত্র। কিন্তু এই বয়সেই সে স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, ভালবাসিতে শিখি-

য়াছে। সে যে কি প্রকার ভালবাসা, তাহা ভ্রমেরর কথা গুলিই বলিয়া দিতে পারে, আর কিছুতেই তাহা ব্যক্ত হয় না। স্বামীর প্রতি তাহার ভক্তিও যেরূপ অচলা বিশ্বাসও সেইরূপ সুদৃঢ়া, ফলতঃ বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি সম্ভবে না। যখন রোহিণীর কথা লইয়া পাড়ার মধ্যে একটা গোল পড়িয়া গেল, যখন ক্ষীরি চাকরাণী আসিয়া ভ্রমরকে সেই কথা শুনাইয়া দিল, ভ্রমর তখন কি করিয়াছিল, মনে আছে? ভ্রমর তোমার কুমুদিনীর মত সেই কথা শুনিয়াই মুখ ফুলাইয়া বসিয়া থাকেন নাই—সে কথা বিশ্বাস করেন নাই। তাহার পর ক্ষীরী যখন বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, বলিল "আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তুমি পাঁচীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।" ভ্রমর ক্রোধে, দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। এই ক্রোধের, এই দুঃখের যে কত গভীর অর্থ, তাহা বলা যায় না। সে ক্রোধে কি বলিয়াছিল? বলিয়াছিল—"কি এত বড় সাহস! আমার সম্মুখে আমার স্বামীর নিন্দা! আমার হৃদয়ে, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা!" সে দুঃখে যেন প্রকাশ করিল "হায়! কেন লোকে আমার স্বামীকে নিন্দা করে? সে অকলঙ্ক চরিত্রে কেন কলঙ্ক আরোপিত হয়?" অভিমানিনী ক্রোধভরে ক্ষীরীকে

বলিয়া উঠিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই কর্‌গে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো, পাজি, যে আমার স্বামীর কথা পাঁচী চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।" এই বলিয়া ক্ষীরিকে বিদায় দিয়া ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে যুক্তকরে মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে।" তাহার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন—স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই, অবিশ্বাস হয় না। দেখিলে অন্তঃকরণ কাহাকে বলে? সতীনারীর এইরূপ হৃদয় বটে। হায়! এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে প্রণয় থাকে না, শান্তি থাকে না। যে কারণেই হউক গোবিন্দলালের চরিত্র সম্বন্ধে যখন একটু সন্দেহ জন্মিল, তখন ভ্রমর গোবিন্দলালের ন্যায় অধঃপাতে গেল। দিন দিন তিল তিল করিয়া এ যাতনা তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল; তাহার

মর্ম্মস্থান ভস্ম হইয়া গেল, জীবন দুর্ভারবহ হইয়া পড়িল। ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "সন্দেহভঞ্জন, হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই, আজ আমার সন্দেহ ভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? ফিরিয়া আসিয়া, প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।" ইহার প্রত্যেক কথায়, প্রতি অক্ষরে, ভ্রমরের সেই অবিশ্বাস-সন্তাপিত হৃদয় দেখাইয়া দিতেছে। এ কি সামান্য যাতনা। এই অবিশ্বাসের জন্য ভ্রমর দায়ী কি না, সে কথা আমি এখন বলিতেছি না, এখন কেবল তোমাকে দেখাইলাম যে অবিশ্বাসের যাতনা কত! অবিশ্বাসের পর যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা ঘটিল। ভ্রমরের মনে অভিমান জন্মিল। ভ্রমর গোবিন্দলালের নিকট অভিমান প্রকাশ করিয়া নির্ম্মলহৃদয়ে যেরূপ ভাবে পত্র লিখিল, তাহা আশ্চর্য্যজনক।

গোবিন্দলাল তাহা ভ্রমরের লেখা বলিয়া সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। দশটা না দেখিলে, অভিমানের প্রতাপ না জানিলে আমরাও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। গোবিন্দলালের মনেও অভিমান জন্মিল। বিষবৃক্ষ রোপিত হইল, ইহার ফল যে কি হইল, তাহা দেখিতেই পাইয়াছ। গোবিন্দলাল প্রথমে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন নাই এবং আমাদিগের বিশ্বাস এরূপ না ঘটিলে, কখন হইতে পারিতেন না। ভ্রমর যাহাই থাকুন, আমি তাঁহাকে বুদ্ধিমতী বলিতে পারি না। তাঁহার জন্য চক্ষে জল আইসে সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্র সম্যক্ অনুকরণ করিতে বলিতে পারি না। ভ্রমর স্বামীকে বিশ্বাসের উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; সে বিশ্বাসের প্রশংসা কি? সে বিশ্বাসের প্রশংসা গোবিন্দলালের, ভ্রমরের নহে। গোবিন্দলালের সচ্চরিত্রই সে জন্য প্রশংসার্হ। দুই একটি সাধারণ কথায় দুই একটি সাধারণ ঘটনায়, সে বিশ্বাস বিচলিত হইয়া গেল। এরূপ বিশ্বাস টেকেও না। তার পর অভিমান। ভ্রমর যদি অভিমান না করিতেন, তবে বুঝি এরূপটা ঘটিয়া উঠিত না। সত্য বটে যখন গোবিন্দলালের চরিত্রে ভ্রমরের প্রথম অবিশ্বাস জন্মিল, তখন কুসুমে কীট প্রবেশ করিল, পরিষ্কার

আকাশে একখানি মেঘ আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু যদি ভ্রমরের এ অভিমানটি না জন্মিত, তবে বুঝি অমন করিয়া সে হৃদয় ছারখার হইত না, ও মেঘ বুঝি এরূপ বাত্যা আনয়ন করিতে পারিত না।

আজ কাল ঘরে ঘরে দম্পতীগণের মধ্যে অবিশ্বাস ও অভিমানের যেরূপ ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহাতে শুভক্ষণে বঙ্কিম বাবুর এই নভেল খানি বাহির হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রণয়ের এরূপ শত্রু তো আর নাই—অশান্তির এরূপ কারণ তো আর নাই। এরূপ রমণী এখন কে আছে যে স্বামী অসচ্চরিত্র হইলেও তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া তাহার অভীষ্টসাধনের সহায় হইবে? এরূপ রমণী এখন নাই; থাকা উচিত কি না, তাহাও আমি বলি না। আমি বলি কি, যদি স্বামী অসচ্চরিত্রও হয়েন, তাঁহার উপর স্ত্রীর অভিমান খাটে না। এ অভিমানে চিরদিনের জন্য তাহাকে স্বামিস্নেহ হইতে দূরে রাখে। আর স্ত্রীর প্রতি প্রকৃত স্নেহ না জন্মিলে, তাহার অসন্তোষে স্বামীর মনে কষ্ট না হইলে, এ গতি ফেরেও না। আর অবিশ্বাস,—অবিশ্বাসে সচ্চরিত্রকেও অসচ্চরিত্র করিয়া ফেলে। অবশ্য যাহাকে প্রকৃত সচ্চরিত্র বলা যায়, সে কখনও এসব কারণে

অসচ্চরিত্র হইতে পারে না। কিন্তু সেরূপ চরিত্রশালী কয় জন? আমরা সাধারণতঃ যাহাদিগকে চরিত্রশালী বলি, তাহাদের অনেকেই বাধ্য হইয়া সচ্চরিত্র, প্রলোভনের সম্মুখে না থাকিয়াই সচ্চরিত্র, ঘটনাধীন সচ্চরিত্র, খ্যাতিলাভকামনাতেই সচ্চরিত্র। সেইরূপ সচ্চরিত্র লোকের স্বভাবে যখন কলঙ্ক রটনা হয়, তখন তাহারা প্রায়ই কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। তুমি বলিবে যে, এরূপ বাধ্য করিয়া সচ্চরিত্র রাখায় ফল কি? ফল আছে। শুদ্ধ মনের দোষ সংশোধনের যেরূপ সম্ভাবনা আছে—কার্য্যের দোষের সেরূপ সম্ভাবনা নাই। আর মনের দোষে সমাজের বড় একটা বেশী ক্ষতি হয় না। কার্য্যেই সমাজের ক্ষতি। মানসিক অসচ্চরিত্র হইয়াও যদি কেহ কার্য্যতঃ সচ্চরিত্র থাকে, তবে তৎকর্ত্তৃক সমাজের বেশী অনিষ্ট হয় না। আর ক্রমে তাহার অসৎকার্য্যের প্রতি স্বতঃই ঘৃণা জন্মিতে পারে। যাক্ এ সব কথায় এখন কাজ নাই।

তুমি আমার কথামত "বিষবৃক্ষ"ও বোধ হয় পড়িয়া থাকিবে। রমণীরত্ন কমলমণি সূর্য্যমুখীর পত্রের উত্তরে কি লিখিয়াছেন, মনে আছে? কমলমণি লিখিয়াছেন,—"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও

না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।” বাস্তবিক কমলমণি,‘তর্কসিদ্ধান্ত’ খ্যাতি পাইবার যোগ্যা। স্ত্রীলোক হইলে আমিও তাহার মত লিখিতাম, স্বামীর প্রতি যখন স্ত্রীর অবিশ্বাস হইবে, তখন তাহার মরাই মঙ্গল। তোমার কুমুদিদিকে এসকল কথা বুঝাইয়া বলিও। এই পত্রখানিও দেখাইতে পার। আমার এ লেখা হয় ত তিনি বুঝিবেন।

পূর্ব্বপত্রে অসৎ পতির চরিত্র সংশোধন সম্বন্ধে আরও লিখিব বলিয়াছিলাম। এবার সে সময় হইয়া উঠিল না। তুমি “লীলাবতী” হইতে সারদাসুন্দরীর চরিত্র বেশ করিয়া পড়িয়া তোমার সইকে বলিও। কিরূপে হেমচাঁদের ন্যায় স্বামী, নদেরচাঁদের ন্যায় বন্ধুগণের সংসর্গে থাকিলেও সারদার ন্যায় পত্নীকর্ত্তৃক সংশোধিত হইতে পারে, তিনি সবিশেষ জানিতে পারিবেন। আর তাঁহাকে বলিও স্বামীকে কোনও অবস্থায় ঘৃণা করিতে নাই। অনেকে দরিদ্র-সন্তান বলিয়া স্বামীকে যে ঘৃণা করেন,ইহা যে কতদূর অন্যায্য তাহা “জামাই বারিক”এর কামিনী বলিয়া দিবে। স্ত্রীর ধনে আর স্বামীর ধনে প্রভেদ কি? স্ত্রী ধনশালিনী হইলে স্বামী দরিদ্র কিরূপে হয়, তাহা আমি সম্যক বুঝি

না। যখন উইলিয়ম ও তাঁহার পত্নী—ইংলণ্ডের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী মেরী মহাসভা কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে আনীতা হয়েন, উইলিয়ম সগর্ব্বে বলিলেন, তিনি রাজা উপাধি না পাইলে কখনও সন্তুষ্ট হইবেন না। বার্ণেট আসিয়া এই কথা মেরীকে জানাইল—মেরী বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই, স্ত্রীর ধর্ম্ম। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আজ্ঞাকারী ও সেবিকা সম্বন্ধ যে কখনও অন্য সম্বন্ধে পরিণত হইতে পারে, তাহা তিনি একদিনের জন্যেও ভাবেন নাই। তাই পতিব্রতা মেরী উইলিয়মের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামীকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। বার্ণেট মেরীকে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে বলিলেন, কারণ একবার তিনি যাহা বলিবেন, সহজে তাহা ফিরিবে না। মেরী উত্তর করিলেন, "আমার অধিক বিবেচনার আবশ্যকতা নাই। আমি যুবরাজকে আমার ভক্তির চিহ্ন দেখাইতে যে একটি সুযোগ পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট। তাঁহাকে গিয়া আমার এসব কথা বল, এবং তাঁহাকে এইখানে লইয়া আইস, আমি নিজ মুখেই এই সকল কথা তাঁহাকে বলিব।" যখন উইলিয়ম মেরীর সম্মুখে আসিলেন, মেরী বলিলেন, "গত

কল্যের পূর্ব্বে আমি জানিতাম না যে, ঈশ্বরের বিধি ও ইংলণ্ডের আইনে কোন প্রভেদ আছে। আমি এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোমার উপরই শাসনের ভার থাকিবে। প্রতিদানস্বরূপ আমি ইহাই প্রার্থনা করি যে, আমি যেরূপ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যের নিয়মগুলি পালন করিব, তুমিও সেইরূপ স্ত্রীকে ভালবাসিবে।” ইহা অপেক্ষা স্বামীভক্তির নিদর্শন আর কি হইতে পারে? যেখানে স্ত্রীর স্বামী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার রীতি রহিয়াছে, যে দেশে স্বামীকে রাজ্যচ্যুত করিতেও দেখা গিয়াছে, সেইখানে যদি স্ত্রী স্বামীকে এইরূপ কথা বলিতে পারিল, তবে এই সতীধাম আর্য্যদেশে, পতিগতা রমনীগণের নিবাসস্থল ভারতভূমে,যেখানে স্ত্রীর জীবন ও পতির জীবন চিরদিন অস্বতন্ত্র, যেখানে পতিপূজা ভিন্ন স্ত্রীর অন্য ধর্ম্ম নাই এই শাস্ত্র, সেখানে যে অন্যরূপ ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমি বুঝি না।

পত্রখানি কিছু বড় হইয়া উঠিল। দুইটি কথা লিখিয়া এখন উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রথম কথা এই—তোমার কুমুদিদিকে বুঝাইয়া বলিও যে, সুখী পরিবারের অনেক শত্রু। পরের সুখ অনেকেরই অসহ্য। ভ্রমরের প্রতিবেশিনীর মত অনেকেরই প্রতিবেশিনী

আছে। আর একটি কথা এই, যদিও তাঁহার স্বামী কুপথে যাইয়া থাকেন, তাঁহার রাগ করা ভাল নহে। গঙ্গাজল যেরূপ করিয়াছে, তাঁহারও ঠিক সেইরূপ করা কর্ত্তব্য।

আমি ভাল আছি। সোমবারে তোমার সহিত মিলিত হইব ইচ্ছা করিয়াছি। ইতিমধ্যে তোমার আর পত্র লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবাহ।

স্বামী। কেমন আছ? চিঠিপত্র সব নিয়মিত সময়ে পেয়ে ছিলে তো? তোমার গঙ্গাজল আর কুমুদিদির মঙ্গল? তাঁহারা কিরূপ ভাবে আছেন? কথা কওনা যে?

স্ত্রী। অনেক দিনের পর দেখা হইলে শরীর ও মন উভয়েই যেন কি একটা গোলমাল করিয়া উঠে। শরীর যেন অবশ হয়, মন যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। আমরা সব ভাল আছি। তুমি কেমন ছিলে? চিঠিপত্র যাহা লিখিয়াছ তাহা নিয়মিত সময়েই পাইয়াছি। তবে বড় একটা বেশী চিঠি কি লিখিয়াছ যে তাহা পাইতে গোল হইবে? গঙ্গাজল আর কুমুদিদি ভাল আছে। তাহারা উভয়েই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

স্বামী। আমি এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি

না। তাহাদিগের বিবরণ সবিস্তারিত শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়।

স্ত্রী। তবে বলিতেছি শুন। সই তোমার চিঠি পাইয়াই তাহার পতিগৃহে গমন করিল। তাহার স্বামী তখন বাড়ী ছিলেন না, বাড়ী আসিয়াই তিনি আমার সইকে গালি দিতে লাগিলেন, পিত্রালয়ে যাইতে বলিলেন। সই আমার কেবল কাঁদিতে লাগিল—একটি কথাও বলিল না। কথার উত্তর না পাইয়া তাহার স্বামী অল্পেই থামিলেন। সেদিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। তারপর দিন হইতে তোমার কথামত আচরণে যেন তাঁহার মন একটু নরম হইল। একদিন বাবুর হাতে টাকা নাই; কি করেন? অনেক খোঁজ করিয়াও যখন টাকা পাইলেন না, বাটীর ভিতর বিমর্ষচিত্তে বসিয়া রহিলেন। বুঝি সেই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা মনে হইল। বর্ত্তমান অবস্থা ও পূর্ব্বাবস্থার প্রভেদ ইতিপূর্ব্বেও তিনি খানিকটা টের পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন মনের আবেগে তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন চারিদিক্‌টা দেখিয়া সে আবেগও প্রশমিত হইয়াছে, আর সখীর প্রতি বোধ হয় একটু স্নেহও জন্মিয়াছে। তুমি ঠিক লিখিয়াছিলে, স্ত্রীর প্রতি স্নেহ জন্মিলে এ সময়ে অনেকটা উপকার হয়। এরূপ

সময়ে সই তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ঘটনা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তাহার হাতে দু'গাছা বালা ছিল, সই তাহাই খুলিয়া দিল। একমাত্র অবশিষ্ট বলিয়া ঐ আভরণটি এত দিন বাবুর নজরে পড়ে নাই; অনেক দিনের পরে বাবুর চক্ষে জল আসিল। বাবু সে দিনটা কাঁদিয়া কাটাইলেন, তারপর হইতে তিনি আর অন্যায্য কার্য্য করেন না—সইকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ভালবাসেন।

স্বামী। এইরূপই ঘটিয়া থাকে বটে। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানুষের সাধুতাই প্রকৃতি —অসাধুতা বিকৃতি মাত্র। লোকে যে কুকার্য্য করে, সে কতটা জোর করিয়া; কতকগুলি উদ্ধত ইন্দ্রিয়ের বলে শান্ত হৃদয়কে পরাস্ত করিয়া। ঘটনাধীন সে বল ক্ষীণ হইয়া গেলে, ইন্দ্রিয়গণ শান্তভাব ধারণ করিলে, হৃদয় আবার অনুতাপের সাহায্যে প্রবল হইয়া উঠে। তখন এমনি হইয়া পড়ে যে পূর্ব্বে সে যত সাধু ছিল, এক্ষণ তদপেক্ষা দ্বিগুণতর সচ্চরিত্র হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই—পূর্ব্বে সে সৎ থাকিলেও তাহাকে প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। সে সংগ্রামে ইন্দ্রিয়গণ তাহার সর্ব্বদা বিরুদ্ধাচরণ করিত, সুতরাং

তাহাকে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। কখনও বা প্রলোভনের দূরে থাকিয়া সাধুতা রক্ষা করিতে হইত, কখনও বা সামান্য সংসারজ্ঞান বা সুখ্যাতির ইচ্ছা দ্বারা ইহাকে পরাস্ত করিতে হইত। কিন্তু ভোগ সমাপ্তি হইলে, সে যখন পুনরায় সৎ হয়, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের উপভোগ্য সুখরাশির অসারতা বুঝিতে পারিয়া আর কখন তাহার হৃদয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, সুতরাং সে বিনাক্লেশে প্রলোভনের আকর্ষণী শক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্ব প্রকারের সাধুদিগের অধঃপতিত হইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। তবে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রকৃত সাধুতা শিখিবার জন্য যে, আমাদিগের প্রলোভনের সাম্‌নে পড়িয়া যুঝিতে হইবে, তাহা নহে। আমাদিগের মত দুর্ব্বল লোকের প্রলোভন হইতে দূরে থাকা ভাল। যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি যাহাই করুন, আমরা ইন্দ্রিয়সেবক, আমাদিগের অতটা হইয়া উঠিবে না। বিষপান অভ্যাস করিয়া অমর হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

স্বামী। তারপর তোমার কুমুদিদির কি হইল?

স্ত্রী। কুমুদিদিরও তোমার পত্র পাইয়া একটু জ্ঞান হইল। সে সেই পত্রখানি তাহার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। এখন জানা গিয়াছে সব মিথ্যা কথা;

তাহার স্বামীর এক কপট বন্ধু শত্রু হইয়া এইরূপ করিয়াছে।

স্বামী। আমার তাহাই সন্দেহ হইয়াছিল। পৃথিবীতে অমন নরাধমও থাকে! এখন এসকল কথা থাক্; পারিতো আর এক দিন বলিব। আমায় কাল ওপাড়ায় যেতে হবে।

স্ত্রী। কেন?

স্বামী। শশী বাবুর জন্য একটি পাত্রী খুঁজিতে।

স্ত্রী। সে কি তার জন্য তুমি যে? এ কাজ কি প্রতিনিধিতে চলে?

স্বামী। এ আবার কোন্ কথা! এ কি তাহার কার্য্য যে সে না করিতে পারিলে, একজন প্রতিনিধি বরণ করিতে হইবে?

স্ত্রী। তাহার কার্য্য নয়, তবে কাহার কার্য্য? তোমার?

স্বামী। হাঁ। বিবাহ তাহার কার্য্য বটে, কিন্তু মেয়ে দেখা আমাদেরই কার্য্য।

স্ত্রী। যদি তোমার পছন্দে আর তাঁহার পছন্দে না মিলে?

স্বামী। কেন মিলিবে না? আমরা কি সৎপাত্রী চিনি না?

স্ত্রী। চেন বই কি; তবে যদি তাঁহার তাহাকে মনে না ধরে, ভালবাসিতে ইচ্ছা না হয়? শুনিয়াছি সকলের সঙ্গে সকলের ভালবাসা জন্মে না।

স্বামী। মিথ্যা কথা, সরোজ! কর্ত্তব্যপরায়ণ দম্পাতী মধ্যে ভালবাসা আপনিই হইয়া থাকে—ইহার কারণ তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

স্ত্রী। তা বটে। কিন্তু এখনকার দিনে তো এরূপ কথা শুনিতে পাই না। সকলে বলে যে, বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আবশ্যক। তাহা না হইলে প্রকৃত বিবাহ হয় না। কেহ কাহারও মন না জানিতে পারিলে ভয়ানক অনৈক্য হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

স্বামী। আমার মত কি শুনিবে? আমি বলি যে এ সকল বড় খারাপ প্রথা। আমাদিগের ভালবাসা সম্বন্ধে দুই প্রকার মোহ আছে; রূপের মোহ ও গুণের মোহ। রূপের মোহ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু অতি অল্প সময়ই স্থায়ী থাকে; আর গুণের মোহ অধিক দিন ধরিয়া জন্মে, কিন্তু অনেক দিন স্থায়ী থাকে। আমরা যাহাকে মোহ বলি, তাহা প্রায়ই রূপের, ইন্দ্রিয়ের মোহ। বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইয়া যে মোহ

জন্মে, তাহা সাধারণতঃ রূপের মোহ—ইন্দ্রিয়ের মোহ, বয়সের স্বধর্ম্মে উহা ঘটিয়া থাকে। নব্য বাবুরা ঐ মোহকে গুণের মোহ বলিয়া স্বীয় মনকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদিগকে আমি এতৎ সম্বন্ধে বড় বেশী একটা দোষী মনে করি না। ইন্দ্রিয়ের মোহ ও হৃদয়ের মোহ দুই পৃথক্ করা বড় কঠিন কার্য্য; অতি অল্প লোকেই তাহা পারিয়া উঠে। তুমি বাঙ্গালায় সেক্‌সপিয়রের গল্প পড়িয়াছ। শেষে অনেকেরই সেই রোমিওর দশা ঘটে। কিছুদিন পরে রূপের মোহ কাটিয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের মোহ শান্ত হইয়া পড়ে। তখন যদি গুণের মোহ জন্মিয়া উঠে, তবেই মঙ্গল, নতুবা সে পরিণয় বিষসদৃশ হইয়া পড়ে। তুমি বলিতে পার যে, এরূপ দশা তো সকল প্রকার বিবাহেই ঘটিতে পারে? ঠিক্ তাহা নহে। অন্যবিধ বিবাহে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মনে ধারণা থাকে যে ভাল হউক, মন্দ হউক, উহাকেই ভাল বাসিতে হইবে। যাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। তবে যদি বল, মন্দকে কি ভালবাসা যায়? আমি বলিব, যায়। কুপুত্র হইলে মাতা তাহাকে ভালবাসে না কি? উহাকে ভালবাসিতে পারি না, উহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না এসব অপ্রেমিকের কথা; সকলকেই ভালবাসা আমাদের

স্বভাবসম্মত; অন্যথাভাব দেখিতে পাই, কেবল অভ্যাস ও শিক্ষাদোষে। আরও একটি কথা এস্থানে বলিতে পার, "এরূপ ভালবাসা তো বাধ্য হইয়া, তবে ইহাতে দরকার?" আমি বলি, দরকার আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি সকলকেই ভালবাসা আমাদের সম্ভব; তবে যে, সকলকে ভালবাসিতে পারি না, তাহা আমাদের অভ্যাস ও শিক্ষার দোষ। যদি অভ্যাসদোষে একটা ঘটিয়া থাকে, অভ্যাসদ্বারা তাহা সংশোধন করিলে ক্ষতি কি? মনে কর, পূর্ব্বে তোমার পুস্তকাদি পাঠে আসক্তি ছিল না, এখন পড়িতে পড়িতে বিলক্ষণ আশক্তি জন্মিয়াছে। এ আসক্তিকে কি আসক্তি বলিবে না? না, এ অভ্যাসকে নিন্দা করিবে? যাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য, তাহা যেরূপেই পারি, সম্পন্ন করা উচিত। তার পর এই যে ভালবাসা জন্মে, তাহাতে কি শেষে সে অভ্যাসের চিহ্ন থাকে? এই গেল এক সম্বন্ধে। অন্য সম্বন্ধেও দেখ, সমাজ ইহার দ্বারা উন্নত হয়। সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা কখনও মঙ্গল-জনক নহে। আমার উহাকে ইচ্ছা হইল, ভালবাসিলাম; ইচ্ছা হইল না, ভালবাসিলাম না। এসব সমাজে থাকিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা বলিতে পারে না। সাধারণ ভাবেও ইহার অনেক দোষ দেখা যায়। আজ শশি-

চরণের যে কন্যাটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল, রাম-চন্দ্রেরও সেইটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইতে পারে। অথচ উভয়েরই সংস্কারগত বিশ্বাস হইতে পারে যে, ঐ কন্যাটির সহিত পরিণয় না হইলে, সে বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই হইবে, তাহাতে দাম্পত্য-প্রণয়ের উপ-ভোগ ঘটিবে না। বল দেখি, এরূপ অবস্থায় কি হইবে? তাই বলি, বিবাহসম্বন্ধে পতিপত্নী উভয়েরই এরূপ ধারণা থাকা আবশ্যক যে, উভয়েরই উভয়কে ভালবাসিতে হইবে; তাহা হইলে সমাজেরও মঙ্গল, তাঁহাদেরও মঙ্গল। ফলতঃ তাঁহাদিগের মঙ্গল না হইলে, সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। এস্থলে এরূপ কথা হইতে পারে যে নির্ব্বাচন-প্রথানুযায়ী নির্ব্বাচন করিয়া এই বিশ্বাসটি, এই ধারণাটি বদ্ধমূল রাখিলেই তো হয়। তাহা হয় না। প্রথমতঃ যাঁহারা নির্ব্বাচন প্রথার অনুরাগী, তাহারা কিছু লঘুচিত্ত। রাগ করিও না, আমার যাহা বিশ্বাস তাহাই বলিতেছি। তাঁহারা কখনও সে বিশ্বাস বা ধারণা স্থির করিতে পারেন না। তর্ক করিয়া হয় ত তাঁহারা একথার অসারতা প্রতি-পন্ন করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা কতদূর পারি-বেন, জানি না। আর এই প্রকার প্রথা প্রচলিত থাকিলে কতকগুলি ইন্দ্রিয়দাস নারকীর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়া

উঠিবে অতএব আমার বিশ্বাস যে, এই সব কুপ্রথা উঠাইয়া দিয়া যাহাতে এই বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল করা যায় যে, স্বামী বা স্ত্রী যে রূপই হউন, স্ত্রী বা স্বামীর তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে—তাহা হইলে আমাদের সুতরাং সমগ্র সমাজের মহৎ মঙ্গল সুসাধিত হয়। আমাদিগের শাস্ত্রে পতিকে ভালবাসিতে, সেবা ও ভক্তি করিতে তো এক প্রকার বাধ্যই করা হইয়াছে; যদি স্বামীকেও স্ত্রীকে ঐরূপ স্নেহ ও ভক্তি করিবার উপদেশ সুস্পষ্ট থাকিত তাহা হইলে ভাল হইত। বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্বন্ধ ফিরাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বে, পাত্রকে পাত্রী দেখিতে না দেওয়াই ভাল। তবে যাহাতে পাত্রের উপযুক্ত পাত্রীটি নির্ণীত হয়, পাত্রের পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবের তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এখন শুনিলে, আমার কি মত?

স্ত্রী। শুনিলাম—শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ভাল বাসিতে যে বিবাহের পূর্ব্বে আলাপের বেশী দরকার হয়, তাহা আমিও স্বীকার করি না। আমি কি তোমাকে ভালবাসি না? না তুমি কি আমায় ভালবাস না? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা না জন্মিয়া কি থাকিতে পারে? এটা যেন বিধাতারই নিয়ম। এ সম্বন্ধে একটা বেশী

বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। আচ্ছা, তোমার "বাল্য-বিবাহ" সম্বন্ধে কি মত?

স্বামী। আমার মত যাহা, তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। শুদ্ধ ভালবাসার জন্য যদি "বাল্য-বিবাহ" মন্দ হইত আমি গ্রাহ্য করিতাম না; কিন্তু এতদ্ভিন্ন অনেক কারণে "বাল্যবিবাহ" ভাল নহে। এইটী পুরুষের পক্ষে বলিলাম। বালিকার কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের বাল্যবিবাহে অপকারের অংশ অপেক্ষা উপ-কারের অংশ অধিক। বুঝিলে?

স্ত্রী। বুঝিলাম। আচ্ছা তুমি বিবাহের মন্ত্রগুলি সব জান? আমার তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করে।

স্বামী। এখনই তোমাকে তাহার ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিব। তবে আগে আর একটা কেন শুন না?

স্ত্রী। কি?

স্বামী। পতিপত্নী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মন্তব্য।

স্ত্রী। সে তো ভালই। তুমি জান?

স্বামী। আমি জানি না। কিন্তু এখনই তোমাকে জানাইতে পারি। ঐ সংগ্রহপুস্তকখানি আন তো?

স্ত্রী। (পুস্তক আনিয়া) এই নাও।

স্বামী। তবে ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া

তোমাকে শুনাই। ইহাতে প্রায়ই পত্নীর কর্ত্তব্য লিখিত আছে। তাই পড়িতে একটু লজ্জা করে; তুমি আবার কি ভাব!

স্ত্রী। কি আর ভাবিব? আমি তো পত্নীর কর্ত্তব্যই চাহি। তোমাদের কর্ত্তব্য কথা শুনিয়া আমি কি করিব? আমি কি তোমার শিক্ষক যে, দিবারাত্রি খুঁজিয়া বেড়াইব, তুমি আমার প্রতি উচিত ব্যবহার করিলে কি না? নিজের কর্ত্তব্যটিই আগে জানি, পরে যদি পারি, তোমার কর্ত্তব্যটির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিব। এসময়ে আমার কর্ত্তব্য আগে, তোমার কর্ত্তব্য পরে। কারণ আমার কর্ত্তব্য তোমার প্রতি, তোমার কর্ত্তব্য আমার প্রতি; তুমি আগে না আমি আগে?

স্বামী। সরোজ! তোমার কথায় যে আমি কত-দূর পরিতৃপ্ত হইলাম, বলা যায় না। তোমার মত স্ত্রীর নিকট ইহা বলা আবশ্যক বোধ করি না যে আমি কিসে এত সন্তুষ্ট হইলাম। আমাকে ভক্তি কর, ভালবাস বলিয়া যে এ সন্তোষ, তাহা নহে; তোমার জ্ঞান জন্য, কর্ত্তব্যবোধ জন্যই এ সন্তোষ।

স্ত্রী। এখন ব্যাখ্যানায় কাজ নাই, তুমি পড়।

স্বামী। যিনি স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করেন, তাঁহার

তপঃ, উপবাস, ব্রত এবং দানাদি সব নিষ্ফল হইবে।

স্বামী পূজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হয়েন। পতি-রূপধারী স্বয়ং হরিই পতিব্রতাদিগের ব্রতের অর্থ।

সকল প্রকার দান, সকল প্রকার যজ্ঞ, সকল প্রকার তীর্থদর্শন, সকল ব্রত, তপঃ ও উপবাসাদি, সকল দেবতা-পূজা, সর্ব্ব ধর্ম্ম এবং সত্য, কিছুই স্বামিসেবার ষোড়শাং-শের এক অংশেরও যোগ্য নহে।

পুণ্যধাম ভারতবর্ষে যে রমণী স্বামিসেবা করেন তিনি স্বামীর সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

অসৎবংশজাত স্ত্রীই স্বামীর অপ্রিয়কার্য্য করেন এবং স্বামীকে অপ্রিয় কথা বলেন। ইহার ফল শ্রবণ কর। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহাকে কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিতে হইবে; অনন্তর তাহাকে পতিপুত্রবিরহিতা চাণ্ডালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

কি ইহলোক, কি পরলোক, কুলস্ত্রীদিগের স্বামীই শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। স্বামী অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর নাই। দেবপূজা, ব্রত, দান, তপঃ, উপবাস, জপ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও অতিথিসেবা এ সমস্ত পতিসেবার ষোড়শাংশের এক অংশেরও তুল্য নহে। স্ত্রীদিগের পতিসেবা অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শ্রুতিতে শুনা যায় না। কি স্বপ্নাবস্থায়, কি জাগ্রতাবস্থায়, সকল সময়েই নারায়ণ অপেক্ষা অধিক পূজ্য স্বামীকে, তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, সেবা করিবে। পরিহাস করিয়া, ভ্রমবশতঃ অথবা অবজ্ঞাক্রমে সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে স্বামীর প্রতি কটূক্তি করিবে না। শ্রুতিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক কটুভাষিণী এবং অসতী স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত লিখিত নাই; তাহার নরক হইবে। সর্ব্ব-ধর্ম্মবিশিষ্টা হইলেও যিনি স্বামীকে কটূক্তি করেন, তাঁহার শতজন্মকৃত পুণ্য নিশ্চয় বিনষ্ট হয়।

পতি কুৎসিত হউন, পতিত হউন, মূঢ় হউন, দরিদ্র হউন, রোগী হউন, আর জড়ই হউন, সৎকুলজাতা স্ত্রী তাঁহাকে বিষ্ণুতুল্য দেখিবেন।

পুত্র, পিতা, বন্ধু কিংবা সহোদর, স্ত্রীদিগের নিকট স্বামীর মত কেহই নহেন।

স্ত্রী। আচ্ছা, পতিব্রতা কাহাকে বলে? তাহার ধর্ম্মই বা কি? ইহা আমাদের পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বল।

স্বামী। যে স্ত্রী, স্বামী কাতর হইলে কাতরা হয়েন, স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্টা হয়েন, বিদেশস্থ হইলে, যাঁহার কৃশতা ও মনোমালিন্য হয়, স্বামীর মরণে যাঁহার মৃত্যু হয়, তিনিই যথার্থ সাধ্বী ও পতিব্রতা।

পতিব্রতা-ধর্ম্ম এই—

পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামীর আজ্ঞামতে তাঁহাকে সর্ব্বদা আহার করাইবেন। ব্রত, তপস্যা, দেবপূজা এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে তুষ্ট রাখিতে যত্নবতী হইবেন। সর্ব্বদা তাঁহার চরণসেবা এবং স্তব করিবেন এবং পতির আজ্ঞা ভিন্ন কোন কার্য্য করিবেন না; স্বামীকে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। সুব্রতা স্ত্রী পরপুরুষগৃহ, সুবেশ পরপুরুষ, যাত্রা, মহোৎসব, নৃত্যগীত এবং পর-পুরুষের ক্রীড়া এ সমস্ত কিছুই দর্শন করেন না। স্বামীর নিকট যাহা ভক্ষ্য, তাঁহার নিকটও তাহাই ভক্ষ্য। তিনি কখন স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না। সাধ্বী রমণী স্বামীর উত্তরে উত্তর প্রদান করেন না, কখন তাঁহার উপর কোপ করেন না, কিংবা তাঁহাকে তাড়না করেন না। তিনি ক্ষুধিত স্বামীকে ভোজন করাইবেন, তাঁহাকে তৃপ্ত করিবার জন্য পানীয় প্রদান করিবেন, প্রয়োজন থাকিলেও নিদ্রিত স্বামীকে জাগরিত করিবেন না। সতী স্ত্রী স্বামীকে পুত্রাপেক্ষা শতগুণ স্নেহ করিবেন। কুলস্ত্রীদিগের পতিই বন্ধু, পতিই গতি এবং পতিই দেবতা। সাধ্বী রমণী কোন মঙ্গল দেখিলে, সস্মিতবদনে অমৃততুল্য পতিকে যত্ন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ করেন।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণের এই সকল ব্যবস্থা হিন্দু পতিপত্নীর একত্বমূলক। হিন্দুপতিও যা, হিন্দুপত্নীও তা, উভয়ের কোন পার্থক্য নাই, তাই উভয়ের কোন পৃথক্ ধর্ম্মও নাই। ইহার একের ধর্ম্মই অন্যের ধর্ম্ম। তবে ইহার মধ্যে পুরুষের কিছু জ্ঞান বেশী, স্ত্রীলোকের কিছু ভক্তি বেশী—তাই জ্ঞানের কার্য্যটা পুরুষের ভাগে; ভক্তির কার্য্যটা স্ত্রীর ভাগে; ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয় পুরুষের ভাগে, তাহা নির্ণীত হইলে পতির আজ্ঞানুযায়ী তাহা প্রতি-পালন করা স্ত্রীর ভাগে। পুরুষ জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয়াতীতের ধারণা করিতে সক্ষম, তাই পতির উপাস্য দেবতা ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর; রমণীর ততদূর জ্ঞান সচরাচর হয় না, কিন্তু তাঁহারা ভক্তিবলে পতিকেই সেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া অর্চ্চনা করিতে সক্ষম, তাই পত্নীর দেবতা পতি। যাহাদের ভালমন্দ বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয়াতীতকে ধারণা করিতে হইবে, তাহারা জ্ঞানপ্রধান; আর যাহাদের সামান্য মানবকে দেবতাজ্ঞানে অনুবর্ত্তী হইতে হইবে, তাহারা ভক্তিপ্রধান। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ইহা ভাল বুঝিতেন, তাই তাঁহারা ব্যবস্থাও সেইরূপ করিয়াছেন।

স্ত্রী। তা সত্যই বটে। আমরা অত কি বুঝি? তোমরা যাহা করিতে বলিবে আমরা তাই ধর্ম্ম মনে করিয়া

প্রতিপালন করিব, ইহাই ত আমাদিগের ধর্ম্ম। তোমাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও শুশ্রূষা ভিন্ন আর আমাদের অন্য ধর্ম্ম কি?

স্বামী। এখন বিবাহের ক্রিয়া ও মন্ত্রগুলি বলি।

স্ত্রী। বল।

স্বামী। হিন্দুবিবাহ মূলতঃ এক প্রকারের হইলেও—ইহার অনুষ্ঠানক্রমাদি সকল স্থলে একরূপ নহে। আমাদিগের দেশে দুই প্রকার বিবাহই সাধারণতঃ প্রচলিত। এক প্রকার সামবেদমতে, অন্য প্রকার যজুর্ব্বেদমতে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই প্রকারের বিবাহই প্রচলিত—অন্য বর্ণমধ্যে একমাত্র যজুর্ব্বেদী বিবাহই বোধ হয় প্রচলিত। আমি অগ্রে যজুর্ব্বেদমতে বিবাহের ক্রম ও মন্ত্রগুলি তোমাকে বলিতেছি। বলা বাহুল্য মূলতঃ দুই বেদের পদ্ধতিতে বিশেষ তফাৎ নাই।

প্রথমতঃ কয়েকটি সাধারণ কথা বলিব।

হিন্দুবিবাহের দুইটি প্রধান অঙ্গ। একটি সম্প্রদান—অপরটি পাণিগ্রহণ। কন্যার পিতা—অভাবে তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধি, প্রথমতঃ কন্যাকে বিবাহের জন্য বরকে সম্প্রদান করেন—পরে বর স্বয়ং সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

এখন কি পদ্ধতিতে বিবাহক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বলিতেছি।

বিবাহলগ্নের পূর্ব্বেই যথাস্থানে পশ্চিমাংশে পূর্ব্বাস্থ বরের আসন স্থাপিত হয়—এবং তৎসমীপে উত্তরাংশে নারায়ণশিলা (শালগ্রাম-চক্র) সংস্থাপিত হয়। মধ্যস্থলে একটি জলপূর্ণ ঘট রাখিয়া, তাহাতে দুইটি হস্তকুশ, একটি ত্রিপত্র, দধি, বিষ্টর ও মধুপর্ক সাজান হয়। এবং একখানি গামছায় পাঁচ ফল (আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, গুবাক, জাতিফল) এবং আলতা বাঁধিয়া রাখা হয়।

স্ত্রী। এ সব বলিতেছ কেন? আমি ত আর পৌরহিত্য করিব না? আমি মন্ত্রগুলিই শুনিতে চাহিতেছি।

স্বামী। এ সব শিখিতে পারিবে ভাল হয়, এই জন্যই এই সব বলিলাম। ইহা জানা থাকিলে, স্বামীর অনেকটা উপকার হয়, কর্ত্তব্যপালনে সাহায্য হয়—তাই এই সব বলিতেছি। শুনিলে ত ক্ষতি নাই—মনে রাখিতে পার ভালই, না হয়, নাই রাখিলে।

স্ত্রী। আচ্ছা তবে বল।

স্বামী। লগ্নসময়ে যিনি সম্প্রদান করিবেন—অর্থাৎ

সম্প্রদাতা উত্তরের দিকে মুখ করিয়া এবং বর পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিবেন এবং সম্প্রদাতা সর্ব্বারম্ভে গণেশকে, সূর্য্যকে, শিবাদি পঞ্চদেবতাকে, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালকে, আদিত্যাদি নবগ্রহকে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করিয়া—

"সর্ব্বমঙ্গলদাতা, শ্রেষ্ঠ, বরদ, শুভ, নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সর্ব্বকার্য্য করিতে হয়।"

এই অর্থসূচক নির্দ্দিষ্ট বাক্য বলিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিবেন। পরে "এই কন্যাসম্প্রাদানরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে আপনারা 'পুণ্যাহ' (মঙ্গলময় দিন) বলুন" এই অর্থজ্ঞাপক মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন। সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ তিনবার—'পুণ্যাহ' বলিবেন। পরে ঐ প্রকার "ঋদ্ধি" বলিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে বলিবেন—ব্রাহ্মণেরা তিনবার "ঋদ্ধি" বলিবেন—পরে ঐ প্রকার "স্বস্তি" বলিতে অনুরোধ করিবেন—ব্রাহ্মণেরা তিনবার "স্বস্তি" বলিবেন। তারপরে দুইটি "স্বস্তি" বচনের মন্ত্র পড়িতে হয়। সে কতকগুলি নাম মাত্র—তাহার বিশেষ অর্থ নাই।

এই সাধারণ কার্য্যের পরে, যজুর্ব্বেদমতে নিম্নলিখিত রূপ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। যিনি সম্প্রদান করিবেন, তিনি বরকে বলিবেন—

"মহাশয় আপনি সুখে উপবিষ্ট * হইয়াছেন ত"?

বর বলিবেন "আমি সুখে উপবিষ্ট * হইয়াছি।"

সম্প্রদাতা। "আমি আপনাকে অর্চ্চনা করিব?"

বর। "করুন।"

ইহার পরে সম্প্রদাতা বরের হস্তে গন্ধপুষ্প দিয়া, মাল্য, যজ্ঞোপবীত এবং নববস্ত্র পরিধান করাইবেন।

পরে সম্প্রদাতা দক্ষিণ জানু ধরিয়া বলিবেন—

আজ অমুক মাসে, অমুক রাশিস্থ সূর্য্যে, অমুক (কন্যার পিতার নাম এই স্থানে বসিবে)—শ্রীবিষ্ণু প্রীতি-কামনায় (বা যে কোন কামনা ইচ্ছা হয়, সেই কামনায়) অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের প্রপৌত্র, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের পৌত্র, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের পুত্র, অমুক গোত্র, অমুক প্রবর, অমুক বরকে—অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের প্রপৌত্রী, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের পৌত্রী, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের পুত্রী,

---

* আমি যে অর্থগুলি বলিতেছি, ইহার প্রকাশার্থ নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলিই পড়া হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় এরূপ কথা হয় না, বলা বাহুল্য মাত্র।

অমুক গোত্রা, অমুক প্রবরা, অমুক কন্যাকে শুভ বিবাহার্থ সম্প্রদান করিতে আমি আপনাকে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিতেছি।

বর। আমি বরিত হইলাম।

সম্প্রদাতা। যথাবিহিত বিবাহ কার্য্য করুন।

বর। যথাজ্ঞান করিব।

ইহার পরে বরকে অন্তঃপুরে লইয়া স্ত্রী-আচারগুলি অনুষ্ঠিত হয়। তাহা তোমরাই ভাল জান, আমি তাহা আর তোমাকে কি শিখাইব ?

পরে বিবাহস্থলে কন্যাকে আনিয়া, আসনে দণ্ডায়মান বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া "শুভদৃষ্টি" করাইবে। পরে কন্যাকে বরের দক্ষিণে উত্তরাস্য করিয়া বসাইবে। পরে কন্যাদাতা বিষ্টর (কুশ দ্বারা নির্ম্মিত) লইয়া বলিবেন :—

"বিষ্টর, বিষ্টর, বিষ্টর—আপনি গ্রহণ করুন"।

বর। বিষ্টর গ্রহণ করিলাম।

এই বলিয়া (দ্বিজাতি হইলে) নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বর বিষ্টরাসন পদতলে দিবেন।

"আমি নিত্য উদয়শীল সূর্য্যের ন্যায় যেন সমান জাতীয় লোকদিগের আচ্ছাদন হই—অর্থাৎ জগতে প্রাধান্য লাভ

করি। এবং যে কেহ আমাকে হিংসা করিবে, তাহাকে এই বিষ্টরের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত করাই।”

সম্প্রদাতা পুনশ্চ অন্য বিষ্টর লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিবেন এবং বরও পূর্ব্বের ন্যায় বিষ্টর গ্রহণপূর্ব্বক পদ-দ্বয়ের নিম্নে স্থাপন করিবেন।

পরে সম্প্রদাতা (জল) লইয়া বলিবেন :—

“—এই পাদ্য, পাদ্য, পাদ্য ইহা গ্রহণ করুন।”

বর। গ্রহণ করিতেছি।

এই বলিয়া পাদ্য গ্রহণ করিয়া ভূমিতে সংস্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলিতে লইয়া (দ্বিজাতি হইলে) নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্র পড়িয়া পদে দিবেন। দ্বিজাতি অগ্রে দক্ষিণপদে, অন্যজাতি অগ্রে বামপদে দিবে।

“হে জল তুমি বিশিষ্ট দীপ্তিপ্রদ (কারণ জল মল-নাশক) অতএব দীপ্তিপ্রদ জল তুমি আমার পদের দীপ্তি প্রদান কর।”

এই প্রকার পুনর্ব্বার করিতে হইবে।

পরে কন্যাদাতা অর্ঘ্য লইয়া বলিবেন “এই অর্ঘ্য, অর্ঘ্য, অর্ঘ্য—ইহা গ্রহণ করুন।“

বর। “অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।” এই বলিয়া দ্বিজাতি

হইলে নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মস্তকস্পর্শ করাইয়া রাখিবেন।

"হে জল! আমি তোমাদিগকে সমুদ্রে প্রেরণ করি, তোমরা আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বীয় উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে গমন কর। তোমরা আমাদিগের কোন ক্ষতি কর না। উৎকৃষ্ট এবং আমাদিগের পানযোগ্য যে জল আমি তাহা প্রেরণ করিতেছি না, উহা এই খানেই থাকুক।"

কন্যাদাতা আচমনীয় লইয়া বলিবেন "আচমনীয়, আচমনীয়, আচমনীয়, ইহা গ্রহণ করুন।" বর বলিবেন "আমি আচমনীয় গ্রহণ করিলাম।"

এই বলিয়া (দ্বিজাতি হইলে) নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আচমন করিবেন।

"হে আচমনীয় জল! তুমি আমাকে যশযুক্ত কর, তেজযুক্ত কর এবং প্রজাদিগের প্রিয় কর ও গবাদি পশুবর্গের অধিপতি কর, এবং আমার দেহাবয়ব সকল ব্যাধিরহিত কর।"

পরে সম্প্রদাতা কাংস্য পাত্রস্থ মধুপর্ক লইয়া বলিবেন। "এই মধুপর্ক, মধুপর্ক, মধুপর্ক, গ্রহণ করুন।"

বর। আমি মধুপর্ক গ্রহণ করিলাম।

এই বলিয়া (দ্বিজাতি হইলে) বর নিম্নলিখিত অর্থ-জ্ঞাপক মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"হে মধুপর্ক! আমি সূর্য্যের চক্ষুদ্বারা তোমাকে দেখিতেছি।"

মধুপর্ক দেখিয়া—নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"হে মধুপর্ক! দ্যুতিমান সূর্য্যের অনুমতিক্রমে অশ্বিনীকুমারের বাহুদ্বয় দ্বারা এবং আদিত্যের হস্ত দ্বারা আমি তোমাকে গ্রহণ করি।"

বামহস্তে মধুপর্ক গ্রহণ পূর্ব্বক ইহা বলিবেন—

"হে নমস্কারযোগ্য মধুপর্ক! তোমাকে আমি মিশ্রণ করি এবং তোমাকে মিশ্রণ দ্বারা যে সকল মল সমুত্থিত হয়, ভোজন করিবার জন্য তাহা দূর করি।"

পরে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা (কনিষ্ঠার পার্শ্বস্থ) দ্বারা তিনবার নাড়িয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তিনবার কিছু কিছু ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন। এবং

"যে আমি উত্তম, মধুর অন্নাদি বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকি, সেই আমি মধুর হইতে মধুরতর উৎকৃষ্টরূপ অন্নাদি স্বরূপ এই মধুপর্ক ভোজন করিতেছি। অন্নাদি ভোজন

করিলে যেরূপ বল বীর্য্যাদি লাভ হয়, ইহা ভক্ষণেও আমার সেইরূপ বল লাভ হউক।"

এই অর্থসূচক মন্ত্র পড়িয়া তিনবার আঘ্রাণ করিয়া মধুপর্ক পরিত্যাগ করিবেন। ভোজনেরই মন্ত্র বটে, কিন্তু আঘ্রাণ মাত্র লওয়া ব্যবহার আছে।

পরে আচমন করিয়া "আমার মুখে বাক্‌শক্তি হউক" বলিয়া মুখ, "নাসিকায় শ্বাসশক্তি বিরাজ করুক" বলিয়া নাসিকা—"চক্ষুতে দর্শনশক্তির বিকাশ হউক" বলিয়া চক্ষুর্দ্বয়, - "কর্ণে শ্রবণ শক্তির বিকাশ হউক" বলিয়া কর্ণদ্বয়, "বাহুদ্বয় বলযুক্ত হউক" বলিয়া বাহুদ্বয় এবং "আমার মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সর্ব্বাবয়ব নির্দ্দোষ হউক" বলিয়া মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিবেন।

তার পরে নাপিত কর্ত্তৃক তিনবার "গৌর্গৌ" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে বর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন।

"পূজার্থ আনীত যে এই গো, ইনিই রুদ্রদিগের মাতা ও বসুদিগের দুহিতা এবং আদিত্যগণের ভগিনী ও অমৃত স্বরূপ দধি দুগ্ধাদির উৎপত্তির কারণ। অতএব হে গোপালক! অপরাধশূন্য ও আহ্লাদিত এই গোকে তুমি হিংসা করিও না; আমি তোমার জ্ঞানবান প্রভুকেও বলিব যে তিনি যেন ইহার হিংসা না করেন।"

ইহার পরে বরের পক্ষের পুরোহিত বরের প্রতিনিধি স্বরূপ বরিত হইয়া কুশণ্ডিকা আরম্ভ করিয়া অগ্নি-স্থাপনাদি করেন। কোন কোন স্থলে ইহার পরেও এই কার্য্য হইয়া থাকে।

যেখানে কুশণ্ডিকা সেই দিনেই হয়, সেই স্থলে বর পুরোহিতকে প্রতিনিধি বরণ করিলে—অন্যত্র পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের পরেই—কন্যাদাতা সবস্ত্রাচ্ছাদিতা অলঙ্কৃতা কন্যার গাত্রে 'নমঃ' এই মন্ত্র পড়িয়া তিনবার জলের ছিটা বা আতপ চাউল ছড়াইয়া থাকেন। পরে ঐ মন্ত্রেই কন্যাকে সচন্দন গন্ধপুষ্প প্রদান করেন, পরে "ইহার অধিপতি প্রজাপতিকে নমঃ" এই অর্থজ্ঞাপক মন্ত্র পড়িয়া একটি ও "সম্প্রদানার্থ বরকে নমঃ" এই অর্থজ্ঞাপক মন্ত্র পড়িয়া আর একটি পুষ্প নারায়ণকে দিবেন।

পরে সম্প্রদান বাক্য পঠিত হয়। তাহার অর্থ এই—আজ, এই মাসে, অমুক রাশিস্থ হইলে,—এই পক্ষে, এই তিথিতে, অমুক গোত্রের আমি—শ্রীঅমুক অমুক কামনা-পরায়ণ হইয়া অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের প্রপৌত্রকে, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের পুত্রকে অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অর্চ্চিত অমুক বরকে, অমুক

গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের প্রপৌত্রী, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের পৌত্রী, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুকের পুত্রী, অমুক গোত্রা, অমুক প্রবরা শ্রীমতী অমুকাকে (এইপ্রকার তিনবার পড়িবেন) —এই সবস্ত্রাচ্ছাদিতা সালঙ্কৃতা প্রজাপতি দেবতাকা কন্যাকে সম্প্রদান করিতেছি।

এই বলিয়া কুশতিলাদিযুক্ত জলের সহিত কন্যার দক্ষিণ হস্ত জামাতার দক্ষিণ হস্তের উপরে দিবেন।

বর বলিবেন "স্বস্তি"।

পরে বর দ্বিজাতি হইলে গায়ত্রী জপ করিবেন।

কন্যাদাতা বলিবেন—"এই কন্যা প্রজাপতি দেবতাকা।"

জামাতা নিম্নলিখিত কামস্তুতি পাঠ করিবেন।

"কে কাহাকে দান করেন ? কামদেব কামদেবকে, যেহেতু কাম দাতা, কামই প্রতিগৃহিতা। অতএব হে কাম! তোমা কর্ত্তৃক দত্ত, এবং তোমা কর্ত্তৃক প্রতিগৃহীত যে এই কন্যা, ইহার অধিকারীও তুমি। আমি তোমার সম্বন্ধীয় এই বস্তু উপভোগ করি।

পরে নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্র বরকে পড়িতে হয়।

"হে কন্যে! আকাশের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাববিশিষ্ট

তোমার পিতা তোমাকে দান করিলেন; পৃথিবী যেমন বিশ্বের আশ্রয়, আমিও তেমন তোমার আশ্রয় হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলাম।

পরে পুরোহিত বরকন্যার মিলিত করযুগলের উপর কুঙ্কুমচন্দনাদি লেপনীয় দ্রব্য দিয়া, গায়ত্রী পড়িয়া কুশ দ্বারা বন্ধন করিবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্রে দক্ষিণান্ত করিবেন।

"অদ্য এই মাসে (ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায়) অমুক গোত্র শ্রী অমুক, অমুক কামনাবিশিষ্ট হইয়া কন্যাদান-রূপ যে কার্য্য করিলেন, তাহার অঙ্গ পূর্ণ করিবার জন্য দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীবিষ্ণু দৈবত এই সোণা বা তন্মূল্য, অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুক নামা অর্চ্চিত তুমি—তোমাকে দান করিলাম।"

বর দক্ষিণা হস্তে লইয়া "স্বস্তি" বলিয়া থাকেন।

পরে কন্যাদাতা দম্পতীর উত্তরীয় বস্ত্রযুগলপ্রান্তে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবেন। তৎপরে পুরোহিত গায়ত্রী পড়িয়া বধূ এবং বরের হস্তগ্রন্থি খুলিয়া দিবেন।

সম্প্রদান-কার্য্য এইরূপে শেষ হইলে যজ্ঞাদি সপ্ত-পদীগমন, পাণিগ্রহণাদি কার্য্য হইয়া থাকে। এই কার্য্য সকলে এক প্রকার করে না। দেশবিশেষে শূদ্রেরা

কুশণ্ডিকা না করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া তন্মধ্যে তিন অঞ্জলি খই নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

সম্প্রদানকার্য্য শেষ হইলে, আমাদিগের সেই দিনই-কোথাও বা পরদিন বা অপর কোন দিনে যজ্ঞাদি হয়।

যজ্ঞাগ্নির পশ্চিম-উত্তরভাগে সমীপত্র (সাঁই পাতা) মিশ্রিত চারি অঞ্জলি পরিমিত খই কেহ কুলার উপরে রাখিবে এবং তাহার পশ্চিমে শিল ও নোড়া পূর্ব্বমুখী করিয়া রাখিবে। উহার পশ্চিমে কটাসন বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। পরে জামাতা আপনার দক্ষিণে অগ্নির বিপরীত দিকে দাঁড়ান কন্যাকে যে মন্ত্রগুলি পড়িয়া বস্ত্র পরিধান করাইবেন (এখন আর বস্ত্র পরিধানের বড় ব্যবহার নাই, বর বস্ত্র স্পর্শ করিয়া থাকেন মাত্র), তাহার তাৎপর্য্য এই—

(১) এই বসন প্রস্তুতকারিণী দেবীরা জরাবস্থা পর্য্যন্ত সানন্দচিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র পরান। হে আয়ুষ্মতি ! তুমি বস্ত্র পরিধান কর।

(২) হে বস্ত্র পরিধাপয়িত্রী দেবীগণ ! তোমরা আশীর্ব্বাদ দ্বারা এই কন্যার পরমায়ু বৃদ্ধি কর। হে আর্য্যে তুমি তেজস্বিনী হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাক এবং ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ কর।

তৎপরে বধূকে অগ্নির দিকে মুখ করাইয়া বর এই অর্থসূচক মন্ত্র পড়িবেন—

"চন্দ্র এই কন্যাটিকে গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি আমাকে দিলেন। ধন এবং পুত্রও [ইহা হইতে] পাইব।"

পরে স্বীয় দক্ষিণে স্থিত কটের প্রান্তে বধূর দক্ষিণ পদ প্রক্ষেপ করাইতে করাইতে জামাতা বধূকে নিম্নলিখিত অর্থজ্ঞাপক মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন ;—

"আমার পতি আমার জন্য সেই পথ প্রস্তুত করুন, যে কল্যাণময় বিঘ্নশূন্য পথদ্বারা আমি পতিলোক প্রাপ্ত হইতে পারি।"

তৎপরে বধূ পতির দক্ষিণভাগে কটের পূর্ব্বার্দ্ধে বসিবেন। তখন হোমারম্ভজন্য বর একটা সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে দিয়া "মহাব্যাহৃতি" নামক হোমবিশেষ সম্পন্ন করিবেন। উহা শেষ হইলে বধূ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পতির দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন এবং পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত দ্বারা ছয়টি আহুতি দিবেন। ইহাকে "আজ্যাহুতি" বলে। আজ্যাহুতির মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

(১) দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি আগমন করুন। তিনি

এই কন্যার ভবিষ্যৎ সন্তানদিগকে মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত রাখুন এবং রাক্ষা করুন ; (আবরণ দেবতা) এমত অনুমতি করুন যে, এই স্ত্রী যেন পুত্রসম্বন্ধীয় ব্যসনাকৃষ্ট না হয়।

(২) ইঁহাকে গার্হপত্যাগ্নি রক্ষা করিতে থাকুন, ইঁহার পুত্রেরা যেন জরাকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ; ইনি যেন জীবৎপুত্রী থাকিয়া পতির সহিত বাস করেন এবং যেন সৎ পুত্রজনিত আনন্দ উপভোগ করেন।

(৩) হে কন্যে ! দ্যুলোক তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, বায়ু এবং অশ্বিনীকুমার তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, তোমার স্তনপায়ী পুত্রদিগকে সবিতা রক্ষা করুন, তোমার বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীরভাগ বৃহস্পতি রক্ষা করুন এবং তোমার পাদাগ্রপ্রভৃতি শরীরভাগ বিশ্বদেবা দেব-গণেরা রক্ষা করুন।

(৪) হে কন্যে ! রাত্রিকালে তোমার গৃহে যেন ক্রন্দনের শব্দ না উঠে। তোমার শত্রুগৃহেই তাহাদের স্ত্রীগণেরা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করে। রোদন দ্বারা তোমাকে যেন অন্তঃপুরবাসীদিগকে পীড়িত করিতে না হয়। তুমি সধবা থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে পুত্রাদি লইয়া পতিগৃহে সুখে বাস কর।

(৫) বন্ধ্যাত্ব এবং মৃতবৎসাত্ব প্রভৃতি মৃত্যুপাশরূপ

দোষ সকল তোমার মস্তক হইতে মালা উন্মোচনের ন্যায় উন্মুক্ত করিয়া শত্রুবর্গের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম।

(৬) মৃত্যু পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করুন। অমরভাব নিকটগামী হউন। হে মৃত্যো! প্রেতলোকের পথ লক্ষ্য করিয়া পরাঙ্মুখ হও। উৎকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তিবিশিষ্ট [সন্তান] তোমার নিকট প্রার্থনা করি। আমার পুত্রদিগকে হিংসা করিও না।

এই আজ্যাহুতি হইলে জামাতা "ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি" হোম প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য করিয়া "লাজ হোম" করিয়া থাকেন। তাহাতে পতি বধূকে বামে লইয়া, উভয়ে অগ্নির উত্তরপশ্চিম ভাগে স্থাপিত শিল ও নোড়ার নিকটে আসিবেন। পরে জামাতা দণ্ডায়মান হইয়া, স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বধূর স্কন্ধসংবদ্ধ হস্তদ্বয়ের নিম্নে ধরিবেন। পরে মাতা, ভ্রাতা কিংবা অন্য ব্রাহ্মণ, খইয়ের কুলা বাম হস্তে রাখিবেন ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর দক্ষিণ পাদাগ্র শিলার উপর স্থাপন করাইবেন। তৎকালে জামাতার যে মন্ত্রগুলি পড়িতে হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"এই শিলাখণ্ডে আরোহণ কর। তুমি এই শিলার ন্যায় দৃঢ় এবং অবিচল ভাবে অবস্থিতি কর।

শত্রুর পীড়ন কর এবং কখন শত্রুকর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইও না।”

তৎপরে বধূর অঞ্জলির উপর জামাতা একবার ঘৃতবিন্দু প্রদান করিলে পূর্ব্বোক্ত বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ অঞ্জলির উপর চারি মুষ্টি খই দিবেন। এই খইয়ের উপরে জামাতা দুইবার খই দিবেন। পরে পতিকর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ হইলে বধূ পতিসংস্পৃষ্ট অঞ্জলির অগ্রভাগ দ্বারা সঘৃত লাজহোম করিবেন।

“এই নারী অগ্নিসমীপে বলিতেছেন—আমার পতি দীর্ঘজীবী হউন, শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকুন এবং আমার জ্ঞাতিগণ বর্দ্ধিত হউন।”

তৎপরে জামাতা বধূকে অগ্রে করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। উভয়ে এই সময়ে পূর্ব্বসংস্থাপিত খই, শিল ও কুম্ভ প্রভৃতি দ্রব্য সমেত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবেন।

“এই কন্যা পিতামাতাদিগকে ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে আগমনপূর্ব্বক পতির উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। হে কন্যে! আমরা সকলে একত্র হইয়া জলধারাসমূহের ন্যায় বলবান বেগবান এবং পরস্পর অভিন্নভাবে থাকিয়া শত্রুদিগকে উদ্বিগ্ন করিব।”

পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ উভয়ে যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বধূ

শিলা সমীপে এবং জামাতা উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বধূর অঞ্জলি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধারণ করিবেন। পরে বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ বধূর দক্ষিণ পদ নোড়ার সহিত শিলার উপরে স্থাপন করাইবেন। জামাতা মন্ত্র পড়িবেন ঃ—

"এই শিলাদণ্ডে আরোহণ কর। তুমি এই শিলার ন্যায় দৃঢ় অবিচল ভাবে অবস্থিতি কর। শত্রুর পীড়ন কর এবং কখন শত্রুকর্তৃক পর্য্যুদস্ত হইও না।"

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ হইলে পতিকর্তৃক বধূর অঞ্জলিতে একবার প্রদত্ত ঘৃতবিন্দুর উপর বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূর্ব্বগৃহীত সূর্প (কুলা) হইতে চারিবার খই দেওয়া হইবে, জামাতা উহার উপর আর দুইবার ঘৃত দিয়া নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্র পড়িবেন এবং বধূ এই খই দ্বারা পূর্ব্ববৎ হোম করিবেন।

"এই কন্যা অর্য্যমা এবং পুষা নামক অগ্নি দেবতাকে নিশ্চয় অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অগ্নিদেবতাগণ ইহাকে পিতৃকুল হইতে পৃথক্ করিয়া আমাকে স্থিররূপে সমর্পণ করিয়াছেন।"

পরে জামাতা বধূকে অগ্রে করিয়া পূর্ব্ববৎ তিন বার

অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন এবং নিম্নলিখিত অর্থজ্ঞাপক মন্ত্রবিশেষ পাঠ করিবেন।

"এই কন্যা পিতামাতাদিগকে ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে আগমনপূর্ব্বক পতির উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। হে কন্যে! আমরা সকলে একত্র হইয়া জলধারাসমূহের ন্যায় বলবান বেগবান এবং পরস্পর অভিন্নভাবে থাকিয়া শত্রুদিগকে উদ্বিগ্ন করিব।"

পরে বধূ কিঞ্চিৎ লাজ (খই) সমন্বিত সূর্প (কুলা) গ্রহণ করিবেন এবং জামাতা এই সূর্পের শেষার্দ্ধের উপর একবার ঘৃত দিয়া তাহার উপর অবশিষ্ট লাজ রাখিয়া তদুপরি পুনশ্চ দুইবার ঘৃতবিন্দু দিয়া বধূর হস্তধারণ পূর্ব্বক সূর্পের অগ্রভাগ দ্বারা লাজহোম করাইবেন।

ইহার পর সপ্তপদীগমন। তাহা এইরূপ :—

জামাতা (অশক্ত পক্ষে ব্যবহার বশতঃ অন্যব্যক্তি) শিলার উপর দণ্ডায়মান বধূকে নিকটে অঙ্কিত সপ্তমণ্ডলিকায় যথাক্রমে দক্ষিণ পদ ক্ষেপণ করাইবেন এবং ক্রমশঃই দ্বিতীয় প্রভৃতি সমীপবর্ত্তী মণ্ডলে পদসংস্থাপন হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডলে বামপদ সংস্থাপন করাইবেন, সাতটি মণ্ডলে যথাক্রমে নিম্নলিখিত অর্থজ্ঞাপক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সাতবার পদক্ষেপণ করিতে হইবে।

"হে কন্যে! বিষ্ণু অন্নলাভের জন্য প্রথম পদ, বললাভের জন্য দ্বিতীয় পদ, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি নিত্য কার্য্যের জন্য তৃতীয় পদ, সৌখের জন্য চতুর্থ পদ, পশু-জাতের জন্য পঞ্চম পদ, ধনরক্ষার জন্য ষষ্ঠ পদ এবং ঋত্বিক্ লাভের জন্য সপ্তম পদ অতিক্রম করাইলেন।"

সপ্তপদী গমন হইলে, সেই স্থানে অবস্থিতা বধূ সম্বন্ধে জামাতা নিম্নলিখিত অর্থজ্ঞাপক মন্ত্রবিশেষ পাঠ করিবেন।

"হে সপ্তপদগমনা কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হইলে। আমি তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম। আমাদিগের সুদৃঢ় সংস্থাপিত এই সখ্য যেন বিচ্ছেদকারিণী-দিগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না, ইহা যেন পক্ষান্তরে হিতৈষিণী-দিগের সদুপদেশ দ্বারা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।"

তৎপরে জামাতা বিবাহ-সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে সম্ভাষণসূচক নিম্নলিখিত অর্থজ্ঞাপক মন্ত্রবিশেষ পাঠ করিবেন।

"হে দ্রষ্টৃবর্গ! আপনারা সকলে এই অগ্নিসমীপে আসুন এবং এই বধূকে কল্যাণকারিণীরূপে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বচন দ্বারা সৌভাগ্যবতী করিয়া গমন করুন।"

পরে জলকুম্ভধারী বয়স্য (অভাবে অন্য ব্যক্তি)

অগ্নির পশ্চিম দিকের পথ দ্বারা প্রদক্ষিণক্রমে সপ্তপদী স্থানে আসিয়া, বর মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার মস্তক জলে অভিষিক্ত করিবেন। সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই :—

"বিশ্বদেবা নামক দেবগণ এবং জলদেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বায়ুদেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বিধাতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, সদুপদেশদানশীলা ভদ্রমহিলাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন।"

জামাতা পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্রপাঠ করিলে, বয়স্য (অভাবে অন্য ব্যক্তি) পূর্ব্ববৎ বধূর মস্তকেও জল দিবেন।

তাহার পরে পাণিগ্রহণ।

জামাতা পূর্ব্বোক্ত সপ্তমণ্ডলিকার অন্তস্থানে দণ্ডায়মানা বধূর চিৎভাবে স্থাপিত দক্ষিণ করপৃষ্ঠের অঙ্গুলি সমূহের মূলদেশসমীপে স্বীয় অধোনিহিত দক্ষিণ করতল প্রদান করিয়া ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিবেন। সেই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য এই—

(১) "হে কন্যে! অর্য্যমা, ভগ, সবিতা প্রভৃতি—পুররক্ষক এই সূর্য্যদেবতা সাক্ষীরূপে থাকিয়া তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি গৃহকার্য্য সম্পাদন

করিবে। আমি যাবৎ জীবিতকাল তোমার পালন এবং সুখার্থী থাকিয়া তোমার হস্ত গ্রহণ করিব।

(২) হে কন্যে! তুমি অশুভদৃষ্টি এবং প্রতিঘাতিনী না হইয়া পশ্বাদির পালন করিবে। সহৃদয়তা, তেজস্বিনী, জীবৎপুত্রপ্রসূতি এবং পঞ্চযজ্ঞানুকূলা এবং সুখকরী হইবে। আমাদিগের সম্যক্ কল্যাণকরী এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকলের শুভকরী হইবে।

(৩) হে কন্যে! তুমি শ্বশুরে, শ্বশ্রূতে, ননন্দাতে ও দেবরে সম্রাজ্ঞী (অর্থাৎ সম্যকপ্রকারে রঞ্জনকারিণী) হও।

(৪) হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অবধারণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর। তুমি একমনা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর। বৃহস্পতি তোমাকে আমার প্রসন্নতা সাধনার্থ নিযুক্ত করুন।

তৎপরে উভয়ে অগ্নির পশ্চিম দেশে আসিয়া জামাতা বধূর দক্ষিণে উপবেশনপূর্ব্বক অমন্ত্রক সমিধ প্রক্ষেপ করিয়া "ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি" নামক হোম করিবেন।

এই কার্য্যের পরে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে উত্তর বিবাহ বলে।

উত্তর বিবাহে বধূসহিত উপবিষ্ট জামাতা পুনশ্চ কার্য্যারম্ভে অমন্ত্রক সমিধ প্রক্ষেপপূর্ব্বক "ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি" হোম করিয়া পশ্চাল্লিখিত অর্থজ্ঞাপক মন্ত্র-বিশেষ দ্বারা ছয়টি আহুতি দিবেন।

"তোমার শরীরস্থ রোম সন্ধির মূর্দ্ধপ্রদেশে এবং পক্ষ্মে এবং নাভিরন্ধ্রে যে সকল দোষ আছে, তোমার কেশে, দর্শনে, রোদনে যে সকল দোষ আছে, তোমার স্বভাবে, ভাষণে, হসনে যে সকল দোষ আছে, তোমার দন্তচ্ছিদ্রে, দন্তে, হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, চক্ষে যে সকল দোষ আছে, তোমার ঊরুদ্বয়ে, রোমসন্ধি ব্যতীত অন্যান্য সন্ধিস্থানে, তোমার শরীরের অন্য সকল অঙ্গে যে সকল দোষ আছে—তাহা আমি পাণিগ্রাহক পূর্ণাহুতি দ্বারা উপশমিত করিলাম।"

তৎপরে জামাতা বধূকে নিম্নলিখিত অর্থসূচক মন্ত্র পড়াইবেন। বধূ এখন বড় একটা মন্ত্র পড়েন না—জামাতাই বধূর প্রতিনিধি হইয়া মন্ত্র পড়িয়া থাকেন। সকল স্থলে তাহাও ঘটে না। পুরোহিতই মন্ত্রপাঠ করেন—এই পর্য্যন্ত।

"পতিকুলে ধ্রুব হইব।" (পূর্ব্বে এই সকল মন্ত্র পড়িয়া নক্ষত্র দেখিতে হইত। এক্ষণ সে প্রথা নাই)। শ্রী

'অমুকের—শ্রী অমুকী এইরূপে বধূ অগ্রে পতির নাম, পরে স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করিবেন। জামাতা পুনশ্চ অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিয়া পড়িতে বলিবেন—

"হে অরুন্ধতি! আমি যেন তোমারই ন্যায় স্বামীতে কায়মনোবাক্যে অভিরুদ্ধ হই।"

তৎপরে বধূকে অবলোকনপূর্ব্বক জামাতা বলিবেন—

"যে প্রকার স্বর্গলোক স্থির, ভূলোক স্থির, দৃশ্যমান চরাচরাত্মক জগৎ এবং পর্ব্বত ধ্রুব বা স্থির, সেইরূপ এই স্ত্রীও পতিকুলে স্থিরা হউক।"

তৎপরে, বধূ পতিগোত্র উচ্চারণ দ্বারা স্বামীকে নিম্নলিখিতরূপে অভিবাদন করিবেন, যথা—

"অমুক গোত্রের শ্রী অমুকী দেবী, আপনাকে অভি-বাদন করিতেছি।"

পতিও এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন—যথা—

"হে সৌম্য শ্রী অমুকী দেবী—তুমি অয়ুষ্মতী হও"।

পরে কোন সধবা স্ত্রী পূর্ব্বস্থাপিত জলপূর্ণকুম্ভ হইতে আম্রপল্লব দ্বারা জল লইয়া বধূ ও বরকে অভিষেক করি-বেন। পরে জামাতা সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া "ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি" নামক হোমবিশেষ সম্পন্ন করিবেন।

ইহার পরে যে ক্রিয়াঙ্গ আছে, তাহাকে "ভোজনাদি" বলে। জামাতা (অন্নাভিমন্ত্রণ নিমিত্ত) মন্ত্র পড়িবেন।

"হে বধু! তোমার ধন এবং হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি। এই বন্ধনে অন্ন রজ্জুর কার্য্য করিবে এবং সত্য গ্রন্থিবৎ কার্য্য করিবে। মণি যেমন সূত্র দ্বারা আবদ্ধ হয়, ইহাও সেইরূপ প্রাণসূত্রে গ্রথিত হইবে।"

"হে বধু! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক।"

"যে অন্ন প্রাণবায়ুর বন্ধন, সেই অন্ন দ্বারা আমি, তুমি শ্রী—অমুকী দেবী, তোমাকে বশ করিতেছি।"

পরের ব্যাপারের নাম যানারোহণ। তাহা এইরূপ—(এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত রূপে উচ্ছিষ্টান্ন বধূকে প্রদান এবং তৃতীয় দিবসে যানারোহণ পূর্ব্বক বধূকে লইয়া স্বগৃহে গমন প্রভৃতি কার্য্য সর্ব্বত্র ব্যবহার নাই। কেবল তত্তৎসম্বন্ধীয় মন্ত্রগুলি পাঠ হয় মাত্র।)

"হে বধু! শিমুল ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সুন্দর, পলাশ ফুলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, সুবর্ণকান্তি, নানাবর্ণ, সুন্দর এবং সুচক্র, গমনশীল রথে আদিত্যের পত্নীর ন্যায় আরোহণ কর এবং আদিত্যের রথ হইতে যেরূপ সলিলের উৎপত্তি হয়, তোমা হইতে সেইরূপ পুত্র পৌত্রাদি

ধনধান্যের উৎপত্তি হউক। তুমি পতির মঙ্গল উৎপাদন কর।”

“হে পথ, এই দম্পতী স্বগৃহে যাইতেছে। যে সকল চোর পথ অবরুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহারা যেন দম্পতীর এই পথ না জানে।”

“বরবধূযুক্ত গৃহে গো, অশ্ব এবং পুত্র প্রসূত হউক এবং সহস্র দক্ষিণক যজ্ঞ যে দেবতার প্রসাদে সম্পন্ন হয়, সেই আদিত্য দেব প্রসন্ন হউন।”

তৎপরে সধবা ব্রাহ্মণীগণ বধূর ক্রোড়ে কোন অকৃত-চূড় ব্রাহ্মণকুমারকে উপবেশন করাইয়া উহার হস্তে ফলমূলাদি ভক্ষণজন্য দিবেন। পরে জামাতা ইহাকে উঠাইয়া ধৃতি হোমাদি করিবেন। ধৃতি হোমের মন্ত্র এই—

“এই গৃহে তোমার ধৈর্য্য হউক, আত্মীয়দিগের সহিত মিলন হউক, এই গৃহে রতি হউক, এবং বিশেষতঃ আমাতে তোমার ধৃতি, মিলন ও রতি হউক।”

ইহার পরের ক্রিয়াগুলি তোমাকে বলিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা।

স্বামী। কেমন দেখ্‌লে ?

স্ত্রী। বেশ।

স্বামী। সে তো এক কথা ধরাই আছে। তার পর ?

স্ত্রী। আবার তার পর বল্‌তে হবে ?

স্বামী। হবে বৈ কি। তোমাদিগের দেখ্‌বার সাধ আছে আর আমাদের কি শুন্‌বারও সাধ নাই ?

স্ত্রী। তবে শুন। আগে আমার কথা বলে নি, তার পর আর সকলের কথা বলিব।

স্বামী। বল।

স্ত্রী। মেয়েটি দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়; তবে যে সুন্দরী বলা যায়, তাও নয়। চরিত্রসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না—দুই দশ মাস এক সঙ্গে না থাক্‌লে কাহারও চরিত্রসম্বন্ধে মত দিবার অধিকার নাই। দূর হইতে যাহাকে অকলঙ্কচরিত্র বলিয়া বোধ হয়, সম্মুখে আসিলে

তাহার কলঙ্ক দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব নহে। আবার দূর হইতে যাহাকে কুচরিত্রা বলিয়া থাকি, নিকটে আসিলে হয়ত তাহার গুণরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

স্বামী। বেশ বলিয়াছ। চরিত্রসম্বন্ধে বাহিরের লোকের মত কোন কাজের নহে। আচ্ছা, আর সকলে কি বলিলেন?

স্ত্রী। তাহা বলিব না; তুমি ঠাট্টা করিবে।

স্বামী। অনর্থক ঠাট্টা করিব না। যদি ঠাট্টা করিলে কোন উপকার সাধিত না হয়, তবে তাহাতে প্রয়োজন?

স্ত্রী। কে কি বলিয়াছেন, শুন। সর্ব্বপ্রথমে দিগম্বরী দিদি বলিলেন "বউটা বড় বেহায়া; বর্ণটা শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠব নাই। নাকটা খাঁদা, যেন দুইটি নাকের মধ্য দিয়া একটি সরু গলি গিয়াছে। চোক দুইটী ছোট। হাতপাগুলি বড় বড়;" ইত্যাদি। যোগীনের মা বলিলেন, "বউটি ফিট গৌরবর্ণ; অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ আছে। নাকটি একটু খাঁদা বটে, কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে বুঝায় না।" আর কত বলিব। কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন, আবার কেহ বা সুখ্যাতি করিয়াছেন। নিন্দা করার লোকের ভাগই অধিক। প্রশংসা মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়েরাই করিয়াছেন।

স্বামী। তোমাদের মধ্যে এই দোষটি বড় গুরুতর। যখন হাতে কোন কাজকর্ম্ম না থাকে তখনই একটি না একটী লোককে ধরিয়া বস। 'বিষবৃক্ষের" হরিদাসী বৈষ্ণবীর মত সে বেচারা হংস হইতে কাক হইয়া পড়ে। খাবার সময়, নাবার সময় যখনই দুই দশজন স্ত্রীলোক একত্র হয়েন তখনই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বল দেখি, এ সব কেন ?

স্ত্রী। কেন, তাহা জানি না। তবে এই বলিতে পারি, পরনিন্দায় একটু আনন্দ জন্মে।

স্বামী। ঠিক্ বলিয়াছ, পরনিন্দায় আনন্দের একটু বিকার জন্মে। কেন তাহা জান ?

স্ত্রী। না। তুমি বলিতে পার ?

স্বামী। বোধ হয় পারি।

স্ত্রী। বল দেখি, শুনি।

স্বামী। লোকে নিজের প্রশংসার কথা শুনিলে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। এই সন্তোষটি স্বাভাবিক—ইহা সৎকার্য্যের পুরস্কার ও উত্তেজক। এই প্রশংসা দুই রকম হইতে পারে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে আর পরম্পরা সম্বন্ধে। তুমি একটি ভাল কার্য্য করিলে, তোমার নাম ধরিয়া প্রশংসা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রশংসা। আর,

তোমাদের এক পরিবারস্থ সকলের নিন্দা করিয়া তোমাকে কিছু না বলা, পরম্পরাসম্বন্ধে প্রশংসা। বলা বাহুল্য যে, এই দুই রকম প্রশংসার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। আমরা যে অন্যকে নিন্দা করিয়া ভালবাসি, ইহার কারণ এই যে, সেইরূপ নিন্দায় আমাদিগকে পরম্পরাসম্বন্ধে প্রশংসা করে। অমুকের এই দোষ, ইহা বলার অর্থ এই যে, আমার এই সকল দোষ নাই। যাহার সেই সকল দোষ থাকে, সে প্রায়ই উহা বলিতে যায় না। যাহারা বলে তাহাদিগের আবার ভিন্ন উদ্দেশ্য। তাহারা প্রশংসা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছে— সকলকেই নিন্দিত করিতে তাহাদের চেষ্টা। অন্যের প্রশংসা শুনিলেই যে অনেকের নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আপনাকে সেই নিন্দা হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া প্রশংসা লাভ করিবার ইচ্ছা। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। যিনি বলিলেন, "বউটির নাক খাঁদা" হয়ত তিনি পরম কুৎসিৎ, সকলকেই এক শ্রেণীস্থ করিতে ভালবাসেন; নহিলে তাঁহার নাকটি সুন্দর— সেই প্রশংসাই তিনি লাভ করিতে চাহেন। আমি এক জন মাতালকে বলিতে শুনিয়াছি, "অমুক মাতাল, অমুক মাতাল, সকলেই মাতাল, মদ না খায় কে?"

ইহার অর্থ কি, বুঝিয়াছ? সকলকে মাতাল বলিতে পারিলে তাহার মাতালত্বের নিন্দা কিছু খর্ব্ব হইবে। নিন্দা দুই রকমেই করা যায়,—নিন্দিত ব্যক্তির প্রকৃত নিন্দনীয় আচরণ লইয়া, অথবা বিদ্বেষবশতঃ তাহার উপর মিথ্যা নিন্দার আরোপ করিয়া; ইহার কোনটিই ভাল নহে। শেষেরটি তো নয়ই। ইহাতে পরনিন্দা ও মিথ্যা কথা দুইটি দোষই আছে। প্রথমটিও ভাল নহে। হ্যাঁ, তবে যদি ইহাতে সেই ব্যক্তির কোন উপকার হয়; তাহার দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ইহা মন্দ নহে। কিন্তু অনেক স্থলে এই মিথ্যা উপকারের ভাণ করিয়া আমরা অন্যকে নিন্দা করিয়া থাকি. ইহা নিতান্ত অন্যায়।

স্ত্রী। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, সুখী লোকের, বাস্তবিক প্রশংসার্হ লোকেরই বেশী নিন্দা হয়।

স্বামী। ঠিক্। পরশ্রীকাতরতা হইতেও পরনিন্দেচ্ছা বলবতী হয়।

স্ত্রী। পরশ্রীকাতরতা বড় দোষের। সে দিন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' * পড়িয়া ইহা সম্যক্ বুঝিয়াছি। গ্রন্থ

* একবার একটি সমালোচনাতে উপদিষ্ট হইয়াছি...নভেলের কথা লইয়া বাড়াবাড়ি ভাল নহে। কিন্তু এই সকল নভেল যে স্ত্রীলোকমাত্রই

কার ঠিক লিখিয়াছেন, "গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ! অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবী-দুর্ল্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর! আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ! গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর, তোমার সুখ গিয়াছে।" ঠিক্ এইরূপই হয় বটে।

স্বামী। পরশ্রীকাতরতাসম্বন্ধে আমি "দম্পতীর পত্রালাপ" হইতে একখানি পত্র পড়িয়া শুনাইতে ইচ্ছা করি। স্বামী স্ত্রীকে লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রিয়তমে—অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমার চিঠি পাই নাই; শ্রীমান্ বসুধার পত্রে জানিলাম যে, তোমার কি অসুখ হইয়াছে। এখন কেমন আছ? ব্যারাম সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইয়াছে কি?

পড়িয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধার করায় বা দুই একটি চরিত্রের সাধারণ সমালোচনায় উপকার বই অপকার হয়, এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।—গ্রন্থকার।

গতকল্য আমি এক বন্ধুর সঙ্গে বড় ঝগড়া করিয়াছি। তিনি বলেন, আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ সাধারণতঃ বড় ক্ষুদ্র। পরের সুখ তাহাদের চক্ষে বড় সহ্য হয় না। আপনার পতি আপনাকে ভালবাসুক—দশরথ পর্য্যন্তও হউক, কিন্তু অন্যের পতি অন্যকে যেন ভালবাসে না। তাহা শুনিলেই তাহাদের মুখ ভারী হইয়া পড়ে। আপনার মেয়েটিকে জামাই খুব ভালবাসুক, কিন্তু ছেলে যেন পুত্রবধূকে ভালবাসে না। এ কথা সত্য কি?

আমি তোমাদের নিকট নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নই—তাঁহার এই কথা সহসা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম যে, স্ত্রীলোকেরা পরশ্রীকাতরা—এ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পুত্র, পুত্রবধূ এরা তো পর নয়। পুত্রবধূ পুত্রকে ভালবাসিবে, এতে তবে তাহাদের কষ্ট হবে কেন? এ হ'লে তো জামাইর শ্রীতেও এঁরা কাতর হইতে পারেন? তিনি এতদুত্তরে বলিলেন 'তুমি জান না—সকলেরই আপন আপন জাতির সুখের প্রতি অধিক দৃষ্টি। পুরুষে অন্য পুরুষের সুখে বেশী কাতর হয়; রমণী রমণীর শ্রী সহ্য করিতে পারে না। তবে বিবেচনা কর, ঝিটি

আপন—পুত্রবধূটি পর। অতএব তাহার সুখে একটু কষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য কি!' আমি এবারও তাঁহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম যে, ঝির সুখে তো জামাই সুখী হয়, আর পুত্রবধূর সুখে তো পুত্র সুখী হয়, তবে প্রথমটীতে তো তাহাদের বেশী বিদ্বেষ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এর পর তিনি একটি কথা কহিয়াই আমাকে নিরস্ত করিলেন, 'যাহারা পরশ্রীকাতরা, তাহারা পুত্রবধূর সুখে যে পুত্রের সুখ হয়, এতদূর দৃষ্টি রাখে না।' হারিয়া চুপ করিলাম—আর করিব কি?

সরোজিনী তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সুখিনী হইয়াছে, আর তুমি তাহা পার নাই, এই বলিয়া কি তুমি তাহার সুখে কাতর হইবে? তুমি তাহার ন্যায় সুখী হইতে চাও, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু তুমি তাহার দুঃখ দেখিয়া যে সুখী হইতে চাও, এটা তোমার ভুল। এ জগতে অন্যের দুঃখে কাহারও সুখ হইতে পারে না। তবে যে আমরা শত্রু নিপীড়িত দেখিলে সুখী হই, ইহা সুখ নহে। পূর্ব্বদুঃখের নিষ্কৃতি। আর ইহার মুখ্য কারণ অন্যের দুঃখে নয়, সেই দুঃখের সঙ্গে আমাদের দ্বেষের নিষ্কৃতিতে। পূর্ব্বে তুমি তাহার ভাল অবস্থার সময়ে,

পরশ্রীকাতরা হইয়া কষ্ট পাইয়াছ, এখন তাহার সাবেক দিন নাই—তাহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে ; সুতরাং তোমার দ্বেষও কমিয়াছে, আর দ্বেষের অপরিহার্য্য ফল দুঃখও কমিয়াছে। তাই বলিয়া তুমি নূতন ভোগসুখ কিছুই পাও নাই—পূর্ব্বের অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছ। এস্থলে তোমার দুঃখভোগই অধিক হইল। তবে দেখ, অন্যের সুখে কাতর হইলে, তোমার সুখ হইতে পারে না—কষ্টই সার হয়। বল দেখি এ কষ্ট কেন ?

এবার পত্র লিখিয়া মনের তৃপ্তি হয় নাই। বিষয়টি বড় সোজা বোধ হইল না। যাহা হউক কখন পরশ্রী-কাতরা হইও না, অন্যের সুখে সুখী হইও। সুখ তোমার আয়ত্ত রাখিও, পত্রোত্তর সত্বর চাই।"

পরশ্রীকাতরতা কাহাকে বলে, পরনিন্দা ও পরশ্রী-কাতরতা কেন লোকের নিকট এত প্রিয়,স্থূলভাবে বুঝিতে পারিলে। এখন ইহাতে কি কি অনিষ্ট হয় শুনিবে ?

স্ত্রী। তাহাও ইহাতেই আছে। অতিরিক্ত বলিবার আবশ্যকতা নাই। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাও আছে। পরনিন্দাপ্রিয় হইতে হইতে কি হইয়া পড়িতে হয়, পরশ্রীকাতরতার পরিণাম কি, ইহা আমরা বেশ জানি।

স্বামী। তবে আর অধিক বলিলাম না।

বিবিধ।

স্বামী। কি পড়িতেছিলে ?

স্ত্রী। "নারী-নীতি।"

স্বামী। বেশ বই, পড়। তোমার ন্যায় শিক্ষিতার পক্ষে স্ত্রীদিগের জন্য লিখিত অন্য কোন পুস্তকই ইহার মত নহে। কিন্তু এ সব শুদ্ধ উপদেশের পুস্তক, ইহাতে আকর্ষণী শক্তি বড় একটা নাই। যদি এমন বই হয় যে, তাহা পড়িতেও ভাল লাগে, উপদেশও থাকে, তবে তাহা কিছু কার্য্যকরী হইবার সম্ভব।

স্ত্রী। হাঁ। কেবল শুষ্ক উপদেশ ভাল লাগে না। বুঝি যে, ইহা ভাল লাগা উচিত, কিন্তু বুঝিলে কি হয় ? আমি ভাবি : ইহার এক একটি কথা লইয়া যদি এক এক খানি নবেল হয়, তবে আমাদের বড়ই উপকার হয়। পড়িতেও ইচ্ছা হয়, উপদেশগুলিও মনে থাকে। "স্বর্ণ-লতা", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "আনন্দমঠ", "দেবী

চৌধুরাণী” প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে যেরূপ আনন্দ হয়, ইহাদের সার কথাগুলিও মনে সেইরূপ জাগরূক থাকে।

স্বামী। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। ইহার এক একটি নীতি কথা লইয়া এক একখানি নবেল লিখিলে, দেশের বড় উপকার হয়। তাহা হইলে ঐ একটি নীতির সহিত কত নীতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয়। পাঠকেরা ইহাতে নীতিপুস্তক ও নবেল, দুইয়ের ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন।

স্ত্রী। তোমার মতে কিরূপ পুস্তক আমাদিগের পড়া কর্ত্তব্য।

স্বামী। আমি তাহা বলিতে চাহি না। ভাল মন্দ নিজে বুঝিতে পার না?

স্ত্রী। কতক পারি বটে। তবু তোমার মত শুনিতে ইচ্ছা করে।

স্বামী। আমি এতৎ সম্বন্ধে কোন মত শুনিতে প্রস্তুত নহি। তোমার যাহা পাঠ্য, অন্যের তাহা পাঠ্য না হইতে পারে। লোকের রুচি, বুদ্ধি, শিক্ষা প্রভৃতি দেখিয়া ইহা স্থির করিতে হয়।

স্ত্রী। তবু—

স্বামী। যে সকল পুস্তক পাঠ করিলে জ্ঞান, মমতা,

সহানুভূতি, স্বদেশপ্রিয়তা পরিপুষ্ট হয়, যে সকল পুস্তক পাঠে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করা যায়, যাহা পড়িলে আমাদিগের সৎকার্য্যে উৎসাহ জন্মে এবং অসৎকার্য্যে ঘৃণা হয়, সেই সকল পুস্তকই পড়া কর্ত্তব্য। স্থূলভাবে ইহাই জানিয়া রাখ।

স্ত্রী। তবে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করা কি উচিত নহে?

স্বামী। খুব উচিত। আমি তো এই জন্যই নিঃশেষ করিয়া সকল বলিতে চাহি নাই। একটি কথা মনে করিয়া রাখ, যিনি আপনার কর্ত্তব্যসমূহ ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন এবং তৎপ্রতিপালনে উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই সুশিক্ষিত বলা যায়। এই কর্ত্তব্য ত্রিবিধ—শরীরের প্রতি, হৃদয়ের প্রতি ও আত্মার প্রতি। স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ রাখিয়া, শরীরের প্রতি দয়া, মায়া, স্নেহ, সমবেদনা প্রভৃতি গুণসমূহের যথোচিত পুষ্টিসাধন করিয়া মনের প্রতি এবং ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া আত্মার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যাহাতে এই সকল কর্ত্তব্য পালনে শিক্ষা প্রদান করে, কিংবা যাহা যাহা পড়িলে নির্ম্মল বিশুদ্ধ আনন্দানুভব করা যায়, তাহাই সুপাঠ্য।

স্ত্রী। স্বাস্থ্যরক্ষা না করিলে কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন করা হয়?

স্বামী। হয় বৈ কি। হাজার পুণ্যবান হউন, হাজার হৃদয়বান্ হউন, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন না করিলে, রোগগ্রস্থ হইতেই হইবে। যখন ঈশ্বরের এই নিয়মটি দেখিতে পাইতেছ, তখন এতৎসম্বন্ধে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা কেন করিতেছ বুঝি না। আর শরীর সুস্থ না থাকিলে কি হৃদয় ও মন ভাল থাকিতে পারে?

স্ত্রী। তবে আমাকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম বলিয়া দাও।

স্বামী। হাঁ, সে তো আমারই কাজ! অন্নদা বাবুর "আয়ুর্ব্বর্দ্ধন," আর যদি পার, তবে বাঙ্গালা "ভাবপ্রকাশ" খানি পড়িও, সব জানিতে পারিবে। আমি এতৎসম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহি না; আর দশ জনের মত যে বলিব, ১০টার সময় নিদ্রা যাইও, ৬টার সময় উঠিও, ইত্যাদি, ইহা আমি পারিব না। যে বিষয় আমি নিজে ভাল করিয়া জানি না, তাহা অন্যকে শিক্ষা দিব কিরূপে? তবে এই পর্য্যন্ত হইতে পারে যে, উভয়ে একত্র হইয়া সেই সকল গ্রন্থ পড়িতে পারি।

স্ত্রী। তবে তাহাই হউক।

স্বামী। তোমাদের আরও কয়েকটি বিষয় শেখা উচিত। শিল্প-বিদ্যা, রন্ধন-বিদ্যা।

স্ত্রী। আর ধাত্রী-বিদ্যা!

স্বামী। তাহা তো স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

স্ত্রী। আচ্ছা, এই সকল বিষয় শিখিবার উপায় কি?

স্বামী। উপায়, যাঁহারা ভাল জানেন, তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করা। বই দেখিয়া এ জ্ঞান জন্মান যায় না, বরং এ বিষয়ে একটু জ্ঞান জন্মিলে, পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা তাহা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। অধ্যবসায় ও শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে কিছুই কঠিন নহে। তবে একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। প্রথমতঃ বেশী আবশ্যক বিষয়গুলি শিক্ষা না করিয়া অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করা বিহিত নহে। আগে ডাল ভাত রাঁধিতে না শিখিয়া, পোলাও ইত্যাদি রাঁধিতে যাওয়া অন্যায়। আগে বালিসের ওয়াড়, কোট, জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে না শিখিয়া, কার্পেটের জুতা তৈয়ারি করিতে শেখা আমার নিকট ভাল বোধ হয় না।

স্ত্রী। ভাল কথা মনে করিয়াছ; দেখ দেখি এ ফুলটি কেমন হইয়াছে?

স্বামী। বেশ হইয়াছে। এ বিধাতা কে ?

স্ত্রী। আগেই ঠাট্টা ; তবে আর বলা হইল না।

স্বামী। না, সত্যি কে তৈয়ার করেছে ? বড় সুন্দর হইয়াছে। ইহার শুদ্ধ যে শিল্পচাতুরীর প্রশংসা করিতেছি, তাহা নহে। ফুলটি বড় ভাবশুদ্ধ হইয়াছে। যেন প্রভাত কালে সূর্য্য উদয় হইতে না হইতেই কে এটীকে তুলিয়া আনিয়াছে। প্রাণয়িযুগলের প্রথম প্রণয়সম্ভাষের ন্যায় ফুলটির মুখ ফুটিয়াও ফুটিতেছে না। ভিতরে কত কথা, কত ভাব, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশিত হইতেছে না। ভিতরে যেন কত সৌন্দর্য্য—প্রকাশিত হইলে যেন কত সুন্দর হইয়া পড়িত, কিন্তু প্রকাশিত হইয়াও হইতেছে না। দুই একটা দলে যেন শিশিরবিন্দু গোলাকার হইয়া মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও বা এক ফোঁটা শিশির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কতকাংশ নীচে বহিয়া পড়িতেছে, কতক দলে লাগিয়া রহিয়াছে। প্রভাতহিল্লোলে যেন একটি পাতার অগ্রভাগ ঈষৎ কাঁপিতেছে। বল দেখি, এ ফুলটি কোন্ ফুলের তৈয়ারি ?

স্ত্রী। (সলজ্জভাবে) আমি আজ এটি তৈয়ার করিয়াছি। আচ্ছা, তুমি যে এত ব্যাখ্যানা কল্লে, আমি

তো ইহার কিছুই ভাবিয়া করি নাই। যে সুন্দর, সে বুঝি সবই সুন্দর দেখে ?

স্বামী। যে সুন্দর, সে বুঝি সবই সুন্দর করে ?

স্ত্রী। তোমায় আর কথায় আঁটিতে পারা যায় না। বল দেখি, ইহা শিক্ষা করা কি ভাল নহে ?

স্বামী। ভাল নয় তাই কি আমি বলিয়াছি ? আমি বলিয়াছি, প্রথমতঃ বিশেষ আবশ্যক যাহা তাহা শিখিয়া এ গুলি শিখিলে ভাল হয়।

স্ত্রী। বুঝিলাম। চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে তোমার কি মত ?

স্বামী। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অভ্যাস করিয়া এ সব বিষয় যত শিখিবে, ততই ভাল। রন্ধন সম্বন্ধে তোমার কি মত ?

স্ত্রী। আমার মতে সকলেরই এই বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। রাজরাণী হইলেও তাঁহাকে রাঁধিতে শিক্ষা করা উচিত।* পতিপুত্রকে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়া-

* আজকালকার অনেক মেয়ে রাঁধিতে হইবে শুনিয়াই ঘৃণায় ও অভিমানে ঠোঁট উলটাইয়া থাকেন। ব্যারাম হইবে, কাপড় ময়লা হইবে, হাতে দাগ লাগিবে, কোমল হস্ত কঠিন হইবে, চক্ষে ধূম লাগিবে, নবনীত গাত্রে উত্তাপ লাগিবে, এ সব অসহ্য যাতনা তাঁহাদের সহ্য হয় না। যে

ইয়া যত সুখ, এত সুখ কি পরের হাতের রান্নায় হয়? পতি খাইতে বসিয়াছেন, স্ত্রী একটার পর আর একটা ব্যঞ্জন দিতেছে, পতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কে রাঁধিয়াছে?" বলিতে সাহস হইতেছে না, স্ত্রী ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কেমন হইয়াছে?" পতি বলিতেছেন "বেশ হইয়াছে।" সে কথায় যেন স্বর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন মনের ভিতর কত আহ্লাদ হয়, তাহা কে বলিবে? অমনি তিনি না বলিতে বলিতে আবার সেই ব্যঞ্জন খানিকটা আনিয়া স্ত্রী তাঁহার পাতে দিল; পতি ঈষৎ হাস্য করিলেন, সে যেন আনন্দে দু'খানা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। বল দেখি, স্ত্রীর পক্ষে ইহা কত সুখের বিষয়! ইহা অপেক্ষা সুখ কি আর আছে? স্বামীর মুখে আনন্দ চিহ্ন স্ত্রীর যে কত সন্তোষের, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তোমাদিগের মুখ যখন বিষণ্ণ দেখি তখন জগৎসংসার যেন অন্ধকার বোধ হয়। মনে হয়, কেন তোমাদিগের এ কষ্ট দূর করিবার ক্ষমতা শিখি

দেশে অন্নপূর্ণার পূজার বিধান রহিয়াছে, যে দেশে দ্রৌপদীর, নল রাজার রন্ধন-বৃত্তান্ত পুরাণশাস্ত্রে কথিত আছে, সেই দেশের রমণীগণ যে, আজ পাশ্চাত্য বিলাসিনীদিগের অনুকরণ-প্রিয়া হইয়া রন্ধন-বিদ্যাকে এত হেয় জ্ঞান করেন এ দুঃখ কাহাকে জানাই!

নাই ? কেন তোমাদিগের এ ভাবটি আমাদের নিজের স্কন্ধে লইয়া তোমাদের বিষণ্ণ মুখে হাসি দেখিতে পাই না ? তাহা হইলে তো তোমাদেরও কষ্ট হয় না, আমাদেরও কষ্ট হয় না। তোমরা অনিচ্ছায় কর, নিজের জন্য, কাজেই তোমাদিগের কষ্ট হয়। আর আমরা স্বেচ্ছায় করিতাম, তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, আমাদিগের কষ্ট হইত না।

স্বামী। সরোজ !

স্ত্রী। কেন ?

স্বামী। তোমার মত স্ত্রী যদি সকলের হইত—

স্ত্রী। তবে সকলেরই তোমার মত কষ্ট পাইতে হইত।

স্বামী। কি বলিলে, সরোজ, আমার ন্যায় সকলের কষ্ট পাইতে হইত ! আমার এ যদি কষ্ট হয়, তবে আমার পরমবন্ধুকে আশীর্ব্বাদ করিব 'তুমি যাবজ্জীবন কষ্ট পাও'। এ কি—

স্ত্রী। থাক্ আর বলিতে হইবে না। বল দেখি, এ সব বিষয় শিখি কিরূপে।

স্বামী। কথাটা ফিরাইয়া ফেলিলে ; আচ্ছা তবে থাক্। এ সব বিষয় পুস্তকাদি দেখিয়া ঠিক শেখা যায়

না। পুস্তকাদি দেখিয়া একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মাইয়া লইতে হয়, তার পর অধ্যবসায় ও সাবধানতার সহিত পাক করিতে করিতেই ভাল হইয়া দাঁড়ায়। ইহা অভ্যাসের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

স্ত্রী। যদি অভ্যাসে ইহা হয়, তবে অবশ্য আমি ইহা শিখিব। তোমরা আমাদের ভরণপোষণের জন্য, লজ্জা মান রক্ষার জন্য সহস্র কণ্টক তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণ করিতে পার, আর আমরা তোমাদিগের শরীর রক্ষার জন্য ঘরে বসিয়া অভ্যাসলব্ধ এই বিদ্যাটি শিখিতে পারিব না?

আর একটি গুরুতর বিষয়ের কথা তুমি বল নাই।

স্বামী। কি?

স্ত্রী। সন্তান-পালন।

স্বামী। যখন তাহা বলা আবশ্যক হইবে বলিব।

স্ত্রী। (কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া) যখন আবশ্যক হইবে কেমন? এই যে আমার দাদার ছেলে পুলে আছে, তাহাদিগকে কি লালন পালন করিতে হয় না?

স্বামী। ঠিক কথা বলিয়াছ। সন্তানের ভাবী জীবন অনেকটা বাল্যশিক্ষার উপরেই নির্ভর করে। আবার সন্তান মাতার যেরূপ বাধ্য, তাঁহার যেরূপ শিক্ষার

অধীন, এরূপ আর কাহারও নহে। সুতরাং এ বিষয়টি শিক্ষাকরা জননীমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

স্ত্রী। কিসে ইহা শেখা যায়?

স্বামী। নিজে জ্ঞান লাভ করিয়া। ইহার একটা নিয়ম বলিয়া দেওয়া যায় না। একটী সাধারণ সূত্র মনে রাখিয়া বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলেই ইহা সহজ হইয়া দাঁড়ায়।

স্ত্রী। সে সূত্র কি?

স্বামী। বালকগণ যাহাতে বাল্যাবধিই শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধনে আসক্ত হয়, তদ্বিষয়ে মাতার যত্নবতী হওয়া উচিত; শিশুগণ মাতার চরিত্র যেরূপ অনুকরণ করে, এরূপ আর কাহারও নহে; সুতরাং মাতৃগণ অতি সাবধানতার সহিত শিশুগণের নিকট তাঁহাদের চরিত্রের দোষভাগ লুক্কায়িত রাখিবেন এবং গুণভাগ উজ্জ্বলভাবে তাহাদের সম্মুখে ধরিবেন।

স্ত্রী। আচ্ছা, ছেলে-পুলেকে কি মারা ধরা ভাল?

স্বামী। কখন কখন ভালও হইতে পারে। আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। তোমার নিকট ঐ যে "নারীনীতি" রহিয়াছে, উহাতে এ বিষয় বড় সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। পড়িয়া দেখিও, সন্তানপালন বিষয়ে

অনেক উপদেশ পাইতে পারিবে। অনেকে বেশী স্নেহ করিয়া সন্তানগুলি একেবারে মাটি করেন। আদরে আদরে ছেলেগুলি উদ্ধত, অভিমানী ও ক্রোধী হইয়া দাঁড়ায়। যদি এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আবার কিছু বলা যায়, তাঁহারা বলেন, "একটু বিন্দু মাংসের ডেলা এখনই ওর কি হয়েছে; বড় হইলে সব সারিবে।" একটী সাধারণ কথা তাঁহাদের মনে হয় না যে, "কাঁচাতে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাস টাস।"

স্ত্রী। আচ্ছা, তুমি কোনরকম ছেলেপুলেকে ভাল বল? খুব ডান্‌পিটে, না খুব শান্ত? যে দিবারাত্রি মারামারি করিয়া বেড়ায় তাহাকে, না যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কথাটিও কহে না, তাহাকে?

স্বামী। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন করিয়াছ। আমি ইহার কি উত্তর করিব জানি না। কোন্ রকম ছেলে কি হইয়া দাঁড়ায় ইহা পূর্ব্বে কেহ বলিতে সমর্থ হয় না।

স্ত্রী। আচ্ছা, এতৎসম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার আবশ্যক? ছেলে যদি বেশী দুরন্ত হয়, তবে কি তাহাকে জোর করিয়া শান্ত করা উচিত?

স্বামী। তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার একটী আবশ্যক কথা মনে হইল। কথাটি এই:—বাল্যকালে

শিশুগণের মনোবৃত্তি স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় জনকজননীগণ বড় শৈথিল্যপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্যায় কার্য্য করিলে শাসন দরকার বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে সন্তানগণের স্বাধীনভাব বিকশিত হইতে দেওয়া উচিত। বাল্যাবধিই যাহাকে সব কার্য্যে অন্যসাপেক্ষ থাকিতে হয়, তাহার মনুষ্যত্ব কদাপি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সন্তান একটা অপরাধ করিলে, শাসনকারী অভিভাবকের উচিত, প্রথমে তাহাকে সেই কার্য্যের অবৈধতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। সেই অন্যায্য কার্য্যের ভাবিফল বিশদরূপে বুঝাইয়া না দিলে, সেই কার্য্য করিতে তাহার আসক্তি পূর্ব্ববৎই রহিয়া যায়, সুতরাং সে গোপনে উহা করিতে থাকে। এই প্রকার শাসন অত্যন্ত জঘন্য। শিশুকে অল্পবুদ্ধি বলিয়া, তাহার নিকট এই সকল ব্যাখ্যা না করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য। ভাল কথা শিশুকে বুঝাইয়া দিলে, সে যতদূর বুঝে, বয়স্ক ব্যক্তিগণও বোধ হয়, ততদূর বুঝিতে পারে না। যদি বেশ করিয়া কার্য্যের মন্দটা বুঝাইয়া দেওয়া হয়, শিশুগণের তৎসম্বন্ধে এরূপ এক সংস্কার জন্মিবে যে, কুতর্কের, প্রলোভনের প্রচণ্ড বাত্যাতেও তাহা বিচলিত হইবে না। অনেকে

এইরূপ সংস্কার জন্মান উচিত বোধ করেন না। তাঁহা-
দের এটি নিতান্ত ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। আমি অভি-
জ্ঞতাবলে জানি যে, মন্দ কার্য্যের প্রতি সংস্কারগত
একটি ঘৃণা না জন্মিলে শিক্ষাবলে তাহা জন্মান বড়
কষ্টকর ব্যাপার। সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাস না থাকিলে
জ্ঞান জন্মিতেও পারে না। প্রথমতঃ কতকগুলি সত্য
সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে, নতুবা কাজ
চলিবে না। এ বিশ্বাস—এ সংস্কার যেরূপ আবশ্যক,
ভাল হইলে সেইরূপই উপকারী। মনে কর, "মিথ্যা
কথা কহা অন্যায়," বড় হইলে জ্ঞানবলে সে আপনিই
বুঝিবে, এই আশ্বাসে যদি এই সত্যটি শিশুর মনে বাল্য-
কালেই অঙ্কিত করিয়া না দিই, তবে সে পরিণামে
কিরূপ ভয়ানক হইয়া পড়ে। হয়ত সে এই জ্ঞানটি
যাবজ্জীবনেও লাভ করিতে পারে না, অথবা পারিলেও
এতৎপূর্ব্বে সে ঐ সত্যের অজ্ঞানতাজন্য এরূপ জঘন্য
নীচ কার্য্য করিবে যে, এ জীবনে তাহার আর সংশোধন
হইবে না। তাই বলি, বাল্যকালে শিশুগণের কতকগুলি
সুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য।
এই আর অধিক কি বলিব। "নারীনীতি" খানি মনো-
যোগ করিয়া পড়িও এই বিষয়টি তাহাতে অতি সুন্দররূপে

লিখিত হইয়াছে। সার কথা এই, যাহাতে বালকগণ ধার্ম্মিক, কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, বিনীত, বিবেচক ও বক্তা হইতে পারে, জনকজননী শৈশবাবস্থা হইতেই তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিবেন।

শাশুড়ী ও পুত্রবধূ।

স্বামী। হয়েছিল কি?

স্ত্রী। হেমলতাকে তার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেতে লোক এসেছে—হেমলতা সেখানে যাবে। গৃহিণী তার যাবার জন্য বন্দোবস্ত কচ্ছিলেন,—সঙ্গে কি কি দ্রব্যাদি দিবেন তারই যোগাড় কচ্ছিলেন, এমন সময়ে বউ আসিয়া সেখানে উপস্থিত। সে যে বেশ, দেখ্‌লে ভয় হয়! চুলগুলি এলো, মস্তকের আবরণ উন্মুক্ত, গায়ের কাপড় স্থানচ্যুত, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, ভ্রূ কুঞ্চিত! সেখানে যে যে ছিল সকলেই সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। আমরা এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। রায়বাঘিনী আসিয়াই বলিতে লাগিল "এই রকম প্রতি যাত্রায় ঘরের জিনিষগুলি বাহির করিয়া দিবে, এতে ক্রোরপতির সংসারও উচ্ছন্ন হয়। ঘরে কি আর জিনিষ আছে! মেয়েই ওঁর প্রাণ, আর ছেলে যেন ভেসে এসেছে। কেবল মেয়েকে দেওয়া, মেয়েকে দেওয়া, কেবল বলেন, মেয়ে গরিবের হাতে

"এই রকম প্রতি যাত্রায় ঘরের জিনিষগুলি বাহির করিয়া দিবে
এতে কোরপতির সংসারে উচিৎ হয়।" পৃঃ ২১৬

পড়েছে, তাকে দু'দশ খানা না দিলে চল্‌বে কেন? তা মেয়ে গরিবের হাতে পড়্‌লো কেন? ভাল ঘর দেখে দিলেই ত হতো। এই জন্য কি আমরা দায়ী?" সে যে স্বর, তা আর কি বল্‌ব। আমরা শুনিয়া অবাক! গিন্নী কাঁদিতে লাগিলেন। মেয়ে আবার তেমনি! সে ছাড়বে কেন? সে বল্লে—"ভাল! বউ, এ কি তোমার বাপের ধন যে দিতে এত কষ্ট হয়? এসেছেন এক কাঙ্গালের ঘর থেকে, জন্মে এসব দেখেন নি, এর উপরে ওঁর মায়াখানা দেখ! আর নাই বা হবে কেন? যেম্‌নি বাপ তেম্‌নি ঝি!" আর যেই এই কথা বল্লে, অমনি বউ রেগে আটখানা হয়ে মুখে যা এলো, তাই বল্‌তে লাগ্‌ল। কত আর বল্‌ব।

স্বামী। থেমেছে ত?

স্ত্রী। থেমেছে। ঝড়ের পর যেমন সব শান্ত হয়, ঝগড়ার পর তেমনি তিন জনেই শান্ত হইলেন। গিন্নী রাগ করে শুয়ে রহিলেন। প্রাচীনারা তাঁকে বুঝাতে গেল। বউও রাগ করে ছেলেটাকে দুঘা দিয়ে শুয়ে পড়্‌লো। আর হেমলতা প্রতিজ্ঞা ক'রে বাপের বাড়ী থেকে চলে গেল—সে আর এ গৃহে আসিবে না।

স্বামী। বেশ।

স্ত্রী। আচ্ছা তুমি বল দেখি, দোষ কার ?

স্বামী। কারোই নয়, আমার।

স্ত্রী। না সত্যি, দোষ কার ?

স্বামী। দুজনেরই।

স্ত্রী। হ্যাঁ, দুজনের না পাড়াশুদ্ধ লোকের। দোষ বউয়ের। গিন্নির আবার দোষ কি ?

স্বামী। এখন এই কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে হবে না কি ?

স্ত্রী। দোষ কি ? এত লোকে ঝগড়া কর্ত্তে পারে, আর আমরা পারি না ? তুমি ইহার এক পক্ষ ধর, আমি এক পক্ষ ধরি, দেখি কে জিতে কে হারে।

স্বামী। তোমার ঝগড়া কর্ত্তে যদি এত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে বাপের বাড়ী যাওনা কেন ?

স্ত্রী। কেন, সেখানে কি ?

স্বামী। সেখানে ভাইএর বউ আছে।

স্ত্রী। বটে, বাপের বাড়ী গেলে বুঝি বড় খুসী হও।

স্বামী। জিনিষ পত্র কিছু আনতে পারলে খুসী হই বই কি। যাক্ তোমার ইচ্ছা হয়েছে ঝগড়া কর্ত্তে, করো ; এখন দেখ্‌ব, তুমি কেমন উকীল। তুমি কার পক্ষে ?

স্ত্রী। শাশুড়ীর।

স্বামী। কেন তুমি নিজে বউ, শাশুড়ীর পক্ষে কেন ?

স্ত্রী। নিজে বউ বলিয়াই শাশুড়ীর পক্ষ ধরিয়াছি। শাশুড়ী আগে না আমি আগে।

স্বামী। বটে ? গত্যন্তর রহিত হইয়া আমাকেই বুঝি বউয়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইল। হ'ক্, কিন্তু একটি কথা—তর্কের অনুরোধে সত্যের অপলাপ করিও না।

স্ত্রী। তুমি ক্ষেপেছ তাও কি হয় ?

স্বামী। তবে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি শুন। শাশুড়ীর কাছে বউ যেন দাসী ভিন্ন কিছুই নয়। তাঁহার সেবা করা আর ঘরের কাজ করা এই দুইটি কাজের জন্য যেন পুত্রবধূকে আনা হইয়াছে। দাসীর তবু একটু স্বাধীনতা আছে, কিন্তু পুত্রবধূর কপালে তাহাও ঘটে না। প্রথমে এরূপ আচরণ পাইলে বউয়ের যখন মুখ ফুটে, তখন সে শাশুড়ীকে অগ্রাহ্য করিবে না কেন ?

স্ত্রী। আজ তোমার মুখে এই কথা শুনিলাম। কেন তুমিই তো শিক্ষা দিয়াছ, শাশুড়ীর সেবা করা পুত্রবধূর একটি প্রধান কার্য্য। মাতাপিতার সেবা করা তাঁহাদিগকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করা, অবশ্য পুত্রগণের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্রগণ অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এটি ভালরূপে পারিয়া উঠেন না। পুত্রবধূরা যে শ্বশুর

শাশুড়ীকে সেবা শুশ্রূষা করেন, সে কেন সেই স্বামীর কর্ত্তব্যের সহায়ত করেন বলিয়া বুঝেন না? তাহা হইলে বোধ হয়, এত কষ্ট বোধ হইবে না। আর গৃহকার্য্য— সে ত শ্বশুরের যেমন কাজ, স্বামীরও সেইরূপ কাজ। সে ত তাঁহাদের নিজের কাজ তাহা করিতেই বা কষ্ট বোধ হয় কেন? আমার বিশ্বাস এই যে, যদি পুত্রবধূগণ এইটি তাঁদের নিজের কাজ বলিয়া বুঝেন, তবে তাঁহাদের এত কষ্ট হয় না। আমি যে এত করি—অহঙ্কার করিতেছি না—কই তাতে তো আমার কষ্ট বোধ হয় না! এই রকম সকলেই জানিবে।

স্বামী। স্বীকার করিলাম, শাশুড়ীকে সেবা করা প্রকৃতপক্ষে স্বামীর কার্য্য করা। শ্বশুর শাশুড়ী—স্বামীর পিতা মাতা, ইঁহারা সর্ব্বোতোভাবে পুত্রবধূগণের পূজ্য—এ কথা সত্য বলিয়াছ। কিন্তু শাশুড়ী যদি পুত্রবধূকে ভাল না বাসেন, পর পর বোধ করেন, তবে পুত্রবধূ একটু অশান্ত হইলে, সে দোষ কার?

স্ত্রী। তোমার আজ কি হয়েছে? এ কথা তুমি কি বলিতেছ? যার কর্ত্তব্য, সে করুক। শাশুড়ী যদি কর্ত্তব্য না করেন, তবে কি পুত্রবধূ তাহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে? আর এরূপ শাশুড়ীই বা কই? পুত্র যাহাকে

ভালবাসে, পুত্রের যাহা আদরের সামগ্রী, তাহা কি পুত্রের মাতার নিকট অনাদরের হইতে পারে? তবে যদি ওরূপ শাশুড়ী সত্যই থাকেন, তিনি ভাল নয় বলিতে পারি। যেরূপ শাশুড়ীকে সেবা করা পুত্রবধূর কর্ত্তব্য, তেমনি আবার পুত্রবধূকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করা শাশুড়ীরও কর্ত্তব্য। এক পক্ষে পুত্রবধূগণ ভাবিবে যে শাশুড়ীসেবায় তাহারা পতির কর্ত্তব্য করিতেছে। অন্য পক্ষে শাশুড়ী ভাবিবেন, পুত্রবধূ যে পরের মেয়ে হইয়াও তাঁহাকে সেবা করিতেছে, এটি তাহার নিজগুণে।

স্বামী। ঠিক কথা। পুত্রবধূ যাহাই করুক, শাশুড়ীর তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, আর পুত্রবধূগণও শাশুড়ীর যে স্নেহটুকু প্রাপ্ত হন, তাহাই অধিকের ভাগ বলিয়া বোধ করিবেন, কারণ তিনি শাশুড়ীকে যে সেবা ভক্তি করেন, তাহা শাশুড়ীর জন্য তত নহে, যত স্বামীর জন্য। তবে এবার আমি কতক হার মানিলাম। শাশুড়ী পুত্রবধূকে দাসীই ভাবুন, তাহাতে পুত্রবধূর ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তাহার নিজের কর্ত্তব্য পালনে, তিনি দাসী হইলে ক্ষতি কি। আর শাশুড়ী স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যদি পুত্রবধূকে দু'কথা বলেন, তাহা পুত্রবধূর সহ্য করা কর্ত্তব্য। অন্যে কর্ত্তব্যলঙ্ঘন করিল দেখিয়া যে, আমাকেও

কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতে হইবে, ইহা কোন কাজের কথা নহে।

স্ত্রী। তবে আমিও কতক হার মানি। অনেক শাশুড়ী পুত্রবধূগণকে দাসীর ন্যায়ই ভাবেন বটে; এটি তাঁহাদের নিতান্ত অন্যায়। তাঁহাদের পুত্রের উপর যত জোর চলে, পুত্রবধূগণের উপর তত চলে না। পরের মেয়ে আপনার শূন্য হয়ে, তাঁর কাছে এসে রয়েছে; তাঁর এইটি মনে রেখে স্নেহ দয়া করা উচিত, কন্যার মত পালন করা উচিত। পুত্রবধূকে তাহার সাধ্যমত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। নিজের একেবারে সেই কার্য্য হইতে সাধ্য থাকিতে অবসর লওয়া উচিত নহে। একেবারে এত বড় কঠিন কাজ কচি বউদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলে চলিবে কেন? পুত্রবধূ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যদি দুই এক কথা বলেও, শাশুড়ীর তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত। কথায় বলে "কুসন্তান যদ্যপি হয় কুমাতা তথাপি নয়।" পুত্রবধূ কন্যা নয় ত কি? মেয়ে যদি মার উপর রাগ করে, মা তখন কি করেন? শাশুড়ীরও সেইরূপ করা উচিত।

স্বামী। আচ্ছা, তবে আর এক কথা শুন। শাশুড়ী-গণ অল্পবয়স্কা পুত্রবধূদিগকেও কার্য্যভার হইতে নিষ্কৃতি

দেন না। সে বয়সে কি কাজ করা যায়? আবার না করিতে পারিলে ত বউদের নিস্তার নাই। সে দিন তাহার বকুনি খাইতে খাইতে কাটিয়া যাইবে।

স্ত্রী। এটিও তোমার বুঝিবার ভুল। "কাঁচাতে না নোয়ালে বাঁশ পাক্‌লে করে টাসটাস।" ছেলে বয়সে না শিখালে কি বুড় বয়সে কিছু শেখা যায়? যদি মাতা কন্যাকে ছেলেবেলা থেকেই এই সব শিক্ষা দেন, তাহা হইলে সেই কন্যাগণ যখন পুত্রবধূ হইবে তাহাদের বড় একটা বেশী কষ্ট হইবে না। তবে যদি কোন কাজ পুত্রবধূ করিতে অসমর্থ হয়, শাশুড়ীর সেই জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করা উচিত নহে। ভাল করিয়া শিখাইয়া দেওয়া উচিত।

স্বামী। এজন্য আবার কন্যার মাতাকেও অনেকে গালি পাড়িয়া থাকেন। তাতে মেয়ের মনে কষ্ট হয় না?

স্ত্রী। সে কষ্টের জন্য কে দায়ী? তাহার মাতা, না শাশুড়ী? তবে যখন সেরূপ তিরস্কারের কোন ফল হইতে পারে না, শাশুড়ীর চুপ করিয়া থাকাই উচিত। এটিও গেল। আর কি বলিবে বল।

স্বামী। এরূপ অনেক শাশুড়ী আছেন, পুত্রবধূর পিত্রালয়গমনের কথা শুনিলেই চটিয়া উঠেন; বল দেখি এটী কি ভাল?

স্ত্রী। এটি ভাল নয়, সত্য। কিন্তু পুত্রবধূগণের পিত্রালয়ে যাইয়া অধিক দিন থাকা কর্ত্তব্য নহে। শাশুড়ীর-ও কর্ত্তব্য, মধ্যে মধ্যে পুত্রবধূকে মাতাপিতার চরণ দর্শন করিতে হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দেওয়া। তাঁহার কন্যা যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে,ভাবা উচিত পুত্রবধূগণের মাতাদিগেরও সেইরূপ কন্যা দেখিতে সাধ হয়। ইহা ভাবিলেই যথেষ্ট।

স্বামী। ভাল কথা মনে করিয়াছ। কন্যা ও পুত্র-বধূর প্রতি আচরণে শাশুড়ীগণ সময় সময় এত পক্ষ-পাতিতা করিয়া থাকেন যে, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কন্যা যাহা করে, তাহাই ভাল, আর পুত্রবধূ যাহা করে, তাহাই মন্দ। কন্যা ও পুত্রবধূতে ঝগড়া হইলে, শাশুড়ী কন্যার পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। কন্যাও এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া ভয়ানক হইয়া পড়ে। ভাই লজ্জায় কিছু বলিতে পারে না, মা তো স্বপক্ষেই থাকেন, তাহাকে আর পায় কে? সে এক জন হইয়া পড়ে। এই তো দেখিলে, হেমলতার কি অতটা করা ভাল হইয়াছে?

স্ত্রী। এ দোষটা কার? হেমলতার না বউয়ের? তোর দু'খানা আছে, ওর কিছুই নাই; ও একখানা নিয়েছে বলিয়া কি তোর এতটা বলা উচিত? আর তা বলিতে তুই কে? তোর কি?

স্বামী। বাহাবা! স্বামীর কর্ত্তব্যটি স্ত্রীর কর্ত্তব্য, আর স্বামীর ধন বুঝি ভগিনীর ধন! তা বল্‌বেই তো, তোমার ভাই আছে।

স্ত্রী। তা যেন হ'লো ধনটা যেন ওরিই, তাহ'লেও কি এইরূপ বলা সাজে?

স্বামী। তা ঠিক। বউয়ের ওরূপ বলা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। শাশুড়ী একটা কাজ কল্লে কি তার উপর বউয়ের হাত দেওয়া উচিত? কখনই নহে। আর বেশী অন্যায় কাজই বা করেছে কি? কন্যা পেটের সন্তান, স্নেহবশতঃ তাকে দু'খানা দিয়েছে, এতে শাশুড়ীর প্রতি বউয়ের রাগ করা নিতান্ত লঘুচিত্ততার কার্য্য।

স্ত্রী। আর শাশুড়ীকেও বলি। যখন তোমার সাথে বউয়ের বড় একটা মিল নাই, তখন এ সব বিষয় তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এতে কিছু তোমার মেয়ের দুঃখ ঘুচিবে না--তবে আজ একখানা দিয়ে মেয়েকে পুত্রবধূর মন হইতে চিরদিনের তরে দূর করা কি ভাল? ভবিষ্যৎটাও দেখা কর্ত্তব্য।

স্বামী। আরও দেখ। যদি বউ তাহার ভাইকে উচিত সাহায্যও করিল, শাশুড়ী একেবারে অস্থির হইয়া

পড়িবেন। পাড়ায় পাড়ায় কহিয়া ফিরিবেন, "পরে সব জিনিষ লুটে নিল।"

স্ত্রী। উচিত সাহায্য নয় অনেকটা অনুচিতও হইয়া থাকে। বোন্‌কে দেবার বেলায় কষ্ট, কিন্তু স্ত্রীর কথায় শালাকে দেবার বেলায় অনেকের কষ্ট হয় না। এরা নিন্দাভাজন নয় তো কি? তবে তা বলিয়া পাড়ায় পাড়ায় শাশুড়ীর ইহা বলিয়া বেড়ান উচিত নহে। গৃহ-কলহ অন্যকে জানিতে দিবে কেন? দশ জনে এক স্থানে থাক্‌তে গেলেই, ঝগড়াও হয় বিচ্ছেদও হয়; তাই কি সকলকার বাড়ী বাড়ী বলা কর্ত্তব্য?

স্বামী। শাশুড়ী পুত্রবধূর দোষ কীর্ত্তনে যেন সহস্রমুখ।

স্ত্রী। এটি অত্যন্ত অন্যায় আমি স্বীকার করি। পুত্রবধূর কোন দোষ পাইলে নিজে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে, এ কথা অন্যের নিকট কেন পুত্রের নিকটও বলিতেও নাই। পুত্রবধূর নিন্দা হইলে সে নিন্দা কার হয়? পুত্রও ইহাতে অসুখী হয়, পুত্রবধূরও আর ভাল কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। একবার মন্দ নাম হইলে তাহা প্রায় ফিরে না। কার্য্যের উপযুক্ত প্রশংসা না পাইলে, কাজে মন আঁটিবে কেন? ততদূর কি অমন পুত্রবধূরা বুঝিতে পারে?

স্বামী। অনেক সময়ে নিন্দা আপনিই বেরিয়ে পড়ে। পুত্রবধূরা তাহা শাশুড়ীর দোষ বলিয়া ভাবে ইহাও তাহাদের অন্যায়।

স্ত্রী। তুমি এতক্ষণ দোষ ধরিয়া আসিয়াছ, আমি উত্তর করিয়াছি, এখন আমি দোষ ধরি, তুমি জবাব দাও। শাশুড়ী বিধবা হইলে পুত্রবধূগণ তাঁহাকে গ্রাহ্যই করে না। যেন সে একটা ঘরের জঞ্জাল। আমার মাকে বউয়েরা যে কি ভাবে দেখে, বলা যায় না।

স্বামী। এ কথা আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যে শাশুড়ী হইতে সকল, যিনি স্বামীর মাতা, বউ তাঁহাকে কি কখন অনাদর করিতে পারে? তবে শাশুড়ী এই বৃথা সন্দেহ মনে স্থান দিয়া অনেক সময় কষ্ট পান সত্য। এটি কেবল তাঁহার মনের কল্পনা, বাস্তবিক ঘটনা নহে।

স্ত্রী। মনের দোষেও অনেকটা হয় বটে; কিন্তু দুই এক স্থলে কাজেও তাহাই। মনের দোষটা বউ-দেরও কম নয়। শাশুড়ী এক ভাবে কথা বল্লেন, বউ হয়ত তাহার অর্থ ঘুরিয়া ফিরিয়ে অন্য ভাবে গ্রহণ করিবে। তাও যদি তখনি প্রকাশ পায়, গোলমালটা মিটে; তাহা নহে। দুই বৎসর পরে এক দিন ঝগড়ার সময় বউ সে কথা বলিয়া ফেলিবে।

স্বামী। মনের দোষটা শাশুড়ীরই বেশী। "বউ আজ এ ক'ল্লে, বউ আজ আমায় অপমান করেছে, বউ আজ আমার মেয়েকে অশ্রদ্ধা করেছে, মেয়ের ছেলেটাকে তুচ্ছ ক'ল্লে" এই সব ভাবনা শাশুড়ীরই বেশী।

স্ত্রী। তা যদি হয়, তবে শাশুড়ীর এটি অন্যায়। বউয়েরা কিন্তু আর একটি বড় অন্যায্য কাজ করে। স্বামীর কাছে শ্বশুরশাশুড়ীর নিন্দা করাটা কি ভাল? তাও যদি সত্য হয়! সব মিথ্যা কথা জোটাইয়া কি এরূপ করা ভাল?

স্বামী। সে দোষ বেশী সেই পাষণ্ডের যে পিতৃমাতৃ নিন্দা স্ত্রীর মুখে শুনে—সেই মূর্খ স্ত্রৈণের, যাহার নিকট এই সব কথা বলিতে বউয়েরা প্রশ্রয় পায়। এ দোষ বউদের হইলেও তত নয়। বউদের শাশুড়ীকে একটু পর ভাবা নিতান্ত অন্যায্য হইলেও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক নহে; তবে যে পুত্র হইয়া স্ত্রীর মুখে জননীর এই সকল নিন্দার কথা শুনিতে ভালবাসে—সেই—নরকের কীট!

স্ত্রী। আবার অনেক বউ আছে, যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিতেই চাহে না, তাহারা বলে ও সব ছোট লোকের কাজ। প্রাচীন শাশুড়ী দিবারাত্র খাটিয়া

মরেন, আর তাঁহারা দর্পণে মুখ দেখিয়াই দিনপাত করেন। এ কার দোষ?

স্বামী। এইরূপ যদি কেহ থাকে, তাহার নাম করাও পাপ আমি জানি। কলিকাতার কোন শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ প্রথা বটে। শাশুড়ীর উপরেই কাজের ভার। কিন্তু একটি কথা—উল্টে আবার এদেরও শাশুড়ী হইতে হয়। সে সময় নিয়মটির পরিবর্ত্তন হয় না।

স্ত্রী। তা, যেন না হৌক,—এ কি ভাল?

স্বামী। ভাল! এ হতে আর অস্বাভাবিক কাজ কি আছে? বৃদ্ধ মাতা রাঁধিয়া দিবেন, আর পুত্র স্ত্রীর পাদপদ্ম সেবা করিয়া তাহা ভোজন করিবে, এ তো ভালই। বউয়েরা একবার মনে ভাবেন না কি, শাশুড়ী তাঁহাদিগকেও হইতে হইবে? থাক্, আর সওয়াল জবাবে কাজ নাই, এখন কাছারি ভাঙ্গ।

স্ত্রী। তা যেন ভাঙ্গিলাম; এখন বল দেখি, জিতিল কে।

স্বামী। তুমি।

স্ত্রী। না; তুমি।

স্বামী। বেশ—

স্ত্রী। মন্দ কি? তুমি জিতিলে বউদের জিত; আমি বউ আমার কি তবে জিত নহে?

স্বামী। আর তুমি জিতিলে শাশুড়ীদের জিত: তোমার শাশুড়ী আমার মা, তাঁর জিতে কি আমার জিত নয়?

স্ত্রী। তবে উভয়েরই জিত!

স্বামী। কথা ঠিক বটে! কেবল মাত্র শাশুড়ীরও দোষ নহে, কেবল পুত্রবধূগণেরও দোষ নহে। উভয়েরই দোষ আছে। শাশুড়ীরাও কিছু আধিপত্যপ্রিয়। বউরাও কিছু স্বেচ্ছাচারিণী। শাশুড়ী ভাবেন, বউ তাঁহার—বউ ভাবেন তিনি তাঁহার স্বামীর।

স্ত্রী। শাশুড়ীদের আরও একটি দোষ দেখা যায়। যাঁহার দুই তিন জন পুত্রবধূ আছে, তাঁহার কোন এক পুত্রবধূর প্রতি তাঁহাদের অনুচিত স্নেহাধিক্য।

স্বামী। সেটা তাঁহাদের দোষ নয়। স্বভাবতঃই এইরূপ হইয়া পড়ে।

স্ত্রী। এটি মিথ্যা কথা। তুমিই ত একদিন বলিয়াছ যে, ভালবাসাকে ইচ্ছা করিলেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায়। ইচ্ছা করিলে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভালবাসা যায়, আর ভালবাসার যে কোন পাত্রকে ইচ্ছা করিলে

বিস্মৃত হওয়া যায়। ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ; তবে এখন আবার ও কথা কেন ?

স্বামী। আমি সে কথা বলিতেছিলাম না, আমি বলিতেছিলাম কি, সকলকে সমভাবে দেখা বড় শক্ত কথা।

স্ত্রী। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কিন্তু তত শক্ত নহে।

স্বামী। তবে কি কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ? মন আমার উহাকে বেশী ভালবাসে, উহাকে একটু বেশী ভালবাসা দেখাইব, ইহাতে কি দোষ ?

স্ত্রী। প্রথমতঃ "মন আমার উহাকে বেশী ভালবাসে" এ কথার কোন অর্থ নাই ; ইচ্ছা করিলেই তাহা না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভালবাসার অনুরোধে কি কর্ত্তব্য ভুলিব ? ভালবাসাটা মনেই থাকুক। কথা মনে রাখিলেই বুঝি কপটতা হয় ?

স্বামী। সরোজ ! আজ তোমার কথাগুলি শুনিয়া যে কতদূর পরিতৃপ্ত হইলাম, বলিতে পারি না। তোমার লেখাপড়া শুদ্ধ তোমাকে পত্র লিখিতে শিখায় নাই, বুদ্ধিবৃত্তিকেও উন্নত করিয়াছে। বাস্তবিক পুত্রবধূগণের প্রতি শাশুড়ীর সমদর্শিনী দৃষ্টি না থাকিলে, তাহাদের

মধ্যে অসূয়াভাব জন্মিয়া কলহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এটি কেবল শাশুড়ীর বলিয়া নয়। ঘরে যদি এরূপ কেহ থাকেন যে, তিনি এক বউকে অন্য বউ অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসেন, তিনিও এই কলহের কারণ হইতে পারেন। এই কারণেই জামাতৃগৃহে শাশুড়ী প্রভৃতির থাকা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। আবার কেবল বউ সম্বন্ধে এ কথা সত্য নহে, ভাইদের সম্বন্ধেও ইহা সত্য। একজন কোন অনুচিত আদর কি প্রশংসা পাইলে অন্যের সময়ে সময়ে কষ্ট হয়। এই কষ্ট অনেক স্থলে ভ্রাতৃবিরোধে গিয়া দাঁড়ায়। সমান জ্ঞান সকল স্থলেই দরকার। বউদের আপনাআপনি যে যে ঝগড়া হয়, তাহার কারণও অনেক স্থলে প্রভেদজ্ঞান। "ও ছোট, আমি বড়; ওর স্বামী অলস, আমার স্বামী অর্থোপার্জ্জনক্ষম" এইরূপ প্রভেদজ্ঞান সময়ে সময়ে গৃহ-কলহের একটি প্রধান কারণ হইয়া উঠে। এবিষয় অধিক আর কি বলিব। তোমাকে এখন উপদেশ দিতে যাওয়া, তোমার জ্ঞানের অবমাননা করা মাত্র। "স্বর্ণলতা" প্রভৃতি গ্রন্থ যখন তুমি পড়িয়াছ, আমি আর কিছু বলিব না। তোমার জ্ঞানে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। তুমি কিছু শিখিয়াছ।

গৃহিণীপনা-গৃহলক্ষ্মী।

স্বামী। কাঁদিতেছ কেন? কাহার শাশুড়ী চিরদিন থাকে, তুমি এখন বালিকা নও; মাতাও প্রাচীনা হইয়া মরিয়াছেন; তবে এত শোক কেন? এখন তোমার কাঁদিয়া কাটাইলে চলিবে না। সংসারের সমস্ত ভার এখন তোমার উপর—তুমি এখন গৃহিণী, তোমার কত কর্ত্তব্য জান ত?

স্ত্রী। না আর মিছে শোক করিলে কি হইবে? আর কাঁদিব না। এতদিন আমি মহানির্ব্বিঘ্নচিত্তে ছিলাম, মাথার উপরে একজন ছিলেন। কোন বিষয়ের জন্য বেশী ভাবিতে হয় নাই; তিনি কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞাই পালন করিতাম; কাহাকেও আজ্ঞা করিতে হয় নাই। এখন ভাবি, এ ভার আমি কিরূপে বহন করিব?

স্বামী। কর্ত্তৃত্ব করা বড় সহজ নহে সত্য, কিন্তু তাহা ভাবিলে এখন কি হইবে? যখন এ ভার তোমায়

বহিতেই হইবে, তখন ইহা তোমার ক্ষমতায়ত্ত বলিয়াই ভাবা উচিত। আপনার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস না থাকিলে কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এখন তোমায় ভাবিতে হইবে যে গৃহিণীপনা কঠিন কার্য্য হইলেও তোমার সাধ্যায়ত্ত। এ বিষয়ে তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিলে তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর। সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। কেন পারিবে না? এত লোক পারে তুমি পারিবে না? অধ্যবসায়, সুশিক্ষা ও সাহস থাকিলে কোন্ কার্য্য অসাধ্য হয়?

স্ত্রী। তা বটে, কিন্তু তবু যেন কেমন একটা ভয় হয়। আর এ বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাই বা কি পাইয়াছি? তুমি আমাকে এতৎ সম্বন্ধে ত কিছুই বল নাই?

স্বামী। না বলিয়াছি কি? সকলি বলিয়াছি। আর আমি যেন বলি নাই, মার কার্য্যও কি দেখ নাই? দেখিয়া শিক্ষার অপেক্ষা কোন্ শিক্ষা? ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞানের মত কোন্ জ্ঞান?

স্ত্রী। বলিতে পার বটে। কিন্তু তখন ত এক মুহূর্ত্তের তরেও আমার মনে হয় নাই যে, এ ভার আমাকে কোন দিন বহন করিতে হইবে। বৃক্ষতলে ছিলাম, ছায়াই ভোগ করিয়া আসিয়াছি; কে জানিত

যে, এ বৃক্ষ শুকাইবে, এ ছায়া হইতে একদিন বঞ্চিত হইতে হইবে ?

স্বামী। লোকে ভবিষ্যৎসম্বন্ধে এইরূপ অন্ধ থাকিতে চাহে বটে। যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য বৃথা অনুযোগ করিতে চাহি না। এখন হইতে ভবিষ্যৎটাও একটু দেখিও আর গৃহিণীপনা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, তোমাকে বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শুন।

গৃহই নারীদিগের কার্য্যক্ষেত্র। যদিও দৃষ্টিপাতে ইহা অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়—ইহার কার্য্য অতি সামান্য বলিয়া উপলব্ধি হয়, সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে ইহা একটি ক্ষুদ্র বা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র নহে—ইহার কার্য্য সাধারণ বা সহজ নহে। গৃহস্থের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। এই গৃহস্থের অভ্যন্তরীণ কর্ত্তৃত্বভার যে রমণীর হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহাকেই গৃহিণী বলা যায়। সুতরাং বলা অনাবশ্যক যে গৃহসুখ সমস্ত গৃহিণীর উপরেই নির্ভর করে। যেরূপ রাজার সুশাসন ও সুদৃষ্টিতেই প্রজাগণের উন্নতি ও সুখ, সেইরূপ গৃহিণীর সুশাসন ও সুদৃষ্টিতেই গৃহস্থগণের উন্নতি ও সুখ। অতএব গৃহিণীর অতি সাবধানতার সহিত কাজ করা উচিত।

যে সমস্ত গুণের কথা এত দিন বলিয়া আসিয়াছি সুগৃহিণীর তৎসমস্তই থাকা নিতান্ত আবশ্যক। উহার একটিও না থাকিলে চলে না; কিন্তু শুদ্ধ ঐ সকল গুণ থাকিলেই প্রকৃতপক্ষে সুগৃহিণী হইতে পারে না। গৃহিণীর আরও অনেক শিক্ষা আবশ্যক, তাহার কতকগুলি এখন বলিতেছি। পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়া আসিয়াছ, নাম ধরিয়া কর্ত্তব্য বলা আমার রীতি নহে। বাস্তবিক তাহা বলাও যায় না। কর্ত্তব্যের তালিকা প্রদান করিয়া কে কবে তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন? এরূপ স্থলে কয়েকটি বিভাগদ্বারা কতকগুলি বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারিলেই, আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল বোধ করি। তাই আমি তোমাকে স্থূলভাবে কয়েকটি বিষয় বলিতেছি।

১। আয়ব্যয়।—

গৃহিণীমাত্রেরই পরিবারের আর্থিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যেরূপ বাহিরে গৃহকর্ত্তার সর্ব্বপ্রকার আয়ের ও অবস্থানুযায়ী ব্যয়ের পরিমাণ বিদিত থাকা আবশ্যক, ঘরেও গৃহিণীর সেইরূপ আয়ব্যয়ের হার জানা না থাকিলে, সাংসারিক কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতে পারে না। আমার আয়ের পরিমাণ কি এবং সেই আয়েরই

বা অবস্থা কি, ইহা স্থায়ী কি অস্থায়ী, এই সকল বিষয় যদি তুমি না জান, তুমি গৃহিণীপনা করিবে কিরূপে? আয়ের বিষয় সম্যক্ জানা না থাকিলে, তুমি ব্যয় করিবে কি হারে? হয়ত এতদ্বিষয়ক অজ্ঞানতানিবন্ধন তুমি অপরিমিতব্যয়ী হইয়া পড়িবে, অথবা (নিজের ব্যয় করিবার ক্ষমতা না থাকিলে) অনুচিত ব্যয়ের একটি দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া বসিবে। কিছুতেই তোমার সন্তোষ জন্মিবে না। আমি জানি, এখনও অনেক গৃহকর্ত্তৃগণ গৃহিণীদিগকে এ বিষয় জানান বড় একটা আবশ্যক বোধ করেন না; তাঁহাদের বিশ্বাস ব্যয়টা যখন তাঁহাদের নিজের হাতেই হইবে, তখন গৃহিণীগণকে এ বিষয় না জানাইলে ক্ষতি নাই। এটি তাঁহাদের একটি ভয়ানক ভুল বলিতে হইবে। প্রকৃত আয়ের অবস্থা জ্ঞাত না হইলে গৃহিণীদিগের ব্যয়েচ্ছা মিত হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের মনে সেই ব্যয়জনিত সন্তোষটিও হয় না। গৃহকর্ত্তৃগণের কি তাঁহাদিগকে এইরূপ সুখে বঞ্চিত করা উচিত? ইহাতে যে শুদ্ধ গৃহিণীগণ প্রতারিত হয়েন তাহা নহে, গৃহকর্ত্তৃগণেরও সময়ে সময়ে ইহাতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া তোমাদিগকে বিদ্রূপ

করিতে চাহি না ; আর একটি অতি সাধারণ (যাহা সচরাচর ঘটে) বিষয় বলিতেছি। মনে কর, এক বাড়ীতে একটি বিবাহ উপস্থিত। কিরূপভাবে শুভ কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইবে, কিরূপ ব্যয়াদি করিতে হইবে, ইত্যাদি কথা বাড়ীর কর্ত্তা অবশ্যই গৃহিণীর নিকট উত্থাপন করিলেন ; কিন্তু গৃহিণী তাঁহার অবস্থা সম্যক্ জ্ঞাত নহেন ; তিনি প্রতিবেশীর বাড়ী যেরূপ কার্য্য দেখিয়াছেন, এ কার্য্যও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ দিকে গৃহকর্ত্তার অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নহে ; কিন্তু গৃহিণীর সন্তোষবিধানার্থ তিনি ততটা ভাবিতে পারিলেন না—অবস্থাবিরুদ্ধ অপরিমিত ব্যয় করিয়া বসিলেন, সংসার ঋণে ডুবিল। আর যদি গৃহকর্ত্তা সুবিবেচক হয়েন, গৃহিণী মুখভার করিয়া বসিলেন, পুত্রোৎসবে যোগ দিবেন না। "ছি! ওবাড়ী এইরূপ হইয়াছে, আমাদের বাড়ী এইরূপ হইবে ?" হাসিও না, এইরূপ ঘটনায় কত পরিবার যে দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়াছে বলা যায় না। এই স্থলে গৃহিণী যদি তাঁহার আর্থিক অবস্থা সম্যক্ বুঝেন, তাহা হইলে তিনি কদাচ স্বামীকে এইরূপ ব্যয় করিতে অনুরোধ করিতে পারেন না। বরং স্বামী অপরিমিত ব্যয়েচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন।

অনেক স্বামী আছেন যাঁহারা স্ত্রীর নিকটও স্বীয় অবস্থা গোপন করিতে চাহেন। এটি তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। ইহাতে যে কত দোষ ঘটে, প্রতিদিন ইহা দ্বারা যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় বলা যায় না। অতএব গৃহিণীর সর্ব্বাগ্রে আয়ব্যয়ের পরিমাণ বুঝিয়া লওয়া উচিত। শুদ্ধ পরিমাণ বুঝিলেও হইবে না, আয়টী স্থায়ী না অস্থায়ী; ব্যয়টী সাময়িক, না স্থায়ী, এ সব বুঝা উচিত। আমি বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি সত্য কিন্তু এ আয় স্থায়ী আয় না হইলে, হয়ত কাল আমি কিছুই উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইব না। শরীর চিরদিন সমান থাকে না। চিরদিন সমান উপার্জ্জন হইয়া উঠে না। এ সব বুঝিয়া না চলিলে অনেক বনিয়াদী ঘরও গৃহিণীর দোষে পড়িয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, আয়ের সিকি অংশ দুঃসময়ের জন্য সঞ্চিত রাখিবে; সিকি অংশ ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয় করিবে; অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অংশ সংসার-কার্য্যে লাগাইবে। বাস্তবিক কিন্তু এতদনুযায়ী কার্য্য হইয়া উঠে না। এই জন্য কোন বিশেষ নিয়মও করা যায় না। স্থূলভাবে এই বলা যাইতে পারে যে, আয় বুঝিয়া ব্যয় ও সঞ্চয় করা উচিত। গৃহিণীগণের এজন্য কিছু অঙ্কশাস্ত্র জানা নিতান্ত আবশ্যক। বিদ্যা অবশ্য

যত অধিক উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, ততই ভাল; অসমর্থপক্ষে গণিতের অতি সাধারণ নিয়মগুলি জানা গৃহিণীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

২। শৃঙ্খলা।—

মানবজীবনের সুখ ও উন্নতি অনেক পরিমাণে সুশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে। সংসারের অতি ক্ষুদ্রতম কার্য্য হইতে অতি বৃহৎ কার্য্য পর্য্যন্ত সুচারুরূপে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তদনুষ্ঠানে একটি সুশৃঙ্খলা অবলম্বন করিতে হইবে। আজ সমগ্র পৃথিবীতে যে জাতি সর্ব্বোন্নত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, দেখিবে কেমন সুশৃঙ্খলরূপে তাহাদের কার্য্য চলিতেছে। সুশৃঙ্খলপ্রিয়তা তাহাদের স্বভাবের অঙ্গ বলিলেও বুঝি অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ গৃহিণীপনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে আমি এই সমস্ত কথা কেন কহিতেছি, হয়ত এ প্রশ্ন তোমার মনে উদিত হইয়া থাকিবে। এতদুত্তরে তোমাকে স্থূলভাবে একটি কথা বলিয়া রাখি। কার্য্য গুরু হইলেও, তৎসম্পাদনে কর্ত্তার যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, কার্য্য ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার সেই সব গুণই থাকা আবশ্যক হইতে পারে; একটি রাজ্যপরিরক্ষণে রাজার যেরূপ সুশৃঙ্খলা অবলম্বন

করিতে হয়, একটি পরিবার সমরক্ষণেও প্রায় গৃহিণীর সেইরূপ সুশৃঙ্খলপ্রিয় হইতে হয়। ফলতঃ গৃহ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—গৃহিণী ইহার রাণী।

কার্য্যের শৃঙ্খলা বলিলে, কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা ও কার্য্যের সময়ের শৃঙ্খলা উভয়ই বুঝিতে হইবে। কার্য্য যেরূপ যথোপযুক্ত প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ যথোপযুক্ত সময়েও নিষ্পন্ন না হইলে, অভীষ্ট ফলপ্রদ হয় না। যথাকার্য্য যথোপযুক্ত সময়ে যথোচিতরূপে সম্পন্ন করার নামই প্রকৃত কার্য্য করা। এই কার্য্য-সমষ্টিই আমাদিগের জীবন—সুতরাং মনুষ্যজীবনে শৃঙ্খলা-প্রিয়তা যে কতদূর আবশ্যক সহজেই বুঝিতে পার। একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবনেও যখন ইহা এত আবশ্যক, একটি পরিবারাধীন গৃহিণীর জীবনে তাহা কতদূর প্রয়োজনীয় বলিতে হইবে কি? প্রথমতঃ কষ্ট করিয়া অভ্যাস দ্বারা এই গুণটি জন্মাইয়া লইতে হয়, শেষে একবার সুশৃঙ্খলপ্রিয় হইয়া উঠিলে, আর কোন কষ্ট পাইতে হয় না। শারীরিক স্বাস্থ্যই বল, আর মানসিক স্বাস্থ্যই বল, যিনি সুশৃঙ্খলপ্রিয়, তাঁহার কোনটাই রক্ষা করিতে আয়াস বোধ হয় না—অতি সহজেই হইয়া যায়।

স্ত্রী। স্বাস্থ্যের সহিত শৃঙ্খলার সম্বন্ধ কি?

স্বামী। শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয় কেন? প্রায়ই অনুপযুক্ত সময়ে কিংবা অপরিমিতরূপে ভোজন, পান, নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা। এই সব বিষয়ে যদৃচ্ছাচারিতা ও অনিয়মই ইহার প্রধান কারণ। যিনি শৃঙ্খলাপ্রিয়, তিনি কখন স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না, নিয়মের অধীন থাকাই তাঁহার শৃঙ্খলা; সুতরাং এই সব কারণে তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যও নষ্ট হয় না। আর মানসিক স্বাস্থ্যও ইঁহারা এই কারণেই রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ যদৃচ্ছাচারিতাই শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের শত্রু, এবং শৃঙ্খলাপ্রিয়তার অর্থ যদৃচ্ছাচারিতায় অনাশক্তি।

স্ত্রী। বুঝিলাম, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই সুশৃঙ্খলা থাকা অবাশ্যক।

স্বামী। বেশ বলিয়াছ, এইটি বুঝিলে আর কাহারও নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না—"গৃহের সামগ্রী যথাস্থানে রাখিও, যথোপযুক্ত সময়ে যথাকার্য্য করিও"; ইত্যাদি।

৩। তত্ত্বাবধারণ।—

সুগৃহিণী প্রত্যহই একবার সমস্ত পরিদর্শন করিবেন। কোথায় কি আবশ্যক, কোন্ খানে কি নষ্ট হইয়া যাই-

তেছে, কোথায় কি সংস্করণ করিতে হইবে, পরিবারস্থ কে কি ভাবে আছে, তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, তাহাদের উপর অর্পিত কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, কাহার কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক, এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করা গৃহিণীদিগের একান্ত আবশ্যক। শুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণই যথেষ্ট নহে, যেটি তিনি পারেন, সংশোধন করিবেন, আর যাহা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে, যথোচিত সময়ে গৃহস্বামীকে তাহা জানান কর্ত্তব্য। পারিবারিক কলহ দূর করিতে গৃহিণী যেমন পটু, এরূপ আর কেহ নহেন। তুমি "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়িয়াছ, "দেবী-চৌধুরাণী"ও পড়িয়াছ; গোবিন্দলালের মাকেও দেখিয়াছ আর ব্রজেশ্বরের মাকেও দেখিয়াছ। গৃহিণীর অভাবে সংসার কিরূপ ছারখার হইয়া যাইতে পারে, গোবিন্দলালের মাতা তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, ভ্রমর-গোবিন্দলালের মনে অশান্তিবীজ রোপিত হইবামাত্রই তিনি বিনাশ করিতে পারিতেন। আর সুগৃহিণী হইলে, কিরূপে ভয়ানক অশান্তির কারণও অতি সহজে ধ্বংস করিতে পারা যায়, ব্রজেশ্বরের মাতা তাহা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। সুগৃহিণীর সুদৃষ্টি থাকিলে গৃহ চিরদিনই শান্তিধাম থাকিতে পারে।

মাঝি পটু থাকিলে, সহস্র তুফানেও তরী ডুবে না। গৃহিণী কার্য্যদক্ষা হইলে, মহাবিপদেও সে সংসারের অশুভ নাই। যে গৃহে গৃহিণী নাই, সে গৃহে গৃহলক্ষ্মী নাই।

৪। ব্যবহার।—

সাধারণ ব্যবহারের কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন গৃহিণীর ব্যবহারের কথা কিছু বলিব। গৃহিণীর একটু গাম্ভীর্য্য থাকা চাই। পরিবারস্থ সকলে যাহাতে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে গৃহিণীর তৎপ্রতি লক্ষ্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক। চপলতা, বৃথামোদপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ গৃহিণীগণের সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। তুমি পরিবার-বর্গের প্রতি সমদর্শিনী হইয়া যথোচিত ব্যবহার করিবে। তোমার ব্যবহারে যেন সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন ও সকলেই যেন কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। গৃহিণী পরিবারবর্গের মাতৃস্বরূপ। মাতা যেমন সন্তানগণকে পালন করিয়া থাকেন, শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, অনুচিত কার্য্য করিলে বাৎসল্যভাবে তিরস্কার করিয়া থাকেন, সৎকার্য্য করিতে উত্তেজনা করিয়া থাকেন, গৃহিণীও পরিবারস্থ সমস্তকে তদ্রূপই করিবেন। যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার দিবেন। সকলের বুদ্ধি

বিদ্যা কিংবা কার্য্যক্ষমতা সমান নহে ; এরূপ অবস্থায় সকলের প্রতি সমান কার্য্যের ভার দিলে সকলকে সমান দেখা হয় না। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন যিনি অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাকে সাধারণ শ্রমের কার্য্য অর্পণ করিতে হয়। অন্যের মনে যাহাতে এ জন্য দ্বেষভাব না জন্মিতে পারে, গৃহিণী তজ্জন্য ভালরূপ মানসিক শিক্ষা প্রদান করিবেন। দাসদাসীদিগকে সর্ব্বদা মিষ্টকথা বলিবেন, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত বিশ্রাম ও পুরস্কার প্রদান করিবেন, কার্য্যকারক সকলেই যেন সন্তুষ্টচিত্তে কার্য্য করে। পরিবারস্থ কাহারও কোন পীড়া হইলে গৃহিণী তাহাকে এরূপভাবে শুশ্রূষা করিবেন যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র যেন রোগীর অর্দ্ধেক যাতনা প্রশমিত হইয়া যায়। তিনি শয্যাপার্শ্বে আসিলেই যেন রোগীর মনে শান্তি উপস্থিত হয়। গৃহে আগত অতিথি বা আত্মীয়বর্গ যাহাতে সর্ব্বদা পরিতুষ্ট থাকেন, গৃহিণীর তদ্বিষয়ে মনোযোগ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহাদিগের ভোজন, নিদ্রা যাহাতে পরিতৃপ্তিমত হইতে পারে, পরিবার-বর্গকে তদ্বিষয়ক উপদেশ দিয়া তাহা সম্পন্ন হইল কি না, নিজে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। বলা বাহুল্য গৃহিণী-মাত্রেরই ঔদাস্য এবং আলস্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে

কর্ত্তব্য। গৃহিণী অন্যের উপরে কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন সত্য, কিন্তু নিজে তাহা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

৫। গৃহিণীর ধৈর্য্য ও ক্ষমা।

গৃহিণীর সর্ব্বপ্রধান গুণ এই ধৈর্য্য ও ক্ষমা। যিনি যত ধীর, যিনি যত ক্ষমাশীল, তিনি তত পাকা গৃহিণী। অনেকে মনে করেন, যিনি কর্ত্তা বা গৃহিণী, তাঁহার খুব-'দাপ্ রাপ্' থাকা ভাল। দাপ্ রাপ্ না থাকিলে অধীনস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তা বা গৃহিণীকে উপযুক্ত সম্মান করিতে চাহে না। এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। গৃহিণী ক্রোধী হইলে লোকজন তাঁহাকে ভয় করে সত্য, কিন্তু এই ভাবে লোকজনের ভয় রাখিতে গেলে, গৃহে অশান্তির পরিসীমা থাকে না। মনুষ্য প্রতিনিয়তই অপরের নিকট অপরাধ করিতেছে—যদি প্রতি অপরাধে প্রত্যেক অপ-রাধিকে শাস্তি প্রদান করিতে হয়, তবে জগতের চতুর্দ্দিকে কেবল শাস্তি ও প্রতিহিংসাই ক্রীড়া করিতে থাকে। এই অপরাধ যিনি ধীরভাবে ক্ষমা না করিতে পাবেন, তাঁহার নিজেরও অশান্তি—তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গেরও অশান্তি। সর্ব্বদাই যে অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, আমরা এরূপ বলিতেছি না।—তবে অধিকাংশ স্থলেই ক্ষমা করিলে, পরিণাম ভাল হয়, তাহা বলা যাইতে পারে। ক্রোধ

হইলেই মনোবৃত্তি সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইলে, যাহা কিছু করা যায়, তাহাতেই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। যদি অধিনস্থ ব্যক্তিগণের অপরাধে গৃহিণীর ক্রোধ হইল, তবে গৃহ চালাইবে কে? অধিনস্থ ব্যক্তিগণের ক্রোধ হইলেও ততটা ক্ষতি হয় না। মাঝি ঠিক্ থাকিলে দাঁড়ীর উচ্ছৃঙ্খলতায় নৌকা মারা পড়ে না। কিন্তু মাঝি যদি ঠিক্ না থাকে, তবে দাঁড়ীগণ পাকা লোক হইলেও নৌকা রক্ষা করিতে পারে না। কর্ত্তৃত্বের ভার পাইলেই অনেকের অধীনস্থ ব্যক্তির প্রতি তাহা প্রয়োগ করিতে অভিলাষ হয়। এই অভিলাষ গৃহিণীগণ অতি সাবধানে সংবরণ করিবেন। যিনি যত শক্তিশালী, তাঁহার তত ক্ষমাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহার কোন ক্ষমতা নাই, তিনি ক্ষমা না করিলেও বিশেষ কোন গোলযোগই ঘটিতে পারে না, কিন্তু যাঁহার ক্ষমতা আছে, তাঁহার ক্ষমা না থাকিলে, সেই ক্ষমতার অপব্যবহারে সংসারে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়। সুগৃহিণী সর্ব্বদা এই কথা মনে করিয়া, অধীনস্থ ব্যক্তিগণের অপরাধগুলি ক্ষমা করিবেন। যে গৃহিণী কথায় কথায় অধীনস্থ ব্যক্তিকে সন্তাড়িত করেন—তাঁহার গৃহে অর্থের অসদ্ভাব না থাকিলেও শান্তির অসদ্ভাব হইয়া পড়ে। যে গৃহে

গৃহিণীর অসাক্ষাতে তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে থাকে, সে গৃহের অবস্থা অতি শোচনীয়। সে গৃহের গৃহিণী এক প্রকার শত্রুবেষ্টিত গৃহেই অবস্থান করেন।

অন্যান্য গুণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সমস্ত গুণ যাঁহাদের আছে তাঁহারাই ভার্য্যা—তাঁহারাই গৃহিণী।

[যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষ, যিনি সর্ব্বদা সত্যপ্রিয় এবং মিতকথা বলিয়া থাকেন, যিনি পতিব্রতা সাধ্বী, যিনি সর্ব্বদা শরীর ও মনকে পবিত্র রাখেন, যিনি স্বামীর সৌভাগ্যবর্দ্ধনে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকেন, তিনিই ভার্য্যা। যাঁহার এইরূপ ভার্য্যা আছে, তাঁহার গৃহধাম দেব-নিবাস। দাহিকাশক্তিবিহীন যেরূপ অগ্নি, প্রভাহীন যেরূপ সূর্য্য, শোভাহীন যেরূপ শশী, শক্তিহীন যেরূপ জীবন, আত্মাহীন যেরূপ শরীর, আধারহীন যেরূপ আধেয়, প্রকৃতিহীন যেরূপ পুরুষ, ভার্য্যাহীন পুরুষও সেইরূপ জানিবে। দক্ষিণাবিহীন হইলে যজ্ঞ যেরূপ ফলপ্রদান করিতে অসমর্থ, স্বর্ণ ভিন্ন স্বর্ণকার যেরূপ স্বীয় কার্য্য করিতে অসমর্থ, মৃত্তিকা ভিন্ন কুম্ভকার যেরূপ তাহার কার্য্য করিতে অসমর্থ, সেইরূপ ভার্য্যা ভিন্ন গৃহস্থ স্বীয় কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। পতির সমস্ত সুখই

প্রায় ভার্য্যামূলক। রথিগণের যেরূপ রথ, সংসারীর সেইরূপ গৃহ। সেই রথে যেরূপ সারথি, সেই গৃহে সেইরূপ ভার্য্যা। গৃহ ভার্য্যাধীন। গৃহ থাকিলেই গৃহী হয় না; যাহার ভার্য্যা নাই, তাহার গৃহ কিসের?]

স্ত্রী। এইরূপ ভার্য্যা কয় জন আছেন? এইরূপ কয় জনে পারে?

স্বামী। যাঁহারা পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহিণী—তাঁহারাই **গৃহলক্ষ্মী**। "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

শ্রী ও স্ত্রীতে প্রভেদ কি? এবংবিধ গৃহলক্ষ্মীই গৃহের শোভা। "ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" যে গৃহে গৃহিণী নাই, সেই গৃহে গৃহলক্ষ্মী নাই, তাহা গৃহ নহে, তাহা অরণ্য। আর যেখানে ইহাঁরা বিরাজ করেন, তাহা অরণ্য হইলেও স্বর্গ। যে দিন এই শান্তির প্রতিমা, শ্রীর প্রতিমূর্ত্তি, রমণীগণকে ভারতের গৃহে গৃহে লক্ষ্মীরূপে বিরাজিত দেখিব, যে দিন ভারতবাসী এই গৃহলক্ষ্মীগণকে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি করিতে শিখিবে, সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে ভারতের শুভদিন বলিয়া মানিব; পরপদদলিত, অত্যাচারপ্রপীড়িত, দারিদ্র্য-যন্ত্রণাক্লিষ্ট থাকিলেও, সেই দিনই ভারতের সুখের প্রভাত বলিয়া

ধরিব। নচেৎ ভারত রাজনীতি আন্দোলনে সহস্র উন্নত হউক, আত্মমর্য্যাদারক্ষণে সহস্র ক্ষমবান্ হউক, তাহাকে সুখী বলিয়া মানিব না। যাহার গৃহে সুখ নাই, সংসারে দুঃখযাতনায় দগ্ধ হইলে যাহার বিশ্রামস্থল নাই, তাহার আবার সুখ কি? যাহাদের গৃহে লক্ষ্মী নাই, তাহাদের আবার শ্রী কি?

সমাপ্ত